উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৩০ চৈত্র ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 14 April 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 324

ভোটদানের আর্জিতে না

◀ ৩

হরমুজ অবরোধ ট্রাম্পের

৩ ▶

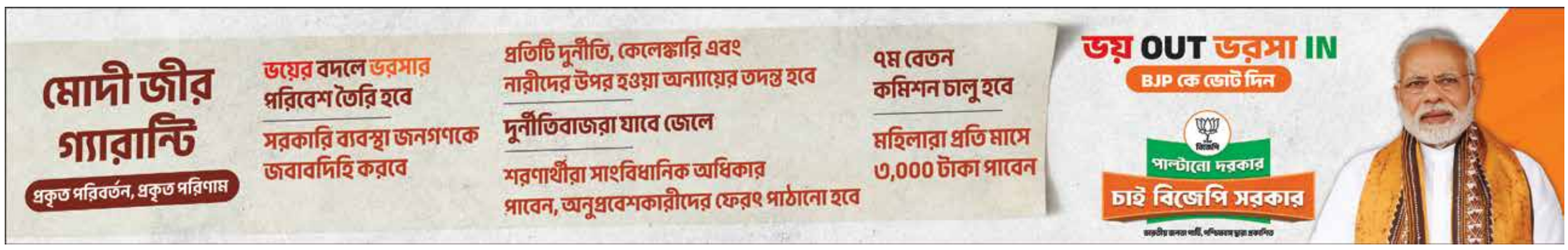

ভোট-চড়কের বড়শিবিদ্ধ ঘাসফুল

সমতলে বদলের হাওয়া, নাকি পাহাড়ে নতুন রাজনৈতিক অঙ্ক? উত্তরের জেলাগুলির ভোটের নাড়িনক্ষত্র নিয়ে আমাদের বিশেষ বিশ্লেষণ। আলিপুরদুয়ার জেলার পথেপ্রান্তরে ঘুরে লিখলেন গৌতম সরকার

> শুধু রামনবমী বা হনুমান জয়ন্তীতে এলে দেখবেন, ইয়াং ছেলেমেয়েদের জোশ কী! এই জোশে চা বাগানের দুরবস্থা নিয়ে কেউ আলোচনাই করে না। ভগবানে ভরসা সবাই করে। কিন্তু নিজেরটা সবাই আদায় করে। এখন চা বাগানে আদায় করার লোক নেই।
>
> -এক ট্রাক মালিক

কোন পথে উত্তর

গাজনের বাজনা বাজা/ কে মালিক কে সে রাজা! ভোটের চড়ক রাজা খুঁজছে। ফালাকাটা থেকে মাদারি রোডে সাতপুকুরিয়ার কাছে রাস্তায় গাজনের নাচে পুরোনো আধুনিক বাংলা গানের সুর বাজছিল বাঁশি-ঢোলকে... আছে গৌর নিতাই নদিয়াতে/ কৃষ্ণ আছে মথুরাতে/ কালীঘাটে আছে কালী/ ঢাকেশ্বরী ঢাকায়...। কিছুটা এগিয়ে দেখি, একটু দূরে দূরে যেন চৈত্র সংক্রান্তির ধ্বনি হয়ে উঠেছে জয় শ্রীরাম ও জয় বাংলা।

রেলের ক্রসিংটার উত্তরে রাঙ্গামাটি রোডে কালচিনি বাগানের ডাইনে-বাঁয়ে শ্রমিক মহল্লার গলি। অটো, ট্রেকার ছুটছে উত্তরে। চিনচুলা, রাধারানি, রাঙ্গামাটি চা বাগান। আরও উত্তরে ভুটান পাহাড়। চিনচুলার তরুণ চা শ্রমিক সোমরু বড়াইক তখন অটোয় উঠছিলেন। ভোটের হাওয়ার প্রশ্নে সোজাসাপটা জবাব দিলেন, 'যত উত্তরে যাবেন, তত বিজেপি দাদা। এটা বিজেপি রোড বলতে পারেন।' তাঁর কথায় সায় দেন অটোচালক, 'হিন্দু যে আমরা, জয় শ্রীরাম বলতেই হবে।'

লেভেল ক্রসিংটার ঠিক দক্ষিণে একজন দোকানদারের মুখে শুনলাম, নেপালিভাষী ও বিহার থেকে এসে বসবাস করা মানুষজন সোজাসুজি পদ্ম শিবিরে। আদিবাসীরা দুই ভাগ। একদল ঘাসফুলে, অন্য অংশ পদ্মফুলে। ওল্ড হাসিমারা থেকে জয়গাঁ রোড কিংবা বীরপাড়া থেকে লক্কাপাড়া রোড- যত উত্তরে যাই, তত সোমরুর পদ্ম রোড কথাটা বেশি মনে হয়।

আলিপুরদুয়ার

চাষের খেতেও ভোটের হাওয়া। আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন বঞ্চুকামারিতে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

এমনকি একসময়ের ক-এ কুমারগ্রাম, ক-এ কামতাপুরেও। বারবিশা থেকে উত্তরের পথ ধরলে কামতাপুর আন্দোলনের সেই ধাত্রীভূমিতে কেউ যেন গেরুয়া রং ঢেলে দিয়েছে। আলিপুরদুয়ার শহরের বক্সা ফিডার রোডে ভোটের কথায় মৃদু হেসে ডাইনে-বাঁয়ের ব্যবসায়ীরা শোনান, হাওয়া তো পদ্মের! সেই উত্তরমুখী পদ্ম রোড যেন। আলিপুরদুয়ার জেলাকে বলা হয় মিনি ভারত। নানা ভাষা, নানা সংস্কৃতি, নানা জনজাতি।

সন্ধ্যার একটু আগে প্রসঙ্গটা তুলতে আলিপুরদুয়ার চৌপথিতে পুরোনো সহপাঠী পালটা বললেন, 'ওসব মিনি ভারত-টারত তোদের কথা! রাখ তো এসব। শুধু ধনী আর গরিব নয়, শুধু হিন্দু-মুসলমান নয়, রাজনীতি ভাগ করে ফেলেছে আদিবাসী-নেপালি, উদ্বাস্তু বাঙালি-রাজবংশীকে। এমনকি বর্ণহিন্দু-নমশূদ্রকে।' এতসব সমীকরণ মাথায় রেখে ছক কষে রাজনৈতিক দলগুলি। সহপাঠীর কথা মিলে গেল মাদারিহাট ব্লকে।

হিন্দিভাষী অঞ্চল সভাপতিকে তৃণমূলেরই আরেক দল মানতে চায়নি বলে অঞ্চল কমিটিটা দু'ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এক ভাগে তিনি, অন্য ভাগে আরেকজন। কথায় আছে, যে সবাইকে খুশি করতে চায়, সে কাউকে খুশি করতে পারেন না। হান্টাপাড়া, ধুমচিপাড়া ও লাগোয়া কয়েকটি চা বাগানে আবার এতদিনের পদ্ম সমর্থকরা জোট বাঁধছেন দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে।

এরপর আটের পাতায়

চাকদহ - 83730 99949 | বেথুয়াডহরী - 83730 99925 | সাঁইথিয়া - 83730 99936 | মল্লারপুর - 83730 99926 | বেলডাঙা - 83730 99944 | রঘুনাথগঞ্জ - 83730 99927 | ধুলিয়ান - 83730 99992 | কালিয়াচক - 83730 99912
সুজাপুর - 83730 99916 | গাজোল - 83730 99915 | বালুরঘাট - 83730 99953 | কালিয়াগঞ্জ - 83730 99903 | রায়গঞ্জ - 83730 99964 | রায়গঞ্জ (গ্র্যান্ড) - 83730 99906 | ইসলামপুর - 83730 99965 | শিলিগুড়ি - 83730 99952
মালবাজার - 83730 99904 | জলপাইগুড়ি - 83730 99922 | ধূপগুড়ি - 83730 99960 | ফালাকাটা - 83730 99985 | আলিপুরদুয়ার - 83730 99943 | মাথাভাঙ্গা - 83730 99959

সংবাদকর্মীর পিতৃবিয়োগ

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গ সংবাদের কর্মী জয়দীপ পালের বাবা হরিনারায়ণ পাল (৮৭) প্রয়াত হলেন সোমবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন।

এদিন নিজের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও দুই ছেলে, এক মেয়ে ও এক নাতি, তিন নাতনি রয়েছেন।

সেনকোর উৎসব

নিউজ ব্যুরো

১৩ এপ্রিল : অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস, ব্যাঙ্গেল উৎসব ২০২৬ নামক একটি প্রচার অভিযানকে জনসমক্ষে এনেছে। এই প্রচার অভিযান ভারতের এক চিরন্তন গয়নার ঐতিহ্যকে এমন একটি প্রজন্মের গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরে, যারা নিজের শর্তে বাঁচেন। সেনকোর ব্যাঙ্গেল উৎসব, আধুনিক ভারতের তরুণ সমাজের চেতনাকে প্রতিফলিত করে। এই প্রচার অভিযান 'মেরি জিন্দেগি মেরে হাতো মে' এই ভাবনার ওপর ভর করে নির্মিত। প্রচার অভিযানের জন্য নির্মিত ফিল্মটি হাতের অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে গল্প বলে। এই প্রচার অভিযান বলে হাত এবং গয়নার মধ্যে সম্পর্ক ভীষণ আন্তরিক। হাত আমাদের প্রথম গল্পকার, গয়না সেই গল্পের যতিচিহ্ন। ব্যাঙ্গেল উৎসব ২০২৬-এর কালেকশনে সোনা, হিরে এবং প্ল্যাটিনাম নির্মিত ৫০০-র বেশি ডিজাইনের গয়নার সম্ভার আছে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫০৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫১৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৩৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৯৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৯৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

অ্যাফিডেভিট

আমি মুনি সরকার, স্বামী- দিলীপ সরকার গ্রাম:- জুরলাহী, পোষ্ট:- লক্ষীপুর, থানা:- বৈষ্ণবনগর, পিন:- 732210, জেলা - মালদা আমার ভোটার কার্ড সহ বিভিন্ন নথিপত্রে আমার নাম মুনি সরকার, স্বামী - দিলীপ সরকার রয়েছে কিন্তু আমার SBI পাশ বইয়ে (A/C No - 35633702740) আমার নাম ভুল বশত মি: মুনিয়া মণ্ডল, স্বামী - দিলীপ মণ্ডল হয়ে যায়। গত ইংরেজী 17/02/2026 তারিখে মালদা E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম মি: মুনিয়া মণ্ডল, স্বামী:- দিলীপ মণ্ডল থেকে মুনি সরকার, স্বামী:- দিলীপ সরকার করা হলো। আজ থেকে আমি মুনি সরকার নামে পরিচিত হলাম। (C/121370)

অ্যাফিডেভিট

আমি লুৎফর রহমান, পিতা মৃত ছলিমদ্দিন রহমান, গ্রাম- পতিরাম দক্ষিণপাড়া, পোঃ পতিরাম, থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ। আমার নতুন ভোটার কার্ডে (vide No. BYB 1572411) নাম রয়েছে লুৎফর রহমান। কিন্তু আধার কার্ড ও পুরানো ভোটার কার্ডে আমার নাম রয়েছে লুৎফর আলি মিঞা। এমতাবস্থায় গত 10.4.2026 LD. Judicial Magistrate (1st Class), বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর এর অ্যাফিডেভিট বলে লুৎফর রহমান ও লুৎফর আলি মিঞা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়েছি। (C/121369)

●

ভোটার I.D. কার্ড নং TSX1474501 আমার নাম Babu Miah এবং আধার কার্ডে জন্মের তারিখ 21.09.1994 নথিবদ্ধ হয়েছে। আমার পুরো এবং শুভ নাম Babu Haque এবং জন্ম তারিখ 14.09.1993 সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম ও পোঃ পুষনাডাঙ্গা, থানা ঃ কোতোয়ালি, জেলা ঃ কোচবিহার। গত 13.04.26 নোটারি পাবলিক, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Babu Haque এবং Babu Miah একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/120664)

●

আমি Samirul Sk, S/o Saifuddin Sk, vill- Moulpur, P.O. Old Malda, P.S. & Dist. Malda, Pin- 732128. আমার ভোটার কার্ডে (JSL 2914331) ও আমার বাবার সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে আমার বাবার নাম Md Saifuddin থাকায় ও আমার প্যান কার্ডে (FOXPS 3190M) আমার বাবার নাম Saifuddin Sekh থাকায় গত 09.04.2026-এ প্রথম শ্রেণি J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Md Saifuddin ও Saifuddin Sekh থেকে Saifuddin Sk করা হল, যা উভয়ই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/121368)

●

আমি Yaseen Ali, S/o. Lal Mahammad Mia, Vill & P.O.- Shashani, P.S.- Kaliachak, Dist.- Malda, Pin- 732201, আমার সমস্ত পড়াশুনার কাগজপত্রে, সার্টিফিকেটে ও আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স-এ (WB 65-20160044367) আমার বাবার নাম 'Lal Md. Mia' থাকায় গত 09.04.2026-এ প্রথম শ্রেণি J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে আমার বাবার নাম Lal Md. Mia থেকে Lal Mahammad Mia করা হল। যা উভয়ই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/121368)

অ্যাফিডেভিট

2002-17 ময়নাগুড়ি (SC) পার্ট নং 153 Sl. No. 67-তে আমার এবং আমার পিতার নাম ভুল থাকায় গত 27.01.2026 তারিখে J.M. 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Chayaful Md এবং Sayful Mahaah পিতা Masiruddin Md এবং Machhiruddin Mahah উভয়েই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম। আমার বর্তমান ভোটার কার্ড নং TJR 2597086. (C/120881)

●

আমার মাধ্যমিক (W.B.B.S.E) অ্যাডমিট, মার্কশিট, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে (রোল- 20369IN নং- 0043, বর্ষ- 2021) পিতার নাম Prahlad Barman আছে। তুফানগঞ্জ 1st ক্লাস J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিটে জানাচ্ছি পিতার সঠিক নাম Prahlad Ch. Barman. Prahlad Ch. Barman ও Prahlad Barman এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। Priyabrata Barman, গ্রাম ও পো- দেওচড়াই, থানা- তুফানগঞ্জ, জেলা- কোচবিহার। (D/S)

●

আমি Abdul Sahid Pramanik Aadhar no. 9879 7484 8474 আমার আধার কার্ডে নাম, বয়স জন্ম তারিখ ও লিঙ্গ ভুল থাকায় গত 10/04/26 তারিখে মেখলিগঞ্জ 1st Class JM Affidavit করে Anoyara Pramanik থেকে Abdul Sahid Pramanik ও জন্ম তারিখ 02/05/1997 থেকে 05/11/2002 লিঙ্গ Female থেকে Male হলাম, ঠিকানা- Hemkumari, Haldibari, Coochbehar. (C/121366)

●

আমি Bhim Prasad Sharma, পিতা : Ramchandra Sharma, ঠিকানা : গোপাল বাহাদুর বস্তি, পো : দলসিংপাড়া, থানা : জয়গাঁও, জেলা : আলিপুরদুয়ার। আমার পুত্রের সঠিক নাম Mitraraj Sharma, যা তার আধার কার্ডে উল্লেখ আছে। আমার স্ত্রীর সঠিক নাম Kabita Sharma যা, তার আধার কার্ডে উল্লেখ আছে। কিন্তু পুত্রের বার্থ সার্টিফিকেটে ভুলবশত তার নাম Mitraraj Sharma (Upadhaya), আমার নাম Bhim Prasad Sharma (Upadhaya) এবং স্ত্রীর নাম Kabita Sharma (Upadhaya) উল্লেখ আছে। তাই পুত্রের বার্থ সার্টিফিকেট সংশোধনের জন্য ১০/০৪/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার LD 1st Class JM কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার নাম Bhim Prasad Sharma, স্ত্রীর নাম Kabita Sharma ও পুত্রের নাম Mitraraj Sharma করা হল। (C/120163)

TUITION

ক্লাস 7 এর CBSE স্টুডেন্ট বাড়িতে এসে পড়ানোর জন্য Female টিচার চাই। কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি। (M) 94340-19789. (C/121184)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি Nish Chick Baraik, পিতা : Mahadeo Chik Baraik, গ্রাম : জয় বিরপাড়া, পো : বিরপাড়া, জেলা : আলিপুরদুয়ার। আমার ST সার্টিফিকেট, (NO : WB2001ST202101808) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে ফোন করুন - 9800363225. (C/120164)

কর্মখালি

Wisdom School (CBSE) Nishiganj, Cooch Behar, Required Teacher : Post : PRT & TGT, Salary - 10K to 15K. 9064081181/7278071050 (W) (C/121367)

●

কলকাতার বাইরে হোটেলের জন্য রিসেপশনিস্ট/রুম বয় প্রয়োজন। থাকা, খাওয়া ফ্রি। ন্যায্য মাইনে বোনাস সহ। যোগাযোগ- ৯৮৩০০৩৮৭১৬। (K)

অ্যাফিডেভিট

আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় তাং ২৫/৩/২৬ -এ J.M. 1st ক্লাস অ্যাফিডেভিট নং 7994, জলপাইগুড়ি কোর্ট, দ্বারা Md Jiaul ও Jiyaula Mahammad একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম। (C/120884)

●

ছেলের (Rehan) জন্ম শংসাপত্র Regd. No. B-2021:19-00788-004055 বাবার নাম ভুল থাকায় গত 06.04.26, J.M. 2nd চাঁচল কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Sarul থেকে Sarul Alam করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। Sarul Alam, নজরপুর, মাগুরা, পুখুরিয়া, মালদা। (S/T)

●

৮ নং নাটাবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় অংশ নং- ১৫১, ক্রমিক নং- ১১১, নাম আছে কালু সেখ। পরবর্তীতে ১০/১১/২০১০ তারিখে তুফানগঞ্জ E.M. কোর্টে সঠিক নাম Abdul Rahaman করি ও ভোটার তালিকাতে সংশোধন করি, ভোটার কার্ড নং- WII2181410। কালু সেখ ও আবদুল রহমান এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (D/S)

বাহন ভাড়া করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১৩২-এসজিইউজে-স্টোর-এএমএম-ভেহিকল-২০২৬ তারিখঃ ৩০-০৩-২০২৬। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেঃ ডিইএম বিড নং. ডিইএম/২০২৬/বি/৭৪২৪৫৫৯। কাজের নামঃ ০২ (দুই) বছরের জন্য এএমএমডি শিলিগুড়ি জংশন এবং শিলিগুড়ি জং. ডিপোর সরকারি ব্যবহারের জন্য একটি নন-এসি সড়ক বাহন (সুজুকি আর্টিগা, হুন্ডাই ক্রেটা, মাহিন্দ্রা এসইউভি ৩০০, মাহিন্দ্রা বোলেরো বা সেই রকমের) ভাড়া করা। টেন্ডার রাশিঃ ৯,৮৫,৫৩৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১৯,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হবে ২৯-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র ২৯-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.gem.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ. ডিএমই/ডিজেল, শিলিগুড়ি জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবা"

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি মায় শ্রীমতি ভাস্বতী রায় চৌধুরী, স্বামী- শ্রী তমাল দাস, ঠিকানা- তুরিবাড়ি, ওদলাবাড়ি, পোঃ- মানাবাড়ি, থানা- মালবাজার, জেলা- জলপাইগুড়ি। মহাশয়ার নিকট হইতে উপযুক্ত পন মূল্যে খরিদ করিতে যাইতেছে। এক্ষণে উক্ত সম্পত্তি লইয়া যদি কাহারও কোনও দাবী বা আপত্তি থাকে তাহলে তিনি অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় তাহার দাবী সম্বন্ধীয় উপযুক্ত তথ্যাদি নথিপত্র সহ আসিয়া যোগাযোগ করিবেন বা লিখিত আপত্তি জানাইবেন। নচেৎ তাহার দাবী বা আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

তপশীল

জেলা- জলপাইগুড়ি, থানা- মালবাজার, ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত, জে.এল. নং-১৭, মৌজা- তারঘেরা, এল.আর. ২৫৩, ২৫৬ এবং ২৯০ নং খতিয়ানের অন্তর্গত, এল. আর. - ১৩২/৬৬৪, ১২৭, ১৩৮ এবং ১৩৮/৬৬৮ নং দাগের ৩.৭৬ একর অথবা ২২৮ কাঠা।

তাপস পাল
অ্যাডভোকেট, শিলিগুড়ি
সুকান্ত পল্লি, শিলিগুড়ি, পোঃ শিলিগুড়ি বাজার,
থানা- নিউ জলপাইগুড়ি, জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন- ৭৩৪০০৫, মোঃ ৯৪৩৪২২১৮৮১

পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের জন্য ই-নিলাম

পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। নিলাম ক্যাটালগ নংঃ সি-এপি-পিএএনডিইউ-২৬-১, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট) ঃ ২২-০৪-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়ঃ ২২-০৪-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা, রেট ইউনিটঃ বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিনঃ ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-এপিডিজে-এনএমজেড-টিওআই-১৫-২২-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	নিউ মাল জং.- এ প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট।
এএ/২	পিএনইউ-এপিডিজে-ডিকিটিজি-টিওআই-৬-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	ধূপগুড়ির প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট।
এএ/৩	পিএনইউ-এপিডিজে-ডিএইচএইচ-টিওআই-১১-২২-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	দিনহাটায় প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট।
এএ/৪	পিএনইউ-এপিডিজে-এপিডিজে-টিওআই-২-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	আলিপুরদুয়ার জং. প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট।

উপরের ই-নিলামটি ইতিমধ্যে ই-নিলাম পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

গান্ধীধাম জং. - মালদা টাউন - গান্ধীধাম জং. স্পেশাল ট্রেন

গ্রীষ্মকালীন মরশুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৯৪৬৩/০৯৪৬৪ গান্ধীধাম জং. - মালদা টাউন - গান্ধীধাম জং. স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ এবং গঠন অনুসারে চলবে-

গান্ধীধাম জং. - মালদা টাউন			(০৯৪৬৩) (০৯৪৬৪)	মালদা টাউন - গান্ধীধাম জং.		
দিন	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
রবিবার	—	১২.৩০	↓ গান্ধীধাম জং.	১৫.৩০	—	বৃহস্পতিবার
সোমবার	০০.০৫	০০.১৫	আজমের জং.	০২.৫৫	০৩.০৫	
	১৬.৩০	১৬.৪০	প্রয়াগরাজ জং.	১১.০০	১১.১০	বুধবার
	২৩.৪৫	২৩.৫৫	পাটনা জং.	০৪.০৫	০৪.১৫	
মঙ্গলবার	০২.২৫	০২.৩০	জামালপুর	২৩.৫০	২৩.৫৫	
	০৩.৩০	০৩.৪০	ভাগলপুর জং.	২১.৪০	২১.৫০	মঙ্গলবার
	০৯.১০	—	মালদা টাউন ↑	—	১৭.৩৫	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে সামাখ্যালী জং., রাধনপুর, ভীলড়ী জং., পালনপুর জং., আবু রোড, জয়পুর জং., বান্দিকুই জং., ভরতপুর জং., ইদগাহ আগ্রা জং., টুন্ডলা জং., এটাওয়া জং., গোবিন্দপুরী, মির্জাপুর, পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জং., বক্সার, আরা জং., কিউল জং., অভয়পুর, সুলতানগঞ্জ, কাহালগাঁও, সাহিবগঞ্জ, বারহারওয়া জং. এবং নিউ ফারাক্কা জং. স্টেশনেও থামবে।

● চলাচলের তারিখ ও দিন ঃ গান্ধীধাম জং. থেকে ০৯৪৬৩ ঃ ১৯.০৪.২০২৬ তারিখ (রবিবার) = ০১টি ট্রিপ এবং মালদা টাউন থেকে ০৯৪৬৪ ঃ ২১.০৪.২০২৬ তারিখ (মঙ্গলবার) = ০১টি ট্রিপ ● গঠন ঃ এসি ২-টিয়ার ঃ ০১, এসি ৩-টিয়ার ঃ ০২, স্লিপার ক্লাস ঃ ১৩, সাধারণ ২য় শ্রেণি (জিএস) ঃ ০২, এসএলআরডি ঃ ০২ = ২০টি কোচ। ● ক্যাটাগরি ঃ মেইল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./১১ অফ ২০২৬; তারিখ ঃ ০৮-০৪-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নম্বর ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ সিনিয়র ডিইএন/III/কাটিহারের এথতিয়ারভুক্ত নিউ জলপাইগুড়ি - দার্জিলিং (এসএস/এনজি)- টিআরআর(পি)- ৮৬.৫০০ টিকিমি (৫০আর রেল দ্বারা)। (মোট = ৮৬.৫০০ কিমি)। টেন্ডার মূল্য ঃ ১১,০০,০৫,৯৮১.৭৪/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ২২,০০,১০০/- টাকা; টেন্ডার নম্বর ২; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ (এ) কাটিহার ডিভিশনে দার্জিলিংয়ে অফিসার রেস্ট হাউস উন্নয়ন (পুরনো ভবন)। (বি) কাটিহার ডিভিশনে দার্জিলিংয়ে অফিসার রেস্ট হাউস উন্নয়ন (নতুন ভবন)। টেন্ডার মূল্য ঃ ৪,৪৩,৭৬,৬১৮.২৬/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ৮,৮৭,৫০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডারগুলি বন্ধের তারিখ ও সময় ০৭-০৫-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি ০৭-০৫-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে মানুষের সেবায়

Admission Notice

Kendriya Vidyalaya BSF Baikunthpur, Salugara, Siliguri invites applications for admission to vacant seats in Class VII and Class X **(only for Service category-I & II)** for the academic session 2026–27 from 15.04.2026 (09:00 AM) to 20.04.2026 (02:00 PM).

1. **Admission to Class VII :** No admission test will be conducted. Admission will be granted strictly on the basis of prescribed priority categories and availability of vacancies.
2. **Admission to Class X :** Applications will be accepted only from the wards of transferable and non-transferable Central Government employees and Ex-servicemen, as well as from the wards of employees of Autonomous Bodies/Public Sector Undertakings/Institutes of Higher Learning of the Government of India. The candidate must be currently studying in a CBSE-affiliated school and must have secured a minimum of 55% marks in Class IX.
3. Admissions will be made strictly in accordance with the KVS Admission Guidelines 2026–27.
4. Interested parents may contact the Vidyalaya office with the required documents. Registration does not guarantee admission. For more information, please visit the Vidyalaya website : **https://bsfbaikunthpur.kvs.ac.in/.**

Principal

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৬,৮৪৭.৫৭ (-৭০২.৬৮)

নিফটি : ২৩,৮৪২.৬৫ (-২০৭.৯৫)

স্মৃতির বৈশাখ

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সঙ্গে আগামীকাল বিনামূল্যে বিতরিত হবে বিশেষ ট্যাবলয়েড।

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৪°	২১°	৩৪°	২১°	৩৩°	২১°	৩৩°	১৯°

দিল্লিতে গ্রেপ্তার আইপ্যাক কর্তা ৮

গুলি মারুন, মাথা নত করব না জীবনপণ লড়াইয়ের ডাক ১০

শিলিগুড়ি ৩০ চৈত্র ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 14 April 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 324

ভোটদানের আর্জিতে না

নাম বাদ, রাষ্ট্রপতির কাছে আর্জি স্বেচ্ছামৃত্যুর

আরামবাগ, ১৩ এপ্রিল : বিধানসভা নির্বাচনের মুখে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার আতঙ্ক কোন চরম পর্যায়ে পৌঁছোতে পারে, সোমবার হুগলির আরামবাগ তারই এক করুণ ছবি দেখল। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় নাম বাদ যাওয়ায় সাধারণ মানুষ 'ডিটেনশন ক্যাম্প'-এর আশঙ্কায় ভুগছেন। আর সেই ভয় থেকেই এদিন ছ'জন বাসিন্দা আরামবাগ মহকুমা শাসকের (এসডিও) দপ্তরে গিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে 'স্বেচ্ছামৃত্যু'র আর্জি জানান। যদিও এদিন একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সাফ জানিয়েছে, বাদ পড়া বাসিন্দাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দিতে অন্তর্বর্তী কোনও আদেশ দেওয়া আদালতের পক্ষে সম্ভব নয়। 'বাদ পড়া'দের সম্পর্কে ট্রাইবিউনালই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

সোমবার দুপুরে ওই ছ'জন গায়ে যাবতীয় পরিচয়পত্রের প্রতিলিপি এবং নথিপত্র সেঁটে মহকুমা শাসকের দপ্তরে হাজির হন। তাঁরা সকলেই আরামবাগ পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। ওই একটি ওয়ার্ড থেকেই এসআইআর-এর ধাক্কায় ২০৬ জনের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। আবেদনকারীদের দাবি, তাঁরা এই দেশেরই ভূমিপুত্র, অথচ আজ তাঁরাই ভিটেমাটি হারানোর আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। আবেদনকারীদের মধ্যে হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা তাইবুন্নেসা বেগম রয়েছেন। তিনি গোঘাট ভগবতী বালিকা বিদ্যালয়ে ২০ বছর পড়িয়েছেন। সরকারি স্কুলে সব মিলিয়ে তাঁর ৩৪ বছর কেটেছে। তাঁর স্বামী আরামবাগ গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ। তাইবুন্নেসার আক্ষেপ, 'পাসপোর্ট থেকে শুরু করে পেনশনের কাগজপত্র— সব থাকা সত্ত্বেও তালিকা থেকে নাম বাদ পড়েছে।'

এরপর আটের পাতায়

প্রশ্নের মুখে কমিশনও

ট্রাইবিউনালে শুনানির জন্য নথি নিয়ে অপেক্ষা। সোমবার মুর্শিদাবাদে।

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল : ট্রাইবিউনালে আবেদন করলেই যে ভোটাধিকার মিলবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিচারাধীনদের ভোট দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এই মুহূর্তে যে ভোটার তালিকা 'ফ্রিজ' করা হয়েছে, সেই তালিকা অনুযায়ীই বঙ্গে দুই দফায় ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হবে। তবে শীর্ষ আদালতের এই স্পষ্ট নির্দেশিকা সত্ত্বেও, সোমবার এসআইআর সংক্রান্ত অন্য একটি মামলার শুনানিতে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর কড়া পর্যবেক্ষণ। বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের ক্ষেত্রে কমিশনের নিয়মের এই বৈষম্য বা 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' নিয়ে এদিন রীতিমতো প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে।

এদিন এসআইআর সংক্রান্ত মূল মামলা শুরুর আগে এক আবেদনকারী প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মামলাকারীর আইনজীবীর বক্তব্য, 'ট্রাইবিউনালে আবেদন শোনা হচ্ছে না।' এই কথা শুনে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, 'হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আমাকে জানিয়েছেন আজ সকাল থেকে ট্রাইবিউনালে শুনানি শুরু হয়েছে। তাই এনিয়ে আমরা কোনও সিদ্ধান্ত নেব না, যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ট্রাইবিউনালই নেবে।'

এই মামলারই সওয়াল-জবাব চলাকালীন বিচারপতি বাগচী কমিশনের জোড়া অবস্থান নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন। তাঁর পর্যবেক্ষণে উঠে আসে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর প্রক্রিয়ার অদ্ভুত বৈষম্যের চিত্রটি। আদালত কক্ষে বিচারপতি বাগচী প্রশ্ন তোলেন, বিহারের এসআইআর মামলার শুনানির সময় নির্বাচন কমিশন নিজেই জানিয়েছিল যে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যে ব্যক্তির নাম রয়েছে, তাঁকে নিজের নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য নতুন করে আর কোনও অতিরিক্ত নথি জমা দিতে হবে না। অথচ, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন কেন তাদের সেই পুরোনো অবস্থান থেকে সরে এল? কেন বাংলার ক্ষেত্রে ভিন্ন নিয়ম প্রয়োগ করা হচ্ছে? কমিশনের এই দ্বিচারিতা এবং নিজস্ব অবস্থান থেকে এভাবে ঘুরে যাওয়া নিয়ে শীর্ষ আদালত এদিন স্পষ্টতই অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।

বিচারপতি বাগচীর এই পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ হলেও ভোটার তালিকা সংক্রান্ত মূল মামলার রায়ে অবশ্য স্বস্তি পাননি আবেদনকারীরা।

এরপর আটের পাতায়

প্রধান বিচারপতি
সূর্য কান্ত

আবেদন করলেই ভোট দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

যদি আমরা এর অনুমতি দিই, তবে যাঁদের নাম বর্তমানে তালিকায় রয়েছে, তাঁদের ভোটাধিকারও স্থগিত করতে হবে।

বিচারপতি
জয়মাল্য বাগচী

কেউ যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই দেশে ভোট দেওয়ার অধিকার শুধু সাংবিধানিকই নয়, এটি আবেগের বিষয়ও বটে।

যতক্ষণ না বিপুল সংখ্যক ভোটার বাদ পড়ছেন বা ভোটে বাস্তবিক কোনও প্রভাব পড়ছে, ততক্ষণ নির্বাচন বাতিল করা সম্ভব নয়।

জুডিসিয়াল অফিসারদের নিরাপত্তার কড়া নির্দেশ

নবনীতা মণ্ডল ও সেনাউল হক

নয়াদিল্লি ও মোথাবাড়ি, ১৩ এপ্রিল : মোথাবাড়ি কাণ্ডে দেশের শীর্ষ আদালত নজিরবিহীন কড়া অবস্থান নিল। যে সমস্ত জুডিসিয়াল অফিসার এসআইআর সংক্রান্ত কাজে যুক্ত, পশ্চিমবঙ্গে ভোট প্রক্রিয়া না মেটা পর্যন্ত তাঁদের নিরাপত্তা বিন্দুমাত্র কমানো বা প্রত্যাহার করা যাবে না বলে মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত নির্দেশ দিলেন। সোমবার শুনানির শুরুতেই প্রধান বিচারপতির মেজাজ ছিল যথেষ্ট চড়া। তিনি বলেন, 'নির্বাচন না মেটা পর্যন্ত অফিসারদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করাটা বাধ্যতামূলক।' রাজ্যের বেশ কিছু এলাকাকে 'উদ্বেগজনক' হিসেবে চিহ্নিত করে, আদালতের অনুমতি ছাড়া বিচারকদের নিরাপত্তা এক ইঞ্চিও সরানো যাবে না বলে সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে। হুমকির মাত্রা বুঝে দরকার পড়লে সুরক্ষা আরও বাড়াতে হবে বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, মোথাবাড়ির ঘটনায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ

এরপর আটের পাতায়

ইরান হরমুজ খুলে দিতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই এবার আমরাই এটিকে নিয়ন্ত্রণ করব।

ডোনাল্ড ট্রাম্প

গসপেলের বাণীর অপব্যবহার করা হচ্ছে। আমি যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলা থামাব না।

পোপ লিও

ইরানি লাইফলাইনে কোপ আমেরিকার

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ১৩ এপ্রিল : ইসলামাবাদে শান্তি আলোচনায় রফাসূত্র বেরোয়নি। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যের রণক্ষেত্র এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে চরম অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। একদিকে ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ চতুর্দশ লিওকে 'দুর্বল' ও 'অপরাধপ্রেমী' বলে ব্যক্তিগত আক্রমণ শানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, অন্যদিকে সোমবার রাত থেকেই ইরানের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে নৌ-অবরোধ শুরু করে দিয়েছে মার্কিন সেনা। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, ইরানের বন্দরগামী বা ইরান থেকে বেরোনো সব জাহাজ আটক করা হবে।

ট্রাম্পের সাফ কথা, 'ইরান হরমুজ খুলে দিতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই এবার আমরাই এটিকে নিয়ন্ত্রণ করব।' অবরুদ্ধ এলাকায় কোনও ইরানি জাহাজের দেখা মিললে সেটিকে ধ্বংস করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের কথায়, ''ইরানের নৌবাহিনী সমুদ্রের তলায় শুয়ে আছে, ১৫৮টি জাহাজ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আমরা তাদের কয়েকটি 'ফাস্ট অ্যাটাক শিপ'-কে আক্রমণ করিনি, কারণ আমাদের সেগুলিকে হুমকি বলে মনে হয়নি। ওই জাহাজগুলির কোনওটি যদি আমাদের অবরোধের

কোনও বন্দরই নিরাপদ নয়, পালটা তেহরান

ধারে-কাছে আসে, তাহলে তাদের দ্রুত ধ্বংস করা হবে।''

মূলত খার্গ দ্বীপ, জাস্ক টার্মিনাল ও বন্দর আব্বাসের মতো ইরানের 'লাইফলাইন'গুলিকে অচল করে দিয়ে তেহরানের অর্থনীতি ভেঙে দেওয়ার কৌশল নিয়েছে হোয়াইট হাউস। পালটা হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরানও। সেদেশের রেভোলিউশনারি গার্ড জানিয়েছে, পারস্য উপসাগর এবং ওমান উপসাগরের নিরাপত্তা হয় সবার জন্য থাকবে, নয়তো কারও জন্য নয়। এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, 'ইরানের কোনও বন্দর অবরুদ্ধ হলে এই অঞ্চলের (মধ্যপ্রাচ্য) কোনও বন্দরই আর নিরাপদ থাকবে না।'

সোমবার আলজিরিয়া যাওয়ার পথে বিমানে বসে পোপ চতুর্দশ লিও সরাসরি মার্কিন বিদেশনীতির সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেন, 'গসপেলের বাণীর অপব্যবহার করা হচ্ছে। আমি যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলা থামাব না।' শিকাগোর আদি বাসিন্দা পোপ লিও বরাবর ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধে আমেরিকার ভূমিকার সমালোচক। পোপের এই মন্তব্যে মেজাজ হারিয়ে ট্রাম্প তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ লেখেন, 'পোপ লিও অপরাধীদের প্রতি বড্ড নরম, বিদেশনীতির ক্ষেত্রে উনি ভয়ংকর। আমি না থাকলে উনি ভ্যাটিকানে বসতে পারতেন না।' এখানেই থেমে না থেকে ট্রাম্প নিজেকে যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে তুলনা করে এআই দিয়ে তৈরি একটি বিতর্কিত ছবিও পোস্ট করেন।

এরপর আটের পাতায়

প্রচারে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে শহরের

অনুমতি নেওয়ার বালাই নেই পার্টিগুলির

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : কারও দেওয়ালে হাসিমুখে গৌতম দেব, কোথাও হাসছেন শংকর ঘোষ, কোথাও হাতজোড় করে শরদিন্দু চক্রবর্তী। হাসছেন না খালি যাঁর দেওয়াল, সেই বাড়ির মালিক। কথা ছিল, কারও বাড়ির দেওয়াল ভোটের প্রচারে ব্যবহার করতে গেলে আগে মালিকের অনুমতি নিতে হবে। তবে সেসব কথা কেবলই কথার কথা। বলছেন শিলিগুড়িবাসী। কোনও প্রতিবাদ নেই। কারণ, 'পাড়ার ছেলে' আর 'অমুক পার্টির লোকজনদের' ভয় পান সবাই। ভয় এতটাই বেশি যে, এবিষয়ে কথা বললেও নিজের নাম বলতে রাজি নন কেউ।

৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা হাত উঁচিয়ে দেখালেন, বাড়ির একপাশের দেওয়ালটা তিনি ভেঙেই ফেলেছেন। কারণ আগে সেখানে প্রচার করে যেত পার্টির ছেলেরা। বহুবার নিজেই রং করে মিটিয়েছেন বিভিন্ন দলের কর্মীদের কীর্তি। পেরেক ঠুকে, আঠা লাগিয়ে দেওয়ালকে শেষ করে দিয়েছে তারা। বিরক্ত হয়ে সমাধান হিসেবে দেওয়াল ভেঙেই ফেলেছেন। ভাঙার পরে দেওয়ালের যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে, সেখানেও আবার পেরেক ঠুকে পোস্টার লাগিয়ে প্রয়োজনটুকু বোধ করছে না কেউ। শহরের বেশিরভাগ বাড়ির সদস্যরাই একবাক্যে স্বীকার করে নিলেন, প্রচারের কাজে কোনওদিন তাঁদের কাছ থেকে দেওয়াল ব্যবহারের অনুমতি নেওয়া হয়নি। কখনও

গিয়েছে তৃণমূল।

ভোটের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, তত বাড়ছে প্রচারের তেজ। পেরেক ঠুকে ফেস্টুন, ব্যানার ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে কোনও বাড়ির দেওয়ালে। এই কাজে বাকি নেই কোনও দলই। তবে যাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবহার করে এই প্রচার চলছে তাঁদের অনুমতি নেওয়ার রাতের অন্ধকারে ফেস্টুন, ব্যানার লাগাচ্ছে। কখনও দুপুরে সবাই যখন বাড়ির ভেতরে ঘুমোচ্ছে তখন দেওয়াল লিখন করে দিয়ে যাচ্ছে। কখন হচ্ছে কেউ টেরই পাচ্ছেন না। ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের এক মহিলা বললেন, 'আজ পর্যন্ত কোনওদিনই কেউ অনুমতি নেয়নি।

এরপর আটের পাতায়

ডিজিটাল মুদ্রার আড়ালে ফের প্রতারণা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : ফের ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রলোভনের আড়ালে সাইবার প্রতারণাচক্রের হদিস পেল প্রধাননগর থানার পুলিশ। সোমবারে ভোরে চালানো এই অভিযানে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চিনের ট্রেডিং এজেন্সির সূত্র পেলেন তদন্তকারী পুলিশকর্তারা। পুলিশ সূত্রে খবর, নেপালে থাকা

চিনা-যোগ নিয়ে জোর চর্চা

মিডলম্যানের মাধ্যমে চিনের ট্রেডিং এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ধৃত তিনজনের। ওই এজেন্সির মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সি কিনে সেটা প্রতারণার কাজে ব্যবহার করত চক্রের সদস্যরা। আর্মি ইন্টেলিজেন্সের দেওয়া তথ্যের সূত্র ধরে সোমবার ভোরে শালবাড়ির এক বিলাসবহুল রিসর্টে অভিযান চালিয়ে এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে হরিয়ানার বাসিন্দা হুসানদিন নামে এক তরুণ সরাসরি ওই মিডলম্যানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। ওই রিসর্ট থেকে হুসানদিনের সঙ্গী ইটাহারের বাসিন্দা উজ্জ্বল সরকার ও ময়নাগুড়ির ভোটপট্টির বাসিন্দা নির্মল পালকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

এরপর আটের পাতায়

কপ্টারের ঝাপটায় উড়েছে চাল

ক্ষতিগ্রস্তদের নিয়ে রাজনীতি শুরু

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : উড়ে যাওয়া টিনগুলো জড়ো করে রেখেছেন। বাঁশ দিয়ে বেঁধে সেগুলোই ঘরের চাল হিসাবে ব্যবহার করবেন চড়কি লোহার।

প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত দুটি হেলিকপ্টারের হাওয়ায় ঘরের চাল উড়ে গিয়েছে। অভিযোগ, সোমবার রাত পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে শুধুমাত্র ত্রিপল দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করা হয়নি। ক্ষতিগ্রস্ত আটটি পরিবারের সদস্যরা নিজেরাই এদিন হাত লাগিয়েছেন মেরামতিতে। দিনভর বাঁশ, দড়ি সহ নানা সামগ্রী জোগাড় করতে ব্যস্ত ছিলেন তাঁরা। চড়কি বলছিলেন, 'কষ্ট করে ঘরগুলি বানিয়েছিলাম।'

রান্নাঘরের চাল উড়েছে। দুপুরে সূর্যের আলো পড়ছে মুখে। মাটির উনুনে রান্না করতে করতে নাজেহাল চড়কি। ঘাম মুছে বললেন, 'ঘরের চালটা থাকলে হয়তো রোদ থেকে রেহাই মিলত।' ক্ষতিগ্রস্তদের নিয়ে রাজনীতি শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে। সরকারি আবাসের দাবি দীর্ঘদিনের। পাথরঘাটার প্রধান তৃণমূল কংগ্রেসের মহম্মদ শাহিদের বক্তব্য, 'চা বাগানের জমিতে পরিবারগুলির বসবাস। চা সুন্দরী প্রকল্পে ঘর তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিল। জমির নথিপত্রের অভাবে সম্ভব হয়নি।' অথচ, স্থানীয় অর্পিত বড়াইকের কথা, 'অনেকেরই পাট্টা রয়েছে। আবাস যোজনা প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারি আমরা। কিন্তু কেউ কথা রাখেননি।'

স্থানীয় বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন সোমবার রাতে পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করে পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন। বলেছেন, 'এই মুহূর্তে আর বেশি কিছু করা যাবে না। ভোট পার হলে তাঁদের বাকি সমস্যা বিবেচনা করা হবে।' তৃণমূল সরকারের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে বলেন, 'দুর্নীতি করে আবাসে যোগ্যদের বঞ্চিত করেছে রাজ্য।' পালটা সেখানকার তৃণমূল কংগ্রেস নেতা প্রফুল্ল বর্মনের যুক্তি, 'চা বাগানের আদিবাসী পরিবারগুলির ক্ষতি করেছে প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টার। তাঁদের নেতারা তো বিমান, কপ্টার ছাড়া যাতায়াত করেন না। আশপাশে কার কী হচ্ছে, তা দেখার সময় আছে কি?'

শিলিগুড়ির পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের নিউ চামটা চা বাগানে চড়কি, জয়পাল লোহার, সঞ্জয় খালকোদের বাড়ি। তাঁদের বাড়ির পাশে নিউ চামটা স্কুলের মাঠে বায়ুসেনার অস্থায়ী হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত দুটি কপ্টারের রবি এবং সোমবার ওঠানামা করেছিল। মোদি ছিলেন পাশের রিসর্টে। যদিও তাঁর হেলিকপ্টার ওঠানামার জন্য রিসর্টের ভিতরেই আলাদা হেলিপ্যাডের ব্যবস্থা ছিল।

অভিযোগ, মোদির নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা দুটো কপ্টারের ঝাপটায় ৮টি বাড়ির ক্ষতি হয়েছে। সঞ্জয় খালকোর থাকার ঘরের চাল উড়েছে। তিনি বললেন, 'বাঁশ দিয়ে টিন বেঁধে ঘরের চাল দেওয়া হয়েছিল। কপ্টার অনেকটা নীচু হয়ে নামায় হাওয়ায় ঘরের চাল উড়ে গেল।' রবিবার রাত থেকে খোলা আকাশের নীচেই কেটেছে, দাবি করলেন তিনি। ক্ষতিগ্রস্তদের সাংসদ রাজু বিস্ট এবং মাটিগাড়া ব্লক প্রশাসন ত্রিপল পাঠিয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। তবে, প্রশাসনিক কোনও আধিকারিক ঘটনাস্থলে গিয়ে খোঁজখবর নেননি বলে অভিযোগ।

ঘরের চাল উড়ে গিয়েছে। নিউ চামটা চা বাগানে।

> চা সুন্দরী প্রকল্পে ঘর তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিল। জমির নথিপত্রের অভাবে সম্ভব হয়নি।
>
> **মহম্মদ শাহিদ**
> *প্রধান, পাথরঘাটা*

> এই মুহূর্তে আর বেশি কিছু করা যাবে না। ভোট পার হলে তাঁদের বাকি সমস্যা বিবেচনা করা হবে।
>
> **আনন্দময় বর্মন**
> *বিজেপি প্রার্থী*

প্রোটোকলের আড়ালে অন্য নমো

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : তরাইয়ের বুকে তখন সবে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। চারপাশের সবুজ চা বাগানগুলোর ওপর মায়াবী চাদরের মতো লেপটে রয়েছে হালকা কুয়াশা। শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে এক অভিজাত রিসর্টের একদিকে তখন নিরাপত্তার নিশ্ছিদ্র ঘেরাটোপ, এসপিজি কমান্ডোদের তীক্ষ্ণ নজরদারি আর অন্যদিকে, এক উৎসবমুখর বিবাহবাসরের প্রস্তুতি।

ভারতের মতো একটি দেশের প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার খাতিরে সাধারণত এমন আয়োজন নির্দয়ভাবে বাতিল করে দেওয়াই দস্তুর। ভিভিআইপি মুভমেন্ট বলে কথা! কিন্তু এবার তা হয়নি। সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রীর আসার আগে এসপিজি-র তরফে রিসর্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, মোদি যেদিন রাত কাটাবেন, সেদিন সেখানে অন্য কোনও অনুষ্ঠান রয়েছে কি না। রিসর্টের তরফে জানানো হয়, সেদিন একটি বিয়ের অনুষ্ঠান রয়েছে। এরপরই এসপিজির তরফে স্পষ্ট নির্দেশ আসে, বিয়ের অনুষ্ঠানে যাতে কোনও ব্যাঘাত না হয়। তবে, আমন্ত্রিতদের কেউ যেন প্রধানমন্ত্রীর একদম আশপাশে চলে না আসেন, শুধু সেটুকুই নিশ্চিত করতে হবে। সেইমতোই ভিভিআইপি প্রোটোকলের মাঝেই পূর্বনির্ধারিত নির্ঘণ্ট মেনে চলছিল অক্ষয় জৈন এবং শ্রেয়া জৈনের বিয়ের এলাহি প্রস্তুতি।

বিধানসভা ভোটের পারদ তুঙ্গে। ক্লান্তিহীন ছুটে চলা, একের পর এক জনসভা আর রোড শো। রবিবার তাঁর গন্তব্য ছিল শিলিগুড়ির কাওয়াখালি ময়দান। সেই উদ্দেশ্যেই শনিবার তাঁর রিসর্টটিতে পা রাখা। সেখানে রাত কাটিয়ে সকালে নিয়মমাফিক প্রস্তুত হচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। রিসর্টের নির্দিষ্ট অংশে তখন শ-তিনেক নিমন্ত্রিত অতিথি-অভ্যাগতের ভিড়। তাঁরাও কানাঘুষোয় খবর পেয়ে গিয়েছিলেন, এই একই ছাদের তলায় রয়েছেন দেশের অন্যতম ক্ষমতাশালী মানুষটি। ঠিক সেই সময়েই জনসভার উদ্দেশে রওনা হওয়ার জন্য বাইরে বেরোলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁকে আচমকা চোখের সামনে দেখতে পেয়েই ভিড়ের মধ্যে থেকে স্বতঃস্ফূর্ত স্লোগান উঠল 'মোদি, মোদি'।

কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপের মাঝে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদি চাইলে অনায়াসেই দূর থেকে একবার হাত নেড়ে নিজের কনভয়ের গাড়িতে উঠে যেতে পারতেন। সেটাই হয়তো প্রোটোকল হত। কিন্তু তিনি তা করলেন না। মানুষের সেই উষ্ণ উচ্ছ্বাসকে এতটুকু অবহেলা না করে, মুখে এক প্রশান্ত স্মিত হাসি মেখে তিনি সোজা হেঁটে এলেন বিয়ের আসরের দিকে। হাতজোড় করে নম্র ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন অতিথিদের সামনে। চারদিকে তখন বিস্ময়, ঘোর আর আনন্দ মিলেমিশে একাকার।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি খোঁজ নিলেন বরকনের। অক্ষয় আর শ্রেয়ার সঙ্গে পরম মমতায় আলাপ সারলেন। দেশের অন্যতম ব্যস্ত এবং ক্ষমতাধর মানুষটি সামান্য কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন হয়ে উঠলেন ওই পরিবারেরই একজন স্নেহার্দ্র অভিভাবক। অত্যন্ত বিনম্র গলায়, হাতজোড় করে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আমার কারণে আপনাদের বিয়েতে কোনও অসুবিধা হয়নি তো?'

উপস্থিত জনতার বুক চিরে তখন সমস্বরে উত্তর এল, 'কোনও অসুবিধা হয়নি।' নিশ্চিন্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী সকলকে প্রাণ খুলে আনন্দ করতে বললেন। যাওয়ার আগে হাসিমুখে বলে উঠলেন, 'আমার আশীর্বাদ রইল।'

ঘটনাটি নিয়ে অবশ্য মুখে কুলুপ এঁটেছে রিসর্ট কর্তৃপক্ষ। যাঁদের বিয়ে নিয়ে এত কাণ্ড, তাঁরাও স্পিকটি নট। তবে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও তো আর আটকে রাখা যায় না। সেটি তার নিজের অ্যালগরিদমেই ভাইরাল।

শুধু রিসর্টের এই ঘটনাই নয়, শিলিগুড়ির রাজপথেও ধরা পড়েছে আরেক মানবিক দৃশ্য। খোদ প্রধানমন্ত্রীর ভিভিআইপি কনভয়ের মাঝে আচমকা ঢুকে পড়েছিল জোড়া অ্যাম্বুল্যান্স। কিন্তু সাইরেন বাজিয়ে ছুটে আসা সেই অ্যাম্বুল্যান্সকে বাধা দেওয়া তো দূরের কথা, বরং মুহূর্তের মধ্যে কনভয় একপাশে সরিয়ে তাদের মসৃণভাবে যাওয়ার রাস্তা করে দেওয়া হয়।

রাজনীতির ময়দানে অনেকেই অনেক সমীকরণ খোঁজেন। ভোটের মরশুমে হতেই পারে এটা রাজনৈতিক 'ট্রিক্স' বা নিছকই ভাবমূর্তি তৈরির কৌশল। কিন্তু ভোটের স্বার্থেই হোক বা নিখাদ মানবিকতার খাতিরে, কনভয় থামিয়ে অ্যাম্বুল্যান্সকে পথ ছাড়া থেকে শুরু করে নিজের নিরাপত্তার কড়াকড়ি ভুলে অচেনা দম্পতির বিয়েতে সায় দেওয়া, এমনকি নিজের উপস্থিতির জন্য তাঁদের অসুবিধা হচ্ছে কি না তা অভিভাবকের মতো জানতে চাওয়া- এই টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো যেন শিলিগুড়িবাসীর মন ছুঁয়ে গিয়েছে।

রাজনীতি আর নিরাপত্তার নিশ্ছিদ্র আবরণের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এক অন্য, মাটির কাছাকাছি থাকা প্রধানমন্ত্রীকে সেদিন আপন করে নিল শিলিগুড়ি।

নিউ চামটার রিসর্টে বিয়েবাড়ির অতিথিদের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি।

ছাড়পত্র পেল ডিএইচআর

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের মুকুটে নয়া পালক। যাত্রীসুরক্ষা ও পরিকাঠামো নিয়ে রেলের ছাড়পত্র পেল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। টয়ট্রেনে যাত্রীরা কতটা সুরক্ষিত তার মান নিশ্চিত করতে ১১ এপ্রিল দক্ষিণ-পূর্ব রেলের একটি উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ দল নিরাপত্তা নিয়ে অডিট করে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ সেফটি অফিসারের নেতৃত্বে ওই প্রতিনিধিদলটি রংটং, তিনধারিয়া ওয়ার্কশপ থেকে শুরু করে কার্সিয়াং, ঘুম এবং দার্জিলিং স্টেশন পর্যন্ত ন্যারোগেজ নেটওয়ার্কটি খতিয়ে দেখে। রেল সূত্রে খবর, ওই পরিদর্শনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ন্যারোগেজ ট্র্যাকে ট্রেনের নিরাপদ চলাচল কতটা রয়েছে তা খতিয়ে দেখা। প্রতিনিধিদলটি 'জেড-রিভার্স' এবং লুপগুলোর পরিকাঠামো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করে। কোনও দুর্ঘটনার মোকাবিলায় রেলের সিস্টেম কতটা প্রস্তুত তা যাচাই করতে মহড়া করা হয়। 'উইন্ডো ট্রেলিং' ইনস্পেকশনের মাধ্যমে পাহাড়ের ধসপ্রবণ এলাকায় ট্র্যাকের স্থায়িত্ব, লেভেল ক্রসিংয়ের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখেন তাঁরা। পরিদর্শন শেষে আধিকারিকরা দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের পরিচালন ব্যবস্থায় খুশি হয়েছেন বলে জানিয়েছেন ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী। পর্যটন মরশুমে রেলের নিরাপত্তা প্রোটোকল আরও শক্ত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শও দেন আধিকারিকরা। এই অডিট রিপোর্ট ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ডিএইচআর-এর গৌরব বজায় রাখতে সাহায্য করবে বলে রেলের তরফে জানানো হয়।

খবরে চোখ।। গঙ্গারামপুরে ছবিটি তুলেছেন অজিত ঘোষ।

গ্যাস না পেয়ে বিক্ষোভ গ্রাহকদের

খড়িবাড়ি, ১৩এপ্রিল: সময়মতো সিলিন্ডার না পেয়ে সোমবার সকালে খড়িবাড়ির একটি রান্নার গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটারের অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রাহকরা। অভিযোগ, বুকিং করে ডিএসি নম্বর পাওয়ার নির্দিষ্ট সময় পরেও গ্যাস দেওয়া হচ্ছে না। এছাড়া ডিস্ট্রিবিউটারের অফিসে এসে গ্যাসভর্তি সিলিন্ডার নিলে ৯৪০ টাকার বদলে দিতে হচ্ছে ৯৬৬ টাকা। নতুন নিয়মে ৪৫ দিন পরে গ্যাস বুকিং হচ্ছে, এতে আরও সমস্যা দেখা দিয়েছে গৃহস্থের রান্নাঘরে।

গ্রাহকদের মধ্যে দেবীগঞ্জের কৌস্তভ পাল বলছেন, 'বুকিং হওয়ার পর ডিএসি নম্বর পেয়েছি। তবু বাড়িতে সিলিন্ডার পৌঁছে দিচ্ছে না। ভর্তি গ্যাস সিলিন্ডার নেওয়ার জন্য দু'ঘণ্টা ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। এখন বলছে গ্যাস দেবে না। গ্রাহক অফিস থেকে সিলিন্ডার নিলে নিয়মানুযায়ী দিতে হয় ৯৪০ টাকা। কিন্তু খড়িবাড়ির ডিস্ট্রিবিউটার ৯৬৬ টাকা নিচ্ছেন।'

একই অভিযোগ তোলেন খড়িবাড়ির নেতাজিপল্লির সন্তোষ বিশ্বাস, সুব্রত বোস প্রমুখ। সোমবার এই নিয়ে বিক্ষোভ দেখান গ্রাহকরা। ডিস্ট্রিবিউটারের সঙ্গে তুমুল বিবাদ শুরু হয়। খবর পেয়ে খড়িবাড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ডিস্ট্রিবিউটারের পক্ষে অশোক জয়সওয়াল বলেছেন, 'আজ থেকে ৮ এপ্রিল পর্যন্ত যাদের বুকিং, তাঁদেরই গ্যাস দেওয়ার কথা ছিল। স্টকে ছিল মাত্র ৩৯টি ভর্তি সিলিন্ডার। পরে আরও ৩৪২টি গ্যাসভর্তি সিলিন্ডারের গাড়ি ঢোকে। কিন্তু আজ পর্যন্ত বুকিং রয়েছে প্রায় ৬০০ গ্রাহকের। গ্যাসের সাপ্লাই যুদ্ধের জন্য কিছুটা কম থাকায় মজুত সিলিন্ডারের পরিমাণ অনুযায়ী বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।' অতিরিক্ত দাম নেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, 'যাঁরা অনলাইন বুকিং করেছেন, তাঁদের বাড়ি বাড়ি গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার জন্য ৯৬৬ টাকা করে নেওয়া হয়েছে। যদি কেউ অফিস থেকে গ্যাস সিলিন্ডার সরাসরি নিতে আগ্রহী হন, তবে আবেদনের ভিত্তিতে পোর্টালে তা উল্লেখ করতে হবে।' সরাসরি ভর্তি গ্যাস সিলিন্ডার নিলে সেই গ্রাহককে ৯৪০ টাকা দিতে হবে বলে জানান অশোক।

এদিকে, গ্যাসের গাড়ি ঢোকার পর এদিন অনেকেই ভর্তি সিলিন্ডার পেয়ে বাড়ি চলে যান বলে জানা গিয়েছে।

ক্ষোভপ্রকাশ গ্রাহকদের।

শিশু খুনে গ্রেপ্তার দাদা

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ১৩ এপ্রিল : চাকুলিয়ায় ৯ বছরের শিশুকন্যাকে নৃশংসভাবে গলার নলি কেটে, কুপিয়ে খুনের ঘটনা নতুন মোড় নিল। সোমবার ওই মৃত শিশুর দাদা খাইরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে চাকুলিয়া থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ খাইরুলকে শনাক্ত করে। এরপরই তড়িঘড়ি তাঁকে হেপাজতে নেওয়া হয়। এদিকে বাড়ির মেয়ে খুনের ঘটনায় বাড়ির ছেলেই গ্রেপ্তার হওয়ায় কার্যত হতবাক খিখিরটোলার ওই পরিবার। এমনকি, ঘটনা বিশ্বাস করতে পারছেন না তাদের প্রতিবেশী এবং পরিজনরা।

এদিকে সোমবারই ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেয়েছে পুলিশ। যদিও কী কারণে এমন নৃশংসভাবে নিজের বোনকে খুন করলেন বছর কুড়ির তরুণ খাইরুল, তা এখনও পরিষ্কার নয়। এদিন ইসলামপুর আদালতে তোলা হয় ধৃতকে। তাঁকে ১০ দিনের জন্য পুলিশ হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। খাইরুলকে জেরা করে খুনের কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে চাইছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, পারিবারিক বিবাদের কারণে প্রতিহিংসার বশে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন ওই তরুণ। চাকুলিয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তে কোনও তথ্য গোপন করা হবে না এবং আইন অনুযায়ী দোষীর কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা হবে।

ওই পরিবারের সদস্য জাফর আলি বলেন, 'ঘটনায় আমরা হতভম্ব। কেন খাইরুল এমন করল, আমাদের জানা নেই। তবে, আমরা পুলিশের কাছে সত্য উদঘাটন করার দাবি জানিয়েছি।' এদিন ওই গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য দাবির আলম বলেন, 'অপরাধী যে-ই হোক না কেন, সত্য যেন আড়াল না করা হয়। অপরাধ করে থাকলে শাস্তি পাওয়া উচিত।' স্থানীয়রা জানান, খাইরুল সাধারণত শান্ত স্বভাবের ছেলে বলেই পরিচিত। তবে এই ঘটনায় তিনি গ্রেপ্তার হওয়ায় গ্রামের সবাই বিস্মিত।

রবিবার সন্ধ্যার নারকীয় ঘটনায় কার্যত শিউরে উঠেছিল চাকুলিয়া। বাড়ি থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরের ভুট্টাখেতে ৯ বছরের শিশুর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ খুঁজে পান স্থানীয়রা। তার গলার নলি কাটা ছিল। এমনকি, হাতে এবং তলপেটে ধারালো অস্ত্রের গভীর কোপ মারা হয়। সেই ক্ষতচিহ্নও মিলেছিল দেহে। এরপর চাকুলিয়া থানায় খবর দেওয়া হয়। জানা যায়, সকালে বাড়ির বাইরে খেলতে বেরিয়েছিল শিশুটি।

- ৯ বছরের শিশুকন্যার গলার নলি কেটে, কুপিয়ে খুনের ঘটনায় তার দাদা খাইরুল ইসলাম গ্রেপ্তার
- কী কারণে নৃশংসভাবে নিজের বোনকে খুন করলেন বছর কুড়ির তরুণ খাইরুল, তা পরিষ্কার নয়
- ইসলামপুর আদালতে তোলা হলে ধৃতকে ১০ দিনের জন্য পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ

বিজেপির প্রচারে বিমলের গোর্খা তাস

বীরপাড়া, ১৩ এপ্রিল : এতদিন পাহাড় সমস্যার সমাধান, পৃথক গোর্খাল্যান্ডের কথা বলেছেন। এবার গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুংয়ের মুখে নতুন বুলি। সোমবার ভুটান সীমান্তের তুলসীপাড়া চা বাগানে মাদারিহাটের বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ লিম্বুর সমর্থনে জনসভায় তিনি বললেন, 'পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি জিতলে পাহাড়-তরাই-ডুয়ার্সের সম্মিলিত এলাকায় শ্রেষ্ঠ সাংবিধানিক শাসন দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ওই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।' তবে সেই ব্যবস্থা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গড়ে নাকি অন্য কোনওভাবে দেওয়া হবে, তা খুলে বলেননি বিমল। গোর্খা সম্প্রদায় অধ্যুষিত ওই চা বাগানে সম্পূর্ণভাবে গোর্খা সেন্টিমেন্ট উসকে বিজেপির হয়ে ভোটের প্রচার করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'এখানে প্রথমবার গোর্খা সম্প্রদায়ের প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। তাই সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল সমর্থক গোর্খারাও বিজেপির লক্ষ্মণকে ভোট দিন।'

এবারের ভোটে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা এবং বিজেপি গাঁটছড়া বেঁধেছে। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার দাবি মেনে মাদারিহাট বিধানসভায় গোর্খা সম্প্রদায়ের লক্ষ্মণ লিম্বুকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। লক্ষ্মণ গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার বীরপাড়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সদস্যও।

মাদারিহাট বিধানসভায় ভোটে জাতিসত্তার অঙ্ক বরাবরই কাজ করে। তাই আদিবাসী অধ্যুষিত মাদারিহাটে গোর্খা প্রার্থীতে ভোটের প্রবণতা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে রাজনৈতিক মহল। আবার বিজেপি লক্ষ্মণকে প্রার্থী করার পর দলের একাধিক আদিবাসী নেতা ক্ষোভ প্রকাশও করেছিলেন। কারণ বিমল গুরুং আগাগোড়াই পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবিদার। অন্যদিকে মাদারিহাট বিধানসভায় প্রায় ৫০ শতাংশ ভোটার আদিবাসী।

তবে অ-গোর্খা এলাকাগুলিতে বিমলকে প্রচারে রাখছে না পদ্ম শিবির।

১৩ বছর পর খুলল সিপিএমের কার্যালয়

ইসলামপুর, ১৩ এপ্রিল : দীর্ঘ ১৩ বছর বন্ধ থাকার পর ফের খুলল সিপিএমের কার্যালয়। ইসলামপুর বিধানসভার মাটিকুন্ডা বাজারে ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটের পর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সিপিএমের একটি কার্যালয়। সেসময় অভিযোগ করা হয়েছিল, শাসকদলের সন্ত্রাসের কারণে পার্টি অফিস বন্ধ করে দিতে হয়। তবে সোমবার সেই পার্টি অফিস খুলে ঝিমিয়ে পড়া দলের কর্মী-সমর্থকদের রীতিমতো বার্তা দিলেন সিপিএম প্রার্থী সামি খান।

এক যুগের বেশি সময় ধরে বন্ধ থাকা পার্টি অফিস ঘটা করে খুলে নিজের 'ফাইটার' ইমেজকে ভোটারদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইলেন সিপিএম প্রার্থী।

এদিন পার্টি অফিস খোলার সময় উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের উত্তর দিনাজপুর জেলার নেতা আবদুল করিম, স্বপন গুহনিয়োগী, গৌতম বর্মন, বাবন পাল সহ অন্য নেতা এবং কর্মীরা। সামি বলেন, 'আমাদের এই অফিস ১৩ বছর আগে তৃণমূল সন্ত্রাস করে বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু এবারের ভোটে এলাকার কর্মী-সমর্থকরা ভয় কাটিয়ে এগিয়ে এসেছেন। তারই ফলে এদিন ঘটা করে আমরা পার্টি অফিস খুলে লাল পতাকা উত্তোলন করেছি।' পার্টি অফিস বন্ধের অভিযোগ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ইসলামপুর ব্লক সভাপতি জাকির হুসেনের প্রতিক্রিয়া, 'ভিত্তিহীন অভিযোগ। সন্ত্রাসের জন্য পার্টি অফিস বন্ধ থাকলে এতদিনে দখল হয়ে যেত। আসলে সিপিএম নতুন নতুন গল্প ফাঁদছে। আর ৪ মে ভোটের ফলাফল ঘোষণার পরই প্রমাণ হয়ে যাবে ওই এলাকায় সিপিএম শূন্য অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

কমিশনে নালিশ

নকশালবাড়ি, ১৩ এপ্রিল : এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের উসকানিমূলক প্রচার এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর ছবি থাকায় নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করল বিজেপি নকশালবাড়ি মণ্ডল কমিটি। সোমবার নকশালবাড়ি বিডিওকে লিখিত অভিযোগ জানায় বিজেপি। নকশালবাড়ির বিভিন্ন অলিতে-গলিতে 'বয়কট বিজেপি'-র পোস্টার সাঁটানো হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস এই পোস্টার নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় প্রচার চালাচ্ছে। 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পে কাজের বিবরণী বোর্ডে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি থাকায়, বিজেপিও অভিযোগ দায়ের করেছে। যদিও গোটা বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি এলাকার বিধানসভার কোঅর্ডিনেটর অরুণ ঘোষ বলেন, 'বোর্ডগুলি আগেই বসানো হয়েছিল। নির্বাচনবিধি কার্যকর হওয়ার পর কোথাও বোর্ড লাগানো হয়নি। কমিশন এই বোর্ডগুলি সরাতেই পারে। নকশালবাড়িজুড়ে হাজার কোটি টাকার কাজ হয়েছে। এসব সরাতে গিয়েই নির্বাচন শেষ হয়ে যাবে। বিজেপি কোনও কাজ করেনি বলেই এলাকায় তাদের কোনও প্রকল্পের বোর্ড দেখা যায় না।'

আজ টিভিতে

পোস্ত মাটন এবং ছাতুর পরোটা তৈরি শেখাবেন জয়ন্তী সরকার। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড, দুপুর ১২.৪৫ বিধাতার লেখা, বিকেল ৪.০০ সংগ্রাম, সন্ধে ৭.১৫ কীর্তন, রাত ১০.০০ হ্যাপি নিউ ইয়ার ২০২৬

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ অন্নদাতা, দুপুর ১.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার, বিকেল ৪.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, সন্ধে ৭.৩০ বন্ধন, রাত ১০.১৫ মহান

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ রাখাল রাজা, দুপুর ১২.০০ জোয়ার ভাঁটা, ২.০০ বাবা তারকনাথ, বিকেল ৫.০০ একাই একশো, সন্ধে ৭.৩০ ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে, রাত ১০.০০ রাজকুমারী

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নিম অন্নপূর্ণা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতিকার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অধিকার

জি সিনেমা : বেলা ১১.৪৪ জাট, দুপুর ২.৪৭ সিকন্দর, বিকেল ৫.১৫ কল্কি ২৮৯৮ এডি, সন্ধে ৭.৫৫ ওয়ান্টেড, রাত ১১.০০ দেবা

স্টার গোল্ড : সকাল ৯.২৫ মাই বস বজরঙ্গবলী, দুপুর ১২.০৬ ভাগমভাগ, ২.৪২ এবিসিডি, বিকেল ৫.১২ সানি সংস্কারী কি তুলসী কুমারী, সন্ধে ৭.৫০ জলি এলএলবি-থ্রি, রাত ১১.০০ সরজমিন

জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৩৮ সর্দারি গব্বর সিং, দুপুর ১.৩৮ সিং সাব দ্য গ্রেট, বিকেল ৪.২৯ দিব্যশক্তি, সন্ধে ৭.৩০ সূরয়া এস-থ্রি, রাত ১০.২০ অন্তিম ন্যায়

ফুড প্যারাডাইস
বিকেল ৫.০৪ **টিএলসি**

কীর্তন সন্ধে ৭.১৫
জলসা মুভিজ

সিকন্দর দুপুর ২.৪৭ **জি সিনেমা**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সামান্য ভুলে কাজের ক্ষতি হতে পারে। সংসারের সামগ্রী কেনাকাটায় ব্যয় বাড়বে। প্রেমে দোলাচল কেটে যাবে। বৃষ : কোনও সমস্যা সমাধানের জন্য বাবার সাহায্য নিতে হতে পারে। আজ পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। মিথুন : কর্মপ্রার্থীরা নামী বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। জমি কেনাবেচায় যুক্তদের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা। কর্কট : আপনার সমধুর কথার কারণে সমাজে প্রতিপত্তি বাড়বে। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বাড়ির প্রবীণদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। সিংহ : স্ত্রীর সহায়তায় নতুন কোনও প্রকল্পে হাত দিয়ে সাফল্য পাবেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব আরও বাড়বে। কন্যা : আলস্যের কারণে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কেটে যাবে। তুলা : আপনার অপ্রয়োজনীয় কথার কারণে মনোমালিন্য হওয়ার সম্ভাবনা। কাউকে যেচে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। বৃশ্চিক : একাধিক উপায়ে আয়ের পথ খুললেও ব্যয়ের মাত্রা আরও বাড়বে। প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তির সুপারিশে কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা। ধনু : ব্যবসায় নতুন করে টাকা লগ্নি করা নিয়ে বাবার সঙ্গে মতবিরোধ। কোনও আত্মীয়ের দ্বারা অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্ভাবনা। মকর : পারিবারিক অশান্তির জেরে বাসস্থান পরিবর্তন করার চিন্তা মাথায় আসতে পারে। সর্দি-কাশিতে ভোগান্তি বাড়বে। কুম্ভ : সামান্য ভুলে বড় কাজ হাতছাড়া হতে পারে। আপনার প্রেমের সম্পর্ক বাড়িতে মেনে নিতে পারে। অর্থনৈতিক সমস্যা কাটবে। মীন : আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। একাধিক উপায়ে আয়ের রাস্তা খুলবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য লাভ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩০ চৈত্র ১৪৩২, ভাঃ ২৪ চৈত্র, ১৪ এপ্রিল ২০২৬, ৩০ চ'ত, সংবৎ ১২ বৈশাখ বদি, ২৫ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।২৩, অঃ ৫।৫৩। মঙ্গলবার, দ্বাদশী রাত্রি ৯।১৭। শতভিষানক্ষত্র রাত্রি ১।২২। শুক্রযোগ দিবা ১।১৫। কৌলবকরণ দিবা ৯।২৮ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৯।১৭ গতে গরকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ১।২২ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ১।২২ গতে চতুষ্পাদদোষ, রাত্রি ৯।১৭ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্‌ঋতে, রাত্রি ৯।১৭ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৬।৫৭ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ১।১১ গতে ২।৪৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২০ গতে ৮।৪৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৩৩ মধ্যে একাদশীর পারণ। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। মহাবিষুব সংক্রান্তি- সংক্রান্তিকৃত্য ও স্নানাদানাদি। প্রদোষে, সন্ধ্যা ৫।৫৩ গতে রাত্রি ৭।২৯ মধ্যে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। গোস্বামিমতে শ্রীশ্রীকেশব ব্রতারম্ভ। শ্রীশ্রীচড়কপূজা। জল-ফল-অন্ন ও দান সংক্রান্তি ব্রত। ধর্ম্মঘট ব্রত। ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের জন্মদিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫৪ গতে ১০।২৩ মধ্যে ও ১২।৫৩ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৩।২২ গতে ৫।১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৭ মধ্যে ও ৮।৫৬ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ১।৩৩ গতে ৩।৬ মধ্যে।

অন্য মামলায় হেপাজতে সেই রোহিত

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : সেলস ম্যানেজার হিসেবে তরুণকে কাজে রেখে মাথায় বাজ পড়েছিল তরুণীর। ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৮০ টাকা তছরুপের পাশাপাশি তরুণীর আর এক পার্টনারের থেকেও ৭৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে না ফেরানোর ঘটনায় ধৃত খালপাড়ার সেই রোহিত আগরওয়ালের আরও প্রতারণার হদিস পেল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। টাকা নিয়েও না ফিরিয়ে উলটে এক তরুণীকে ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ সেই রোহিত আগরওয়ালের বিরুদ্ধে।

অবৈধভাবে গাড়ি বিক্রির মামলায় ধৃতকে গত রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলার পর চারদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারক। পরবর্তীতে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতে নিয়েছিল মাটিগাড়া থানা। সেই রিমান্ড শেষে সোমবার পৃথক প্রতারণার মামলায় চারদিনের পুলিশ হেপাজতে নিল শিলিগুড়ি থানা। পুলিশ সূত্রে খবর, চলতি মাসের ৩ তারিখ দায়ের হওয়া প্রতারণার মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ধৃতকে হেপাজতে নিল শিলিগুড়ি থানা। শিলিগুড়ি থানার ওই মামলায় এক তরুণীকে টার্গেট করার অভিযোগ রয়েছে রোহিতের বিরুদ্ধে। পুলিশের কাছে ওই তরুণীর অভিযোগ, রোহিত তাঁর থেকে দু'দফায় ১১ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা নিয়েছিল। ৩৬৪ দিনের মধ্যে টাকা দ্বিগুণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। প্রতিশ্রুতি পূরণ না করায় তরুণী নিজের টাকা দাবি করেন। কিন্তু রোহিত টাকা না মিটিয়ে উলটে ভয়েস মেসেজে তরুণীকে প্রাণনাশের হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। সেই তরুণীর অশ্লীল ছবি বানিয়ে পাঠায়। তরুণীর অভিযোগ, পুলিশকে জানালে ছবিগুলি ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল রোহিত। এভাবে মানসিক অত্যাচার চলে তাঁর ওপর। আইনজীবী অনুপ সরকার এবং আইনজীবী মণীশ বারি বলেন, 'দুটো মামলাতেই দেখা গিয়েছে, রোহিতের মূল টার্গেট আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী মহিলারা। বিভিন্নভাবে প্রতারণার পর তাঁদের মুখ বন্ধ রাখতে অশ্লীল মেসেজ করাটাই 'মোড অফ অপারেশন।'

গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : কথা কাটাকাটির জেরে সহকর্মীর বাবাকে মারধরের জন্য এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মহাদেব রায়। তিনি বেলাকোবার বাসিন্দা। প্রধাননগরে তিনি একটি মোমোর দোকানে কাজ করতেন। রবিবার রাতে সেখানেই এক সহকর্মীর সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়। এরপর ওই সহকর্মীর বাবা দীপক রায় প্রতিবাদ করতে এলে তাঁর ওপর চড়াও হন মহাদেব। মাথায় ও কোমরে রড দিয়ে মারা হয় বলে অভিযোগ। দীপকের মাথা ফেটে যায়। পরবর্তীতে অভিযোগের ভিত্তিতে মহাদেবকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

প্রচারে নববর্ষে উত্তরবঙ্গে মমতা-শা

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : বাংলা নববর্ষের দিন বাংলা দখলের ডুয়েল উত্তরবঙ্গে। ভোট প্রচারে পাহাড়-সমতলে বিজেপি-তৃণমূল কংগ্রেসের জোর টক্কর। বুধবার নববর্ষের দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিলিগুড়িতে পদযাত্রা করবেন, তা পূর্ব ঘোষিত। এবার বিজেপির থেকে স্পষ্ট করা হল, ওইদিনই পাহাড় সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। ওইদিন লেবং স্টেডিয়ামে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনসভায় বক্তব্য রাখবেন বলে সোমবার জানান দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। তিনি বলেন, 'পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্সকে নিয়ে ১৫ এপ্রিল সকাল ১০টায় সভা হবে লেবংয়ে। বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারে লেবং পৌঁছাবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সভায় বক্তব্য রাখার পর হেলিকপ্টারেই তিনি ফিরবেন সমতলে।' একইদিনে এবং তা বাংলা নববর্ষের দিন হওয়ায় মমতা-শা'র কর্মসূচি নিয়ে রাজনৈতিক আলোচনা এখন তুঙ্গে।

পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

চাকুলিয়া, ১৩ এপ্রিল : ভিনরাজ্যে জীবিকার সন্ধানে গিয়ে চারতলা ভবন থেকে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারালেন চাকুলিয়ার বাসিন্দা এক পরিযায়ী শ্রমিক। মৃতের নাম নেশ মহম্মদ (২৮)। তিনি চাকুলিয়া থানার ভুঁইধর এলাকার বাসিন্দা।

মৃতের পরিবার সূত্রে খবর, প্রায় চার মাস আগে হায়দরাবাদে রাজমিস্ত্রির কাজে যোগ দিয়েছিলেন নেশ। শনিবার কাজ করার সময় চারতলা ভবনের উপর থেকে নীচে পড়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের পর সোমবার বিকেলে ওই পরিযায়ী শ্রমিকের মৃতদেহ হায়দরাবাদ থেকে চাকুলিয়ায় পৌঁছায়। এই ঘটনার পর পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

ভোট বৈতরণি পেরোনোর কৌশল

স্থানীয় স্তরে জল মাপছেন নমো

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : শুধু ম্যাক্রো লেভেলেই থাকলে হবে না প্রয়োজনে মাইক্রো লেভেলকেও আঁকড়ে ধরতে হবে। তবেই কোনও ব্যবস্থার সামগ্রিক একটি ছবি পাওয়া যাবে। ভোটের বাজারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাই শুধু আর শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের রিপোর্টের ওপরই নির্ভর করছেন না। নির্বাচনের সামগ্রিক পরিস্থিতি টের পেতে তিনি স্থানীয় নেতাদের কাছেও খোঁজখবর নিচ্ছেন। রবিবার শিলিগুড়িতে কাওয়াখালির জনসভায় যাওয়ার আগে তিনি দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের পাঁচটি প্রশ্ন করেন। এভাবেই তিনি দলের হালহকিকত পুরোপুরিভাবে জেনে নিতে চাইছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

এবারের মোদির ভোট প্রচারে এক অন্য ধরন বেশি চোখে পড়ছে। যেখানে প্রচারে যাচ্ছেন, নিজেই মোবাইল ফোনে জনতার উন্মাদনাকে বন্দি করছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন। পরে সেই ভিডিও, ছবি নিজেই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাকাউন্ট থেকে সবার সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন। এভাবে জনসংযোগ যথেষ্টই কাজ দেয় বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা। আর হচ্ছেও তাই। প্রধানমন্ত্রীর সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে যেভাবে দিনের পর দিন জনতার সংযোগ বাড়ছে তা তাঁর জনপ্রিয়তারই প্রমাণ বলে মনে করা হচ্ছে।

মোদি বিলক্ষণ জানেন, গোড়ার খবরই সবচেয়ে বিশ্বস্ত হয়। আর তাই এবারে নানা জায়গায় গিয়ে তাঁকে স্থানীয় নেতাদের থেকে খোঁজখবর নিতে দেখা যাচ্ছে। রবিবার কাওয়াখালির জনসভার উদ্দেশ্যে যাওয়ার আগে নিউ চামটার রিসর্টে তিনি দলের স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে তিনি তাঁদের যে পাঁচটি প্রশ্ন করেছিলেন সেগুলি হল- ১। গতবার আর এবারের বিধানসভা ভোটের পার্থক্য কী? ২। বাংলা কেন বিজেপিকে ভোট দেবে? ৩। পরিবর্তনের বিষয়ে খোদ দলের কর্মী-নেতাদের ধারণা কী? ৪। ভোটারদের মধ্যে কোনও ভয় কাজ করছে কি না? ৫। ভোট পরিস্থিতিতে রাজ্যে পুলিশের ভূমিকা কী?

উত্তর দিতে গিয়ে সেখানে নেতারা মোদির কাছে নানা বিষয় তুলে ধরেন। এসআইআর-এ অনেক নাম বাদ পড়ায় বিজেপি সুবিধা পেতে পারে বলে দলের ওবিসি মোর্চার রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সুমিত পাল প্রধানমন্ত্রীকে রিপোর্ট দেন। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির বিষয়টিও প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয়। রাজ্যের মানুষ এবারে সত্যিকারের পরিবর্তন চাইছেন বলে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির প্রোটোকলের দায়িত্বে থাকা সজল সরকার মোদিকে জানিয়েছেন। এ বিষয়ে দলের নেতা-কর্মীদের উৎসাহ তুঙ্গে বলেও তাঁকে জানানো হয়েছে। শিলিগুড়িতে ভোটারদের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ নেই বলে শিলিগুড়ি পুরসভার এক কাউন্সিলার মোদিকে জানান। পাশাপাশি, পুলিশ এবারে কিছুক্ষেত্রে নম্র ভূমিকা পালন করছে বলে নমোকে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। সুমিতের দাবি, 'আমাদের সঙ্গে কথা বলে প্রধানমন্ত্রীকে যথেষ্টই আশ্বস্ত দেখিয়েছে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমরাও যথেষ্টই উজ্জীবিত।'

- নির্বাচনের সামগ্রিক পরিস্থিতি টের পেতে প্রধানমন্ত্রী শীর্ষ নেতৃত্বের পাশাপাশি স্থানীয় নেতাদের কাছেও খোঁজখবর নিচ্ছেন
- রবিবার কাওয়াখালির জনসভায় যাওয়ার আগে স্থানীয় নেতাদের পাঁচটি প্রশ্ন করেছিলেন
- এভাবে খোঁজখবর নেওয়ার বিষয়টি ভোটে প্রভাব ফেলবে বলে পদ্ম নেতা-কর্মীদের ধারণা

আমাদের সঙ্গে কথা বলে প্রধানমন্ত্রীকে যথেষ্টই আশ্বস্ত দেখিয়েছে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমরাও যথেষ্টই উজ্জীবিত।

সুমিত পাল
রাজ্য সাধারণ সম্পাদক, ওবিসি মোর্চা, বিজেপি

বিকট কালীর মুখা নৃত্য। সোমবার ত্রিমোহিনীতে অভিজিৎ সরকারের তোলা ছবি।

৮৫-র উর্ধ্বে এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের সুবিধা

ঘরে ঘরে গিয়ে ভোটগ্রহণ শুরু

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৩ এপ্রিল : আগামী ২৩ এপ্রিল রাজ্যে প্রথম দফায় ভোটগ্রহণ। মোট ১৫২টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে সেদিন। উত্তরবঙ্গের ৫৪টি আসনেও ওইদিন ভোটগ্রহণ হবে। তবে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশমতো সোমবার থেকে দার্জিলিং জেলার পাঁচটি এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া বিধানসভা এলাকায় ৮৫-র বেশি বয়সের এবং বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের ভোটগ্রহণ শুরু হল। ভোটগ্রহণ চলবে আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত।

এদিন পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটগ্রহণ করেন। সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। ভোটগ্রহণ পর্বে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কমিশনের নির্দেশে ভিডিওগ্রাফিও করা হয়। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, দার্জিলিং জেলার পাহাড় ও সমতল মিলিয়ে অনুমানিক ৩৩০০ জন নাগরিক বাড়িতে ভোটদান করবেন। তবে সমতলের তুলনায় দার্জিলিং ও কার্সিয়াংয়ের পাহাড়ি এলাকায় এই ভোটারদের সংখ্যা বেশি। জেলা নির্বাচনি আধিকারিক জানিয়েছেন, বাড়ি বাড়ি ভোটগ্রহণের জন্য দার্জিলিং জেলার পাহাড় ও সমতলজুড়ে মোট ১২৫টি টিম কাজ করছে। প্রতি টিমে দুজন করে ভোটকর্মী, একজন মাইক্রো অবজার্ভার থাকছেন। নিরাপত্তার জন্য রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও রয়েছেন। এছাড়া প্রতিটি টিমে একজন করে ভিডিওগ্রাফারও রয়েছেন। তাছাড়া, ভোটগ্রহণ পর্বে প্রার্থীদের এজেন্টরাও থাকতে পারবেন বলে খবর।

শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ার বাসিন্দা ৮৮ বছরের লীলা দত্ত এদিন ভোট দেন। তিনি বলেন, 'শারীরিক অসুস্থতার জন্য বুথে যেতে পারি না। বাড়িতে বসেই এদিন ভোট দিলাম।' একই বুথের ৮৮-র গণ্ডি ছোঁয়া অলোকারানি বসুও এদিন ভোট দেন।

মাটিগাড়া ব্লকে ৮৫ বছরের উর্ধ্বে ভোটারের সংখ্যা ২৮৭ জন। বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারের সংখ্যা ১০৫। এই ৩৯২ জনের ভোট নেওয়ার জন্য ১০টি টিম গঠন করা হয়েছে। এদিন থেকে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়।

খড়িবাড়ি ব্লকে ৮৫ বছরের উর্ধ্বে এবং বিশেষভাবে সক্ষম ভোটার রয়েছেন ১৭১ জন। সকলের ভোটগ্রহণের জন্য ৮টি টিম গঠন করা হয়েছে। এদিন বেশ কয়েকজনের ভোট নেওয়া হয়। প্রবীণ ভোটারদের মধ্যে বাতাসির গৌড়সিংজোত এলাকার ৮৬ বছরের দিব্য সরকার বলেন, 'বয়স হয়েছে। ভোটকেন্দ্রে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে খুব সমস্যা হত। এভাবে বাড়িতে বসে ভোট দিতে পেরে খুব ভালো লাগছে।'

অন্যদিকে, চোপড়া ব্লকের ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৮৫ বছরের বেশি এবং বিশেষভাবে সক্ষম মিলিয়ে মোট ১১৫ জন ভোটার রয়েছেন। এদিন তাঁদের মধ্যে ১১২ জন সফলভাবে ভোটদান করেন। ব্লক প্রশাসন জানিয়েছে, বাড়ি বাড়ি ভোটগ্রহণের জন্য মোট ৭টি টিম গঠন করা হয়েছে।

তথ্য সহায়তা : নিতাই সাহা, খোকন সাহা, কার্তিক দাস এবং মনজুর আলম

বাতাসির গৌরসিংজোতে বাড়িতে ভোটগ্রহণ। সোমবার।

জীবন যেমন... কোচবিহারে অপর্ণা গুহ রায়ের ক্যামেরায়।

খুনে অভিযুক্তের বাড়ি দখল মহিলাদের

নকশালবাড়ি, ১৩ এপ্রিল : পিকঅ্যাপ ভ্যানচালক সুধীর নাগেশিয়া হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত রাধা রায়ের পরিত্যক্ত বাড়ির দখল নিলেন বিজয়নগর চা বাগানের বাসিন্দারা। সোমবার নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত হাতিঘিসার মুড়িবস্তি এলাকায় বিজয় চা বাগানের বাসিন্দারা জমায়েত হয়ে বাড়িটির দরজার তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়েন। মৃত সুধীরের স্ত্রী সুচিত্রা নাগেশিয়া সহ এলাকার মহিলারাও সেসময় ঘটনাস্থলে ছিলেন।

আশ্বাস দেওয়া হলেও চাকরি না হওয়া নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন সুচিত্রা। কেননা, সুধীরের হত্যাকাণ্ডের পর এলাকার বিধায়ক, সাংসদ, মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি সকলেই মুড়িবস্তিতে গিয়ে সুচিত্রাকে চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ তিন বছর কেটে গেলেও সেই আশ্বাস পূরণ হয়নি বলে অভিযোগ।

এদিকে, গত কয়েকমাস ধরে মূল অভিযুক্ত রাধার পরিত্যক্ত বাড়িটি বিক্রির পরিকল্পনা চলছিল বলে জানা গিয়েছে। খবর চাউর হতেই সোমবার বাড়িটির দখল নেওয়া হয়। ঘটনার সময় তরাই ডুয়ার্স আদিবাসী মহিলা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যারাও উপস্থিত ছিলেন।

২০২৩ সালের ২১ জুন হাতিঘিসার মুড়িবস্তিতে পিকআপ ভ্যানচালক সুধীরের সঙ্গে রাধার বিবাদ হয়। বিবাদ হাতাহাতিতে গড়ালে সুধীরের মৃত্যু হয়। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে জামিনে মুক্ত হওয়ার পর পরিবার নিয়ে চা বাগানের ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যান অভিযুক্ত। এরইমধ্যে বাড়িটি বিক্রির খবর চাউর হতেই তা দখল নিয়ে নেওয়া হল।

রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : সূর্যনগর ফ্যান্সি ইউথ ক্লাবের উদ্যোগে এবং সূর্যনগর সমাজকল্যাণ সংস্থার সহযোগিতায় রবিবার ক্লাব সদস্য জীবেশকুমার সমাদ্দারের স্মৃতির উদ্দেশে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে মোট ৩৩ জন রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। ক্লাবের সম্পাদক টিঙ্কু দত্ত বলেন, 'উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন পড়ে আমরা জানতে পারি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রক্তের সংকট রয়েছে। এরপরই রক্তদান শিবির করার সিদ্ধান্ত নিই।'

পথসভা

চোপড়া, ১৩ এপ্রিল : সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নির্বাচনি প্রচার শেষে সোমবার বিকালে গোরুহাটিতে একটি পথসভার আয়োজন করে তৃণমূল কংগ্রেস। এদিনের কর্মসূচিতে বিভিন্ন বুথের কর্মী-সমর্থকরা অংশ নেন। দলীয় প্রার্থী হামিদুল রহমান সহ ব্লক ও স্থানীয় নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

তৃণমূলের ব্যানার ছেঁড়ার অভিযোগ

চোপড়া, ১৩ এপ্রিল : চোপড়ার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সম্প্রতি বিজেপির পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এরই মধ্যে রবিবার রাতের অন্ধকারে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনি প্রচারের ব্যানার ও ফ্ল্যাগ ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠল। যা নিয়ে এলাকায় নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ, এই ঘটনার পিছনে বিজেপির ইন্ধন রয়েছে। যদিও বিজেপি নেতৃত্ব এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে।

তৃণমূলের মাঝিয়ালি অঞ্চল কোর কমিটির চেয়ারম্যান এক্রামুল হক দাবি করে বলেন, 'রবিবার গভীর রাতে কাঁচাকালী, নন্দকিশোরগছ, চুয়াগাড়ি সহ পাঁচ জায়গায় দলীয় ব্যানার ও ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। এ নিয়ে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।' এদিকে, ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার বিকালে তৃণমূলের তরফে এলাকায় একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়।

অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থী শংকর অধিকারী বললেন, 'এই ঘটনা শাসকদলের চক্রান্ত। ভোটের আগে তৃণমূলের কর্মীরা নিজেরাই ব্যানার ছিঁড়ে উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা করছে।' পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

সমস্যার স্থায়ী সমাধান কবে?

পাহাড়ে প্রশ্নের মুখে বিজেপির সহযোগীরা

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : বিজেপি তাদের সংকল্পপত্রে বাংলার ঐক্যকে বজায় রেখে পাহাড় সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়েছে। তাছাড়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অখণ্ড বাংলার কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী শিলিগুড়িতে এসে গোর্খাদের সমস্যা সমাধান নিয়ে নীরব থেকেছেন। তারপরেও পাহাড়ের গোর্খাল্যান্ডপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি কেন চুপ করে বসে রয়েছে সেই প্রশ্ন তুলল অনীত থাপার পার্টি ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)।

দলের মুখপাত্র কেশবরাজ পোখরেলের অভিযোগ, 'পাহাড়ের দলগুলি বিজেপির কথায় ওঠবস করছে। তাই ভোটের মুখে এসেও প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে তাদের মুখ বন্ধ।'

যদিও বিজেপির জোটসঙ্গী গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরির দাবি, 'বিজেপি পাহাড়ের দাবি মেটানো নিয়ে সহানুভূতিশীল। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোটা রাজ্য নিয়ে কথা বলেছেন। পাহাড় নিয়ে আগামীতে নিশ্চয়ই আলোচনা হবে।'

গত ১০ এপ্রিল বিজেপির সংকল্পপত্র পেশ করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেছিলেন, 'বাংলার ঐক্যকে বজায় রেখে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা মেটানোর

জন্য সাংবিধানিক পথ খোঁজা হবে।' শা'র এই মন্তব্য নিয়ে পাহাড়ের সাধারণ মানুষের মধ্যে চর্চা শুরু হলেও বিজেপির জোটসঙ্গী গোর্খাল্যান্ডপন্থী আঞ্চলিক দলগুলি এখনও পর্যন্ত টু শব্দটি করেনি। রবিবার কাওয়াখালিতে জনসভায় প্রধানমন্ত্রী গোর্খা মা-বাবাদের নমস্কার করা ছাড়া পাহাড় নিয়ে আর একটিও মন্তব্য করেননি বলে অভিযোগ।

কেশবরাজের বক্তব্য, 'গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট, সিপিআরএম, জিএনএলএফের মতো আঞ্চলিক দলগুলি বরাবর গোর্খাল্যান্ডের কথা বলছে। এই দাবিকে সামনে রেখে বারবার বিজেপিকে সমর্থন দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে এখানে এসে বলেছিলেন, গোর্খাদের স্বপ্ন আমার স্বপ্ন। কোথায় গেল সেই স্বপ্ন?

এদিকে সোমবারই জিএনএলএফের সদর দপ্তরে গিয়ে মন ঘিসিংয়ের সঙ্গে কথা বলেন কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। জিএনএলএফের সাধারণ সম্পাদক তথা দার্জিলিংয়ের বিদায়ি বিধায়ক নীরজ জিম্বা বলেন, 'বিজেপি রাজ্যের ২৯৪টি আসনে জেতার জন্য লড়ছে। পাহাড় সমস্যা সমাধান নিয়ে কিছু বলে রাজ্যের বাকি অঞ্চলের ভোট নষ্ট করতে চাইছে না। তাই হয়তো প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই বিষয়ে কিছু বলেননি।'

দেব-দর্শনে সময়সূচি নিয়ে ক্ষোভ পাঞ্জিপাড়ায়

অরুণ ঝা ও মহম্মদ আশরাফুল হক

পাঞ্জিপাড়া, ১৩ এপ্রিল : পাঞ্জিপাড়ায় দেবকে দেখতে জনজোয়ার। গোয়ালপোখর সহ চাকুলিয়া ও ইসলামপুর থেকে কয়েক হাজার মানুষ উপস্থিত হন মেগাস্টারকে চাক্ষুষ করতে। দেব অনুরাগীদের উদ্দেশে গোলাপের পাপড়ি ছুড়ে ভালোবাসা ব্যক্ত করেন। ফ্লাইং কিস আদানপ্রদানে তরুণ প্রজন্মকে দেবের সঙ্গে রীতিমতো পাল্লা দিতে দেখা যায়। এদিকে, তৃণমূলের তারকা প্রচারকের এক ঘণ্টা রোড শো-এর জেরে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে রায়গঞ্জমুখী লেনটি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। শিলিগুড়িগামী লেনটি চালু থাকলেও প্রচুর মানুষের উপস্থিতিতে ব্যাপক যানজট তৈরি হয়।

সোমবার গোয়ালপোখরের তৃণমূল প্রার্থী গোলাম রব্বানির সমর্থনে পাঞ্জিপাড়ায় প্রায় আড়াই কিলোমিটারের রোড শো করেন দেব। দেবের সঙ্গে হুডখোলা গাড়িতে ছিলেন রব্বানি সহ তৃণমূলের অন্য নেতৃত্ব। দেব-দর্শনে উপচে পড়া ভিড় ও উন্মাদনায় ভর করে বড় মার্জিনে জয় পাওয়ার অঙ্ক কষছে ঘাসফুল শিবির। তবে মেগাস্টারের সময়সূচির অসংগতির কারণে তৃণমূল কর্মী ও সাধারণ মানুষের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

তৃণমূলের তরফে সকাল ১০টায় দেবের হেলিকপ্টার নয়াহাট এলাকায় ইকরচালায় অবতরণ করবে বলে প্রচার করা হয়। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে হেলিপ্যাড চত্বরে ভিড় জমায় আমজনতা। কিন্তু প্রায় দুই ঘণ্টা পর ১২টা ১০ মিনিটে দেবের হেলিকপ্টার অবতরণ করে।

পাঞ্জিপাড়ায় দেবের রোড শো। সোমবার। -সংবাদচিত্র

সাহাপুরের বাসিন্দা আশিফ রেজা বলেন, 'সকাল ১০টা থেকে দুই ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করলাম, কোনও খবর নেই। সঠিক সময় নিয়ে প্রচার করলে সাধারণ মানুষের এত ভোগান্তি হত না।'

পরিকল্পনার অভাবে ইসলামপুরে দেবের রোড শোকে কেন্দ্র করে হুলুস্থুল হয়। মাত্র ১ কিমির বেশি রোড শো করতে পারেননি অভিনেতা সাংসদ। তাই ভিড় সামলাতে এদিন পাঞ্জিপাড়ায় পুলিশি নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়ার মতো। তবে হেলিপ্যাড চত্বরে উপস্থিত সাধারণ মানুষের অনেকে এবারের রোড শো-এ অংশ নিতে পারেননি। পাঞ্জিপাড়া নয়াহাট থেকে শান্তিনগর পর্যন্ত রোড শো করার কথা থাকলেও, পাঞ্জিপাড়া কলোনি মোড় পর্যন্ত সেটি সীমিত থাকে। শান্তিনগরে দেব যাননি।

এ বিষয়ে রব্বানি বলেন, 'দেবের অন্য জায়গায় কর্মসূচি থাকায় শান্তিনগরে যাওয়া সম্ভব হয়নি। সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।' শান্তিনগরের পল্লবী সাহা বলেন, 'পরিবারের অন্যান্য কাজ বাদ দিয়ে দেবকে এক ঝলক দর্শনের অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু বাড়ির সংলগ্ন এলাকায় এসেও তিনি শান্তিনগরে এলেন না এটা বড় কষ্টের।' আবার ইসলামপুর শহরের রিংকি সরকার বলেন, 'স্বপ্ন পূরণ হল।' কলেজপাড়ার বিবেক বসাক বলেন, 'ইসলামপুরে দেখা পাইনি। আজ প্রাণভরে দেখেছি।'

তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুলের বক্তব্য, 'দেবের মতো জনপ্রিয় তারকার সমর্থন দলের প্রার্থীর পক্ষে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা পরিতোষ রায় - কে 16.01.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 46J 08357 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন, "আমি ডিয়ার লটারি থেকে অনেক মানুষকে এক কোটি টাকার পুরস্কার জেতার সুসংবাদ দেখতাম। তখন আমিও আমার জীবনে এই বিশাল পুরস্কার জেতার স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই স্বপ্ন দেখে আমি স্বল্প কিছু দশ টাকার বিনিময় ডিয়ার লটারির টিকিট কেনা শুরু করি। আমায় অবাক করে দিয়ে সেই দিনটি এসে গেছে। এখন আমিও কোটিপতি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩২৪ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৩০ চৈত্র ১৪৩২

মুখের আকাল

নামে কী বা আসে যায়! যায় তো। নাম দিয়ে যায় ভোট কেনা! নাহলে কী আর নামমাহাত্ম্যে একসূত্রে গেঁথে যায় দুই 'ম'- মোদি ও মমতা। স্পষ্ট করে বললে মোদি বরং মমতার অনুসারী। সেই ২০১৬ থেকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যে মন্ত্র জপে এসেছেন, সেই উচ্চারণ ২০২৬-এ এসে দেশের প্রধানমন্ত্রীর মুখে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে থাকেন, আমাকে দ্যাখো। নরেন্দ্র মোদি এবার বলছেন, এবার অন্তত আমার দিকে নজর দাও।

অন্য সবাই নিমিত্ত মাত্র। সারকথা ও শেষকথা শুধু তাঁরা। তৃণমূলে দিদি, বিজেপিতে মোদি। সারদা ও নারদ কেলেঙ্কারির পর ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচন থেকে মমতা বলতে শুরু করেছিলেন, অন্য কাউকে দেখার দরকার নেই। কে কী করেন, জানার প্রয়োজন নেই। জনগণ যেন ভাবেন, বাংলার ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী একজনই। তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেই টোটকাতে কাজও হয়েছিল। বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থায় অনেক মানুষ সর্বস্বান্ত হলেও ঢেলে ভোট দিয়েছিলেন জোড়াফুল প্রতীকে। অভিযোগ, তৃণমূলের অনেকের হাত ছিল সেইসব সংস্থার মাথার ওপর। নারদ কেলেঙ্কারিতে দলের অনেক নেতা-মন্ত্রীকে পকেট ভরে, কাগজে পেঁচিয়ে কিংবা সরাসরি নোটের তাড়া নিতে দেখা গিয়েছিল স্টিং অপারেশনে। তবু মমতার কথায় বিশ্বাস করে বঙ্গবাসী তৃণমূলকে শাসক হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। ২০২১, ২০২৪-এ মোটামুটি সেই ধারা বজায় ছিল। মমতার নামে ভোট হয়েছে বারবার।

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন তৃণমূলের জন্য বড় অগ্নিপরীক্ষা। রামায়ণে সীতাকেও অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল। তৃণমূলের সততা যাচাইয়ে 'সততার প্রতীক' আবার বলতে শুরু করেছেন, আমাকে দেখে ভোট দিন। ২৯৪ আসনে আমিই প্রার্থী।

বিজেপির পক্ষে লড়াইটা হয় এবার, নয় নেভার। লড়াইটা তাই বিজেপির কাছেও অগ্নিপরীক্ষা। তৃণমূলের আছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের মুখ, সরকারের মুখ। বিজেপির মুখ কে? দলের সভাপতি যদি মুখ হন, তবে শমীক ভট্টাচার্য।

কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী কি তাহলে মুখ নন! বিরোধী দলনেতা হিসেবে তিনি নিঃসন্দেহে মুখ্যমন্ত্রী পদে দলের মুখের দাবিদার। যদিও দিলীপ ঘোষের মতো প্রবীণ নেতাও এবার লড়ছেন। কিন্তু মুখ বাছাই না করে বিজেপি নির্বাচনি যুদ্ধে নেমে পড়েছে। আজকাল মানুষ ভোট দেওয়ার সময় শুধু দল নয়, দলের মুখকেও বিবেচনায় রাখে। লড়াই জিততে হলে পদ্ম শিবিরের তাই মুখের বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

তাতেই বড় সমস্যা। কাকে সামনে রাখবে বিজেপি! এই নিয়ে দলে যে টানাপোড়েন, নানা হিসেব-অঙ্ক আছে, তা আর গোপন নেই। ফলে মুখ বাছাই করে নির্বাচনে গেলে দলের ঘরোয়া সমীকরণে নানা জটিলতা তৈরি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। তাছাড়া গেরুয়া শিবিরের সংস্কৃতিই হল- মুখকে আড়ালে রেখে ভোটে যাওয়া। অন্য রাজ্যগুলিতে বিজেপির সেই কৌশল সফল হয়েছে। কিন্তু এখানেই তফাত বাংলায়। এখানে প্রতিপক্ষ যে স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃণমূলের অন্য কাউকে ভরসা না করেও মমতাকে দেখে জোড়াফুলে ভোট দেওয়া যায়। পদ্মে ছাপ মারতে কার অপেক্ষা করবে মানুষ! বিজেপির প্রার্থীদের অনেকের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে তৃণমূলের মতোই সংশয় আছে মানুষের। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সেই বোধোদয় হয়েছে এতদিনে। নির্বাচনের এক সপ্তাহ আগে তাই নামমাহাত্ম্যের ভার কাঁধে তুলে নিলেন স্বয়ং নরেন্দ্র মোদি। উত্তরবঙ্গের সভায় দাঁড়িয়ে তাঁকে বলতে হল, আমাকে দেখে ভোট দিন।

তৃণমূলের কৌশলের রেপ্লিকার এই অনুসরণ শেষপর্যন্ত কতটা ক্লিক করবে- সেটা পরের কথা। কিন্তু মোদ্দা কথাটা দাঁড়াল- বাংলায় দুই প্রধান প্রতিপক্ষের অন্য কোনও নেতা সেই গ্রহণযোগ্যতা দাবি করতে পারছেন না। কিংবা তাঁদের হাতে দলের ব্যাটন তুলে দিতে তৃণমূলের মতো বিজেপি নেতৃত্বও ভরসা পাচ্ছে না। তাই দেশের প্রধানমন্ত্রীকেও কার্যত হয়ে উঠতে হচ্ছে বিধানসভা ভোটের প্রধান মুখ! মুখের আকাল এমনই!

অমৃতধারা

দুর্বল মন চিরকালই সন্দিগ্ধ, - তারা কখনোই নির্ভর করতে পারে না। বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে- তাই প্রায়ই রুগ্ন, কুটিল, ইন্দ্রিয়পরবশ হয়। তাদের নিকট সারাটা জীবন জ্বালাময়। দুর্বল হৃদয়ে প্রেমভক্তির স্থান নেই। পরের দুর্দশা দেখে, পরের ব্যথা দেখে, পরের মৃত্যু দেখে নিজের দুর্দশা, ব্যথা বা মৃত্যুর আশঙ্কা করে ভেঙে পড়া, এলিয়ে পড়া বা কেঁদে আকুল হওয়া ওসব দুর্বলতা। যারা শক্তিমান, তারা যাই করুক, তাদের নজর নিরাকরণের দিকে, যাতে ওসব অবস্থায় আর না কেউ বিধ্বস্ত হয়, প্রেমের সহিত তারই উপায় চিন্তা করা- বুদ্ধদেবের যা হয়েছিল। ওই হচ্ছে সবল হৃদয়ের দৃষ্টান্ত।

-শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

গণতন্ত্রে ভোট কেনাবেচার নয়া সমীকরণ

অনুদান ও উপহারে ঢাকা পড়ছে প্রকৃত গণতন্ত্র। সাধারণ ভোটারের মনস্তত্ত্ব ঠিক কীরকম?

সুজনকুমার দাস

এআই

বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে নির্বাচন মানেই এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। তবে এই উৎসবের সমান্তরালে বয়ে চলে এক অন্ধকার স্রোত— নির্বাচনি অর্থায়ন এবং সরাসরি ভোট কেনার রাজনীতি। ভারতের নির্বাচন কমিশন প্রতি নির্বাচনের আগে হাজার হাজার কোটি টাকা, মদ এবং বহুমূল্য উপহার সামগ্রী জব্দ করে। রাজ্যের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের দিকে তাকালেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। নির্বাচন এলেই শাসক শিবির সুকৌশলে বিভিন্ন প্রকল্পের অনুদান বাড়ায়। সম্প্রতি তারা 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের টাকার অঙ্ক বাড়িয়েছে। পাশাপাশি, 'যুবসাথী' প্রকল্পের মাধ্যমে তরুণদের মন জয়ের ব্যবস্থা করেছে। দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থানের বদলে শাসকদলের এই অনুদাননির্ভর রাজনীতি নিয়ে স্বভাবতই সমালোচনা চলছে। বিরোধীদের অভিযোগ, সরকারি টাকায় আসলে ভোট কেনার পাকা বন্দোবস্ত করছে শাসকদল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, একই পথে হাঁটছে খোদ বিরোধী শিবিরও। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপিও এই দাক্ষিণ্যের রাজনীতিতে একেবারেই পিছিয়ে নেই। তারা পালটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, ক্ষমতায় এলে তারা মহিলা এবং যুব সম্প্রদায়কে মাসিক তিন হাজার টাকা করে দেবে। অর্থাৎ, শাসক বা বিরোধী— কেউই নীতি বা আদর্শের লড়াইয়ে নেই, বরং নগদ অর্থের প্রলোভন দেখানোতেই তারা বেশি স্বচ্ছন্দ। এই পরিস্থিতি আমাদের একটি গভীর প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় দেশে, যেখানে জাতি, ধর্ম এবং রাজনৈতিক আদর্শের লড়াই প্রবল, সেখানে কি কেবল সামান্য কিছু টাকা বা উপহার দিয়ে ভোটারের মন জয় করা সম্ভব?

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থনীতির বিভিন্ন গবেষণা এই জটিল মনস্তত্ত্বের গভীরে গিয়ে কিছু চমকপ্রদ তথ্য তুলে ধরেছে। ভারতে ভোট কেনার এই প্রক্রিয়া কেবল একটি আর্থিক লেনদেন নয়, বরং এটি একটি সুসংগঠিত 'ক্লায়েন্টেলিজম' বা মক্কেলতান্ত্রিক রাজনীতির অংশ। স্ট্যানফোর্ড বা এমআইটি-র মতো প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা ভারতের নির্বাচন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখেছেন, এখানে প্রার্থীরা মূলত দুটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে টাকা খরচ করেন। প্রথমটি হল 'ভোট বায়িং' বা সরাসরি ভোট কেনা। এই প্রক্রিয়ায় প্রার্থীর লক্ষ্য থাকে বিরোধীপক্ষের ভোটারকে নিজের দিকে টেনে আনা। তবে দ্বিতীয় যে পদ্ধতিটি ভারতে বেশি কার্যকর, তা হল 'টার্নআউট বায়িং'। অনেক ক্ষেত্রে ভোটাররা নির্দিষ্ট প্রার্থীর সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার উৎসাহ পান না। নগদ অর্থ বা উপহার তখন তাদের ভোটকেন্দ্রে নিয়ে আসার এক ধরনের শক্তিশালী 'অনুপ্রেরণা' হিসেবে কাজ করে। বিশেষ করে গ্রামীণ ও পিছিয়ে পড়া এলাকায় যেখানে যাতায়াত খরচ বা একদিনের মজুরি হারানোর ভয় থাকে, সেখানে প্রার্থীর দেওয়া অর্থ সেই ক্ষতিপূরণ হিসেবে কাজ করে। তাই তাঁরা সানন্দে সেই অর্থ গ্রহণ করেন এবং ভোটকেন্দ্রে পৌঁছান।

ভারতের উত্তর এবং দক্ষিণ অংশের মধ্যে এই অর্থ বিতরণের ধরনে এক বিশাল পার্থক্য লক্ষ করা যায়। দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে সরাসরি নগদ টাকা বা উপহার বিতরণের হার উত্তর ভারতের তুলনায় অনেক বেশি সুসংগঠিত। গবেষকদের মতে, দক্ষিণ ভারতের কিছু রাজ্যে এটি একটি 'পারস্পরিক বাধ্যবাধকতা'র রূপ নিয়েছে। কারণ সেখানকার প্রায় সব রাজনৈতিক দলই নগদ টাকা বা উপহার বিতরণ করে। ভোটাররা এখন মনে করেন, নির্বাচনের সময় প্রার্থীর কাছ থেকে কিছু পাওয়া তাদের ন্যায্য অধিকার। সমাজবিজ্ঞানীরা একে 'উপহারের অর্থনীতি' হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। ভোটারদের যুক্তি থাকে, নির্বাচনের পর প্রার্থীকে আর সেভাবে পাওয়া যাবে না, তাই নির্বাচনের আগে যা পাওয়া

বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে নির্বাচন এলেই শুরু হয় নগদ অর্থ, মদ ও বহুমূল্য উপহার বিলির রাজনীতি। শাসকদল যেমন সরকারি প্রকল্পের মোড়কে অনুদান বাড়াচ্ছে, তেমনই পিছিয়ে নেই বিরোধীরাও। ক্ষমতায় এলে তারাও নগদ অর্থের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারত— সর্বত্রই মক্কেলতান্ত্রিক রাজনীতির রমরমা। তবে সিএসডিএস-এর মতো সংস্থার সমীক্ষা বলছে, সাধারণ ভোটাররা অত্যন্ত সচেতন। উপহার নিলেও ইভিএম-এ তাঁরা নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকেই ভোট দেন। তাই টাকা ছড়িয়ে বা অনুদান দিয়ে সাময়িক প্রভাব ফেলা গেলেও বৃহত্তর জনমত কেনা কার্যত অসম্ভব।

যায়, সেটুকুই তাঁদের প্রাপ্তি। অন্যদিকে, উত্তর ভারতে অর্থের চেয়ে পেশিশক্তি এবং জাতিগত সমীকরণ অনেক সময় বেশি কার্যকর হয়, যদিও সেখানেও নগদ অর্থের প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে।

এখন প্রশ্ন হল, টাকা দিলেই কি জয় নিশ্চিত? ভারতের সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোর ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, টাকা বিতরণের সঙ্গে জয়ের কোনও সরাসরি সম্পর্ক নেই। 'সিএসডিএস-লোকনীতি'-র বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ভারতীয় ভোটাররা অত্যন্ত কৌশলগত এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। তাঁরা একাধিক প্রার্থীর কাছ থেকে টাকা বা উপহার গ্রহণ করেন, কিন্তু ব্যালট বক্সে বা ইভিএম মেশিনে নিজের পছন্দের বোতামটিই টেপেন। যেহেতু ভারত একটি গোপন ব্যালট ব্যবস্থা অনুসরণ করে, তাই প্রার্থীর পক্ষে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয় যে কে তাকে ভোট দিল। অনেক ক্ষেত্রে ভোটাররা টাকা বিতরণকে প্রার্থীর 'উদারতা' বা 'সক্ষমতা' হিসেবে দেখেন। তারা ভাবেন, যে প্রার্থী এখন খরচ করতে পারছেন না, তিনি জেতার পর এলাকার উন্নয়ন বা ব্যক্তিগত বিপদে সাহায্য করতে পারবেন না। অর্থাৎ, টাকা এখানে সরাসরি ভোটের চেয়ে প্রার্থীর 'ক্রেডিবিলিটি' বা বিশ্বাসযোগ্যতার একটি সংকেত হিসেবে কাজ করে।

ভারতের নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার নগদ অর্থ, মদ ও মাদক জব্দ করা হয়েছিল। এই বিশাল পরিমাণ অর্থ কেবল হিমশৈলের চূড়ামাত্র। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, প্রকৃত লেনদেনের পরিমাণ এর চেয়ে বহুগুণ বেশি। এই অবৈধ অর্থের উৎস হল কর্পোরেট অনুদান, কালো টাকা এবং সিন্ডিকেটরাজ। যখন একজন প্রার্থী কোটি কোটি টাকা খরচ করে নির্বাচনে জয়ী হন, তখন তাঁর প্রথম লক্ষ্য থাকে সেই টাকা সুদ সহ উশুল করা। এর ফলে শুরু হয় দুর্নীতির এক অন্তহীন চক্র, যা দেশের অর্থনীতিকে চরম আঘাত করে।

ইদানীং নগদ টাকার বিকল্প হিসেবে উপহারের সংস্কৃতি ভারতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। শাড়ি, সাইকেল, মিক্সার গ্রাইন্ডার বা বিভিন্ন গৃহস্থালির ব্যবহার্য জিনিসের সরাসরি বিতরণ এখন নির্বাচনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নগদ টাকার চেয়ে এই ধরনের দৃশ্যমান উপহার ভোটারদের মনে প্রার্থীর দীর্ঘমেয়াদি ছাপ ফেলে। ঘরে থাকা একটি শাড়ি, মিক্সার গ্রাইন্ডার বা সাইকেল প্রতিদিন ভোটারকে মনে করিয়ে দেয় যে এটি অমুক প্রার্থীর দেওয়া। একে বলা হয় 'মেমরি ট্রিগার'। দলগুলো সচেতনভাবেই এই কৌশল প্রয়োগ করে।

তাহলে কি ভারতীয় গণতন্ত্র পুরোপুরি অর্থের জিম্মায়? আশার কথা হল, ভারতের সচেতন ভোটাররা বারবার প্রমাণ করেছেন যে তাঁরা অর্থের চেয়ে বৃহত্তর ইস্যুকে বেশি প্রাধান্য দিতে জানেন। জরুরি অবস্থা পরবর্তী নির্বাচন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক অনেক বিধানসভা নির্বাচনে দেখা গিয়েছে, বিশাল অঙ্কের টাকা খরচ করেও অনেক দল বা প্রভাবশালী প্রার্থী ধরাশায়ী হয়েছেন। যখন মানুষ মূল্যবৃদ্ধি, কর্মসংস্থানহীনতা, কৃষির সমস্যা বা জনসেবার মতো বড় ইস্যুতে সরকারের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তখন সামান্য টাকা তাদের মত বদলাতে পারে না। আবার যদি অসন্তুষ্ট থাকে, সেক্ষেত্রেও কিঞ্চিৎ অর্থ তাদের ভোটদানের সিদ্ধান্তে তেমন প্রভাব ফেলে না। অর্থাৎ, টাকা দিয়ে হয়তো সাময়িক প্রভাব ফেলা যায় বা ছোট এলাকায় ভোটের ব্যবধান কমানো যায়, কিন্তু বৃহত্তর জনমত অর্থ দিয়ে কেনা অসম্ভব।

অতএব, ভারতের নির্বাচনে অর্থের প্রভাব একটি গুরুতর সমস্যা হলেও এটি সর্বশক্তিমান নয়। তবে এটি সৎ ও যোগ্য সাধারণ ঘরের প্রার্থীদের রাজনীতির আঙিনা থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। শুধু নির্বাচন কমিশনের কড়া নজরদারি দিয়ে এই ব্যাধি দূর করা অসম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা। গণতন্ত্র কেবল একটি ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া নয়, এটি নাগরিক ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক দায়বদ্ধতা। এই দায়বদ্ধতা ও সাধারণ মানুষের সচেতনতার ওপর ভিত্তি করেই এখনও স্বমহিমায় উজ্জ্বল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র ভারত।

(লেখক অধ্যাপক)

আজ

১৮৯১

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন ভারতরত্ন বিআর আম্বেদকর।

১৯৮৬

চলচ্চিত্র পরিচালক নীতিন বসু প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

আমি বাংলা এবং তামিলনাড়ুতে গিয়েছি। বাংলায় যা দেখছি, তা অত্যন্ত উদ্বেগের। এখন সরকার ঠিক করে দিচ্ছে কে ভোট দেবে, কে দেবে না। এসআইআর প্রক্রিয়ায় বড়জোর হাজার দুয়েক নাম বাদ যেতে পারে। কখনোই সংখ্যাটা লক্ষের ঘরে পৌঁছাতে পারে না।

- পারকালা প্রভাকর (বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ)

ভাইরাল/১

ট্রেনের কামরা না কি মন্দির! ভারত গৌরব ট্রেনের মধ্যে দিব্যি পুজার্চনা চলল। একদল যাত্রী ট্রেনের স্লিপার বার্থকে দেবদেবীর মূর্তি ও ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে আরতি করলেন। ট্রেনে এভাবে আগুন জ্বালানোয় বিতর্ক।

ভাইরাল/২

আসল দামের ওপর স্টিকার লাগিয়ে স্টেডিয়ামের দর্শকদের 'চুনা' লাগানোর ভিডিও ভাইরাল। আইপিএলে এক দর্শক চিপসের প্যাকেট ১০০ টাকা দিয়ে কিনেছিলেন। প্যাকেটে লাগানো সাদা স্টিকার তুলে দেখেন, সেটির আসল দাম ৫০ টাকা।

জনমন
জনমত

প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে চুক্তিপত্র চাই

ভোট এলেই প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে যায়- এটাই দেখে আসছে মানুষ। অথচ কাজ হয় না। এই অসফলতা নিয়েই চলছে দেশ। তবুও কিন্তু ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকেন না ভোটাররা। ভোট তো হবেই। কিন্তু ভোটে জিতে বিধায়ক কী কাজ করবেন সেটাও ভোটারকে জানাতে হবে। অলিখিত প্রতিশ্রুতির কোনও দাম নেই আজকাল। ভোটে জিতে যিনি বিধায়ক হবেন তিনি অনেক সুবিধা পাবেন, কিন্তু যাঁদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন তাঁরা বঞ্চিত হবেন কেন?

তাই আর প্রতিশ্রুতি নয়, ভোটাররা লিখিত চুক্তিপত্র চাইছেন। প্রার্থীর নমস্কারের পরিবর্তে চুক্তিপত্র চান বর্তমান ভোটাররা। চুক্তিপত্র হাতে পেয়ে ভোট দেব- এটাই এবারের দাবি। চুক্তিপত্র থাকলে কাজ হবে এবং শৃঙ্খলা বজায় থাকবে বলেই মনে হয়।

নূপুর বন্দ্যোপাধ্যায়
হাকিমপাড়া, জলপাইগুড়ি।

পরীক্ষা ভালো দিয়েও অকৃতকার্য

আমি উত্তরবঙ্গের একজন কলেজ পড়ুয়া। আমাদের কলেজের পরীক্ষার ফলাফলে এক নজিরবিহীন অসংগতি লক্ষ করা যাচ্ছে। অনেক ছাত্রছাত্রী অত্যন্ত পরিশ্রম করে ভালো পরীক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও ফলাফলে দেখা যাচ্ছে তারা অকৃতকার্য হয়েছে। অভিযোগ উঠছে, পরীক্ষকরা উত্তরপত্রগুলো সঠিকভাবে মূল্যায়ন না করেই দায়সারাভাবে নম্বর দিয়েছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে, মেধার বিচার না করে অনেকটা নিজেদের ইচ্ছেমতো পাশ-ফেল করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যারা সারাবছর পড়াশোনা করে ভালো পরীক্ষা দিয়েছে, এভাবে ফেল করিয়ে দেওয়ায় সেইসব ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ আজ অন্ধকারের মুখে। এই ঘটনার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও মানসিক হতাশা গ্রাস করেছে। বিষয়টি নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও সদর্থক ভূমিকা দেখা যায়নি। উত্তরপত্র যথাযথ পুনর্মূল্যায়নের দাবিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সনকা দাস
নিরঞ্জননগর, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

হারানো ইস্যু ও ভোটের অন্তিম লড়াই

শাসকদলের কাজের জবাবদিহির বদলে নির্বাচন কমিশনকে প্রতিপক্ষ বানানোর কৌশলে আসলে লাভ হচ্ছে কার?

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

এআই

এবারের নির্বাচনে রাজনীতির ময়দান থেকে মূল ইস্যুগুলি যেন সুকৌশলে অপহৃত হয়েছে। কোনও বিরোধী রাজনৈতিক দলই এমন কোনও জোরালো ইস্যু বা জনদাবি চিহ্নিত করতে পারছে না, যা দিয়ে সাধারণ মানুষের বিবেককে নাড়া দেওয়া সম্ভব। নির্বাচনি পাটিগণিতে দেখা যায়, ভোটারদের একটি বিরাট অংশ ভোটগ্রহণের অনেক আগে থেকেই নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। আবার কিছু ভোটার শেষমুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিলেও, তাঁরা সম্ভবত সামগ্রিক ফলাফলকে ততটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। মূলত একটি নির্দিষ্ট 'ন্যারেটিভ' বা রাজনৈতিক বয়ান তৈরি করে যাঁরা আগেভাগে স্থির হয়ে থাকেন, তাঁদের ভোটেই জনমতের আসল প্রতিফলন ঘটে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, সেই ন্যারেটিভ তৈরির ক্ষেত্রে বিরোধীরা এবার অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে।

গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ও সমাজে একটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে— একটি জ্বলন্ত ইস্যুকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে অন্য একটি বিষয়কে সামনে আনা হচ্ছে। এটি যেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সেই 'বিস্কুট দৌড়' খেলার মতো; লক্ষ্যটি মুখের সামনে থাকলেও কামড়ে ধরার আগেই তা সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অর্থবল ও লোকবলহীন বিরোধী দলগুলি এই ঠান্ডা মাথার হিসাবের সামনে কার্যত অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করছে এবং কেবল দর্শক হিসেবে পরিস্থিতি লক্ষ করছে।

বিস্ময়কর বিষয় হল, সারদা কেলেঙ্কারির মতো সর্বগ্রাসী দুর্নীতিকেও রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে কার্যকর করতে পারেনি বিরোধী শিবির। এমনকি নারদ কাণ্ডে প্রকাশ্যে টাকা নেওয়ার দৃশ্য জনসমক্ষে এলেও তা ভোটে স্থায়ী ইস্যু হয়ে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতি, কয়লা পাচার, কাটমানি সংস্কৃতি কিংবা স্থায়ী পদের অভাবে শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের হাহাকার— কোনওকিছুই আন্দোলনের জোরালো ঢেউ তুলতে পারেনি। নেতার ডেরা থেকে নগদ টাকার পাহাড় উদ্ধার থেকে শুরু করে আরজি কর কাণ্ডে বিশ্বজুড়ে ওঠা প্রতিবাদের গর্জনও যেন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এসেছে। কেউ যেন এক অদৃশ্য ডাস্টার দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের পুরোনো সব প্রশ্ন মুছে দিয়ে রোজ নতুন বিতর্কের অবতারণা করছে এবং মানুষকে মূল সমস্যা থেকে বিচ্যুত করে রাখছে।

বর্তমান ভোটের ময়দানে শাসক ও বিরোধী— উভয়পক্ষের প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে 'এসআইআর' বা এক অদ্ভুত রণকৌশল। রাজনৈতিক দলগুলি এখন আর একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে না; তাদের প্রত্যেকের অভিন্ন প্রতিপক্ষ যেন এখন নির্বাচন কমিশন। এটি আসলে একটি গভীর সুচতুর কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। শাসকদলকে তাদের বিগতদিনের কাজের খতিয়ান নিয়ে আর জবাবদিহি করতে হচ্ছে না, কারণ প্রচারের সমস্ত আলো এখন কমিশনের ভূমিকার ওপর গিয়ে পড়েছে। অথচ কমিশন তো আর সরকার গঠন করবে না। এই ডামাডোলে জনগণের দৈনন্দিন জীবনের সংকট, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি বা উন্নয়নের প্রকৃত খতিয়ানের মতো জরুরি বিষয়গুলি সুকৌশলে অন্তরালে তলিয়ে যাচ্ছে।

বিরোধীরা কার্যত ভোটের আগেই একপ্রকার পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে। সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর সুযোগই তারা হারিয়ে ফেলছে বা হারিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। প্রচারের ময়দানে প্রাসঙ্গিক প্রতিপক্ষ না থাকার কারণে শাসকদলের কাজের সঠিক মূল্যায়ন হওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। গণতন্ত্রের এই উৎসবে ইস্যুর এই আকাল জনমানসে এক গভীর বিভ্রান্তি তৈরি করছে। ইস্যুহীন এই লড়াইয়ে ভোটারদের নীরব রায়ই নির্ধারণ করবে রাজ্যের ভবিষ্যৎ।

(লেখক বালুরঘাটের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪১৯

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। বিরোধ, শত্রুতা অথবা প্রতিযোগিতাও হতে পারে ৩। ঠান্ডা করা ৫। ফুলের কলি বা কুঁড়ি ৬। অবলম্বন, পুঁজি, সংস্থান বা জীবিকা ৭। লক্ষ্মণের বউ ৯। সংখ্যার তথ্যপঞ্জি বা তথ্যভিত্তিক দিক নির্দেশ ১২। মাহাত্ম্য বা গৌরব ১৩। এক রাতের মধ্যে, সকাল হবার উপায় নেই।

উপর-নীচ : ১। উন্মেষ, কোনও ব্যক্তির অসাধারণ সৃজনীশক্তি ২। মৃতদেহ, যে দেহে আর প্রাণ নেই ৩। মাছের ফুলকার ঢাকনা ৪। নাকের নীচে পরার ঝুলন্ত অলংকার ৫। একটি ফল যার সঙ্গে রামায়ণের শবরীর সম্পর্ক আছে ৭। সংখ্যায় কম ৮। বিপদ সংকেত ৯। ফুলের রেণু ১০। বিভীষণের বউ ১১। ঝাঁটা বা সম্মার্জনী।

সমাধান ■ ৪৪১৮

পাশাপাশি : ১। দামামা ৪। দুন্দুভি ৫। চাবি ৭। নধর ৮। নভশ্চর ৯। আগডুম ১১। বার্ষিক ১৩। পলু ১৪। ফেরেব ১৫। লাগাম।

উপর-নীচ : ১। দাদন ২। মাদুর ৩। অভিযান ৬। বিদার ৯। আলাপ ১০। মহাফেজ ১১। বাবলা ১২। কদম।

বিন্দুবিসর্গ

’২৬-এর ভোটযুদ্ধ

বাবলু আজও প্রেমিক রান্না করেন শখে

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৩ এপ্রিল : শান্ত গোছের মানুষটা মাইক হাতে সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আশার আলো দেখাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। চা শ্রমিকদের একত্রিত করছেন দলের পতাকাতলে। তিনি মাদারিহাট বিধানসভার বিদায়ি বিধায়ক। ভোট বৈতরণি পার করতে তৃণমূল কংগ্রেস এবার তাঁর ওপরেই ভরসা রেখেছে।

দম ফেলার ফুরসত নেই। ঘনঘন ফোন। উদয়াস্ত ছুটছেন। তবে হাফ সেঞ্চুরির দোরগোড়ায় পৌঁছেও তিনি প্রেমিক। আবার শখের বশে রান্নাও করেন। কাজের চাপ একটু কম থাকলে হেঁশেলে ঢুকে হাতা খুন্তি নাড়েন।

তিনি জয়প্রকাশ টোপ্পো। তবে বেশিরভাগ মানুষ তাঁকে বাবলু নামে চেনেন। চা বাগানের সবুজ গালিচায় শুরু হয়েছিল বছর একুশের বাবলু আর অলিভ প্রেমিকা টোপ্পোর প্রেম। ২০০৩ সালে ডিমডিমা নদী, হাজার হাজার চা গাছ আর এঁকেবেঁকে যাওয়া রাস্তাকে সাক্ষী রেখে পাকাপাকিভাবে দুজন দুজনের হাত ধরেন। তারপর দেখতে দেখতে তেইশটি বসন্ত পেরিয়ে গিয়েছে। সেদিনের সেই কিশোরী আজ অভিজ্ঞ গৃহবধূ, বাবলুর কথায়, ‘পাকা গিন্নি’। সেদিনের সেই তরুণ আজ জীবনের লড়াইয়ে পরিণত, বিধায়কের পাশাপাশি ’২৬-এ ফের রাজনৈতিক লড়াইয়ে অবতীর্ণ।

ডিমডিমা চা বাগানের হাটখোলা লাইনে বাড়ি জয়প্রকাশের। অলিভ ও জয়প্রকাশের বর্তমানে দুই কন্যা রয়েছে। এদিকে, ভোটের মুখে জয়প্রকাশের ড্রইংরুম গমগম। হেঁশেলে ব্যস্ত অলিভ। কাজ করতে করতেই টুকটাক কথা বলছিলেন জয়প্রকাশ গিন্নি। বিয়েটা কি ঘটকের মাধ্যমে স্থির হয়েছিল? নাকি...’। প্রত্যুত্তরে বললেন, ‘কেন বলুন তো!’ গিন্নি আর কিছু বলার আগেই মুচকি হেসে ডেকে জয়প্রকাশ বললেন, ‘আমি বলছি’। সংক্ষেপে জানালেন, একসময় দুজন দুজনের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। পরে তাঁর ঘরে বধূ হয়ে আসেন অলিভ।

প্রেমের অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে জয়প্রকাশ বললেন, ‘সেটা ছিল চিঠি লিখে প্রেম নিবেদনের জমানা।’ সেই চিঠির জমানা ছাড়িয়ে হোয়াটসঅ্যাপ সূত্রে অন্তর্জালের মাইক্রো ওয়েবে অনুভূতির লেনদেন, রোজ ডে, প্রপোজ ডে, ভ্যালেন্টাইন্স ডে, ক্যাডবেরি, গিফট, কেক কেটে জন্মদিন সেলিব্রেশনের যুগেও জয়প্রকাশ-অলিভের কেমিস্ট্রি বিন্দাস। পুরোনো সেই দিনের কথা উঠতেই সলজ্জ হাসি জয়প্রকাশের মুখে। দলের কর্মীদের আনাগোনা ড্রয়িংরুমে। খানিকটা যেন অস্বস্তিতে। এরইমধ্যে অস্বস্তি কিছুটা বাড়ালেন গিন্নি। কিছুটা আক্ষেপের সুরে বললেন, ‘ও কোনওদিন কেক কেটে আমার জন্মদিন পালন করেনি।’ ড্রয়িংরুমে বসা সকলেই তখন হেসে উঠলেন।

রান্না প্রসঙ্গে আত্মতৃপ্তির হাসি নিয়ে তৃণমূল প্রার্থী বলছিলেন, ‘আমি দেশি মুরগির মাংস রাঁধতে ভালোবাসি। এটাই আমার শখ।’ তবে পিছনের ‘রহস্য’টা ফাঁস করলেন গিন্নি। জানালেন, জয়প্রকাশকে মশলাপাতি প্রস্তুত করে দিতে হয়। মাংস কেটে ধুয়ে সাজিয়ে দিতে হয়। কেবল হাতা খুন্তি নাড়ার কাজটাই করেন। অলিভের অভিযোগ, রান্না করতে গিয়ে মশলাপাতি সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখেন। তৃণমূল প্রার্থীর গিন্নির কথায়, ‘মাংস রান্নার সামগ্রী রাখতে ওর আলাদা আলাদা বাসন লাগে। তাছাড়া বাসন কিছুতেই মাজতে চায় না। ওর রান্নার শখের ঝক্কি পোহাতে হয় আমাকেই।’

পড়াশোনা ও ফুটবল পাগল রথীন্দ্রনাথ

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১৩ এপ্রিল : কখনও সক্রিয় রাজনীতি করার কোনও লক্ষ্যই ছিল না। ছোট থেকেই পুরোপুরি পড়াশোনার মধ্যে ডুবে থাকতেন। তবে মানুষের জন্য কিছু করার একটা আকাঙ্ক্ষা বরাবরই ছিল। সেই কারণে অনেক দেরিতে হলেও রাজনীতিতে জড়িয়ে গেলেন আষ্টেপৃষ্ঠে। তিনি রথীন্দ্রনাথ বসু। এবার ২০২৬ বিধানসভার ভোটে কোচবিহার দক্ষিণের বিজেপির প্রার্থী তিনি।

আদ্যন্ত পড়াশোনা করা পাগল মানুষ। স্কুলের অনূর্ধ্ব ১৫ টিমে ফুটবলও খেলতেন। পছন্দ কবিতা আবৃত্তি করা। আর নেশা বলতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান শোনা। প্রিয় উপন্যাস অদ্বৈত মল্লবর্মনের তিতাস একটি নদীর নাম। নিজেও নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে একখানা বই লিখে ফেলেছেন। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট না হলে শিক্ষকতাকেই পেশা হিসেবে বেছে নিতেন তিনি। পরিবার নিয়ে জড়িয়ে থাকতে পছন্দ করতেন। যাতে বাড়ির কাছাকাছি থাকতে পারেন, তার জন্য রাজ্য ছাড়তে চাননি। মা চাননি ছেলেকে দূরে যেতে দিতে। তাই শিলিগুড়ি আর কোচবিহার মিলিয়ে থাকেন। দুই জায়গাতেই তাঁর কাজ। বড় ছেলে ঠিক কেমন জানতে চাইলাম তাঁর মায়ের কাছে। অশীতিপর বৃদ্ধা এক গাল হেসে বললেন, ‘ছেলে আমার খুব ভালো। কথা শুনত। নইলে কি এত পড়াশোনা করতে পারত? তবে শুধু ও নয়, আমার তিন ছেলেই খুব ভালো।’ বয়সের ভারে স্মৃতিশক্তি কিছুটা দুর্বল। বাড়িতে অনেকগুলো অ্যালবাম ছিল যেখানে ওদের ছোটবেলার ছবি ছিল। কিন্তু সেগুলো কোথায় যে গেল তা আর মনে করতে পারলেন না বৃদ্ধা।

আপাত শান্ত মানুষটি বন্ধুদের কাছে একদম খোলামেলা। স্কুলের গ্রুপ, কলেজের গ্রুপের বন্ধুদের সঙ্গে এখনও নিয়মিত আড্ডা চলে তাঁর। ভোটের প্রচারের ফাঁকেও এক-দু’দিন আড্ডার জায়গায় চলে এসেছিলেন রথীন্দ্রনাথ। বললেন, ‘স্কুল জীবনের বন্ধু চিন্ময় গোস্বামী। রাজনীতিতে দুজন আমরা দুই মেরুর লোক হলেও বন্ধুত্বে কখনও ফাটল ধরেনি।’ একবার কলেজের ‘এক্সকারশনে’ গিয়ে হারিয়ে ফেলেছিলেন নিজের সুটকেস। ১৩/১৪ দিন বাদে তা ফেরত পাওয়া যায়। ওই ক’টা দিন যে কী টেনশনে কেটেছে, বাড়িতে কাউকে বলতে পারেননি ব্যাগ হারিয়ে যাওয়ার কথা।

বর্তমানে দেবীবাড়ির কাছে থাকলেও জন্ম হয়েছিল টাকাগাছে। বেড়ে ওঠাও সেখানে। বাড়ির পাশে স্কুলের মাস্টারমশাইয়ের ছেলে শক্তিদাস মুখোপাধ্যায় কলকাতায় পড়তে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে জলপাইগুড়ি কলেজে প্রফেসর হয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকে তিনি ছিলেন রথীন্দ্রর আদর্শ। তাই পড়াশোনা করতে হবে এই লক্ষ্যটা ছিলই, তাতে মায়ের ছিল ইন্ধন। রামভোলা হাইস্কুল থেকে পাশ করে প্রথমে দিনহাটা কলেজ, পরবর্তীতে বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজ। তারপর সোজা কলকাতা থেকে সিএ, কস্টিং। কিন্তু ব্যাপারটা এত সোজা ছিল না। রথীন্দ্রনাথ বললেন, ‘বাবা সামান্য সরকারি চাকরি করতেন। আয়ের সিংহভাগ টাকা আমার পড়ার পেছনে চলে যেত। তবুও মাসের শেষে খাবার টাকা থাকত না। কোচবিহারের অনেক গরিব লোক কলকাতায় কাজে গেলে এক-দু’দিন মেসে রাখতাম, তাঁদের গেস্ট চার্জ দিতে টাকা চলে যেত।’ বর্তমানে তাঁর স্ত্রী কলেজের অধ্যাপিকা, ছেলে আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বললেন এখন আর কোনও পিছুটান নেই। এখন আমি পুরোপুরি মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করতে চাই। রাজনীতির শুরুটা এরকম, ১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘে যোগদান, আর ২০১২-তে রাজনীতিতে আসা। মাঝে কেটে গিয়েছে অনেকগুলো বছর। একসময় ছিলেন শিলিগুড়ির জেলা বিজেপির সভাপতি। রথীন্দ্রনাথ বললেন, ‘মানুষের জন্য কিছু করতে গেলে রাজনীতিকেই হাতিয়ার করতে হবে।’

কথা বলতে বলতে সেখানে চেয়ার টেনে বসলেন মেজো ভাই মানব। তাঁর কথায়, ‘টাকাগাছের বাড়িতে আমাদের কয়লায় রান্না হত। এখনও পরিষ্কার মনে আছে শহরের দিক থেকে দাদা সাইকেলের উপর কয়লার বস্তা তুলে হাঁটিয়ে নিয়ে আসত। বাড়িতে গোরু ছিল। গোরুর জন্য ঘাস কাটতে দেখেছি দাদাকে।’ যৌথ পরিবার। ছয় ভাই, চার বোন। দাদাকে সবাই মানে এখনও। ছোট ভাই বিরাজ বলতে গেলে এই ভোটে দাদার সেনাপতি। জানালেন, এখনও যদি দাদা বলে ঘর থেকে বেরোবি না, আমার ক্ষমতা নেই বাড়ির বাইরে যাওয়ার। বললেন, দাদা আমাদের কাছে বাবার মতো।

ছেলেবেলায় দুই ভাইয়ের সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ বসু।

বঙ্গের জোড়িরঙ্গ

ভোটির নস্টালজিয়া

আটের দশকে কর্মীদের ভরসা ছিল চিঠি আর সাইকেল

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ১৩ এপ্রিল : আটের দশকে নির্বাচনি প্রচারের ধরন ছিল একেবারেই ভিন্ন। তখন হোয়াটসঅ্যাপ, সামাজিক মাধ্যমের অস্তিত্ব ছিল না। নির্বাচনি সভা বা মিটিংয়ে কর্মীদের ডাকার জন্য চিঠি লিখে পাঠানো হত। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে চিঠি পৌঁছে দেওয়ার একমাত্র মাধ্যম ছিল সাইকেল। রাস্তাঘাট তখন খুবই খারাপ, বর্ষাকালে কাদায় সাইকেল আটকে যেত। তবু কর্মীরা দিন-রাত পরিশ্রম করে চিঠি বিলি করতেন। আজ সাইকেল থাকলেও তার সেই পুরোনো গুরুত্ব আর নেই। ডিজিটাল যুগে এক ক্লিকে হাজার হাজার মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে যায়।

চাকুলিয়া পুয়ার গ্রামের বাসিন্দা অজেদ আলি ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের দাপুটে নেতা। শাখা সম্পাদক পদে ছিলেন তিনি। তিনবার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। বললেন, ‘নির্বাচন এলেই আমাদের ঘুম উবে যেত। দিন-রাতের কোনও হিসেব থাকত না। প্রতিটি সভা, মিটিং, মিছিলের জন্য কর্মীদের বাড়ি বাড়ি সাইকেলে করে চিঠি পৌঁছে দেওয়া ছিল আমাদের দায়িত্ব।

কাউকে চিঠি দিতে ভুল হলে চুলচেরা বিশ্লেষণ হত, ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে পর্যন্ত হত। তবে সেসময়ে কর্মীদের মধ্যে ভালোবাসার একটা বন্ধন ও ঐক্য ছিল। বিপদে-আপদে সবাই একে অপরের পাশে দাঁড়াতেন। কেউ অসুস্থ হলে সবাই ছুটে যেতেন, অর্থসংগ্রহ করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন। এভাবেই পার্টি চলত। কিন্তু আজ সেই পরিবেশ, সেই আন্তরিকতা আর নেই।’

চাকুলিয়া সিপিএমের লোকাল কমিটির সদস্য মুশলেউদ্দিনও বাম আমলে তিনবার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। চাকুলিয়া পশ্চিম ইউনিটের শাখা সম্পাদক পদে ছিলেন। তাঁর স্মৃতিচারণায় উঠে এসেছে, সেই সময়ের কঠিন রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা।

তাঁর কথায়, ‘আটের দশকে বাম সরকার ক্ষমতায়, কিন্তু গ্রামেগঞ্জে কংগ্রেসের প্রভাব কম ছিল না। ভয়ে প্রকাশ্যে সভা করা যেত না। রাতের অন্ধকারে মাঠে বা জঙ্গলের ধারে চুপিসারে সভা করতে হত। কংগ্রেসিদের বুঝতে দেওয়া হত না। সাধারণ মানুষ কিন্তু আমাদের পাশে ছিলেন। কংগ্রেসিদের অত্যাচার দেখে মানুষ ক্রমশ বামফ্রন্টের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। রাজনৈতিক সংঘর্ষও হয়েছে সেসময়। অনেক কর্মী বাড়িছাড়া হয়েছেন, রাতের পর রাত আত্মগোপন করে থেকেছেন। বিপদের দিনে পার্টি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে- খাবার, আশ্রয়, এমনকি চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেছে।

আবার কংগ্রেসের পোড়খাওয়া নেতা আমজাদ আলি, জন্ম ১৯৪৫ সালে। বয়স ৮১ বছর হলেও শারীরিক অবস্থায় এখনও ভালোই আছেন। আমজাদ বললেন, ‘পড়াশোনার জীবন থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলাম। ডাক্তার গোলাম ইয়াজদানি, জয়নাল আবেদিন, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি, তাঁরা ছিলেন এক সময় কংগ্রেসের দাপুটে নেতা। তাঁদের ছত্রছায়ায় আমরা কংগ্রেস পার্টি করতাম। কোনও সমস্যায় পড়লে তড়িঘড়ি নেতাদের কাছে চিঠি পৌঁছে দেওয়া হত।

খুব গোপনীয়তা অবলম্বন করা হত। বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে চিঠি পৌঁছানোর কাজগুলি করা হত। আমি ১৯৮৮ সালে কংগ্রেসের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলাম। কংগ্রেসকে শূন্য করার জন্য বামফ্রন্ট আমার পিছনে লেগেছিল। কিন্তু আমাকে সরাতে পারেনি। সেজন্য এলাকার সাধারণ মানুষ আজও শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। এই বুড়ো বয়সেও কংগ্রেসের আদর্শ নীতির উপর টিকে রয়েছি।’

আশির দশকে রাজনীতি অনেক বেশি মাটির কাছাকাছি ছিল, মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের উপর নির্ভরশীল ছিল। আজকের ডিজিটাল যুগে নির্বাচনি প্রচার অনেক সহজ ও দ্রুত হয়েছে। একটি ভিডিও বা পোস্ট মুহূর্তে হাজার হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। কিন্তু পুরোনো দিনের সেই কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, রাত জাগা, সাইকেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলা, ঐক্য, ত্যাগ ও মানুষের প্রতি আন্তরিকতার গল্প আজও অনেককে অনুপ্রাণিত করে। সেই সময়ের রাজনীতি ছিল অনেক বেশি কঠিন, কিন্তু অনেক বেশি আন্তরিক।

প্রচারে প্রার্থীর সঙ্গে

আগ্নেয়াস্ত্রধারী

একজনের পরনে কালো স্কিনটাইট গেঞ্জি। জংলা ছাপের কার্গো। মাথায় কালো ফেট্টি। হাতে কার্বাইন। চোখ ঢাকা গগলসে। আরেকজনের পরনে কালো শার্ট। মুখের মাস্কের নীচে চাপা পড়ে যাচ্ছে অভিব্যক্তি। কোমরে গোঁজা পিস্তল। দেখলে বুক দুরুদুরু করবেই। তাঁরা সবাই ভাড়াটে নিরাপত্তাকর্মী।

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৩ এপ্রিল : একজনের পরনে কালো স্কিনটাইট গেঞ্জি। জংলা ছাপের কার্গো। মাথায় কালো ফেট্টি। হাতে কার্বাইন। চোখ ঢাকা গগলসে। আরেকজনের পরনে কালো শার্ট। মুখের মাস্কের নীচে চাপা পড়ে যাচ্ছে অভিব্যক্তি। কোমরে গোঁজা পিস্তল। দেখলে বুক দুরুদুরু করবেই। তাঁরা সবাই ভাড়াটে নিরাপত্তাকর্মী। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরের তৃণমূলের প্রার্থী মতিবুর রহমান প্রচারে বেরোচ্ছেন নিজস্ব নিরাপত্তাবাহিনী নিয়ে।

বিরোধীরা কটাক্ষ করছে। বলছে, যে দলের ট্যাগলাইন মা-মাটি-মানুষ, সেই দলের প্রার্থী কেন মানুষের কাছাকাছি যাওয়ার সময় নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে বের হচ্ছেন? কিন্তু মতিবুর সেসব কথাই কান দিচ্ছেন না। এমনকি সোমবার এ ব্যাপারে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে একাধিকবার ফোন করা হয়েছিল। তিনি ফোনই তোলেননি। আর মতিবুর-ঘনিষ্ঠদের দাবি, তিনি তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন ঠিকই, তবে তার বাইরেও তিনি একজন বড় শিল্পপতি। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার খাতিরেই এই সিকিউরিটির ব্যবস্থা। অস্ত্র এবং নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র রয়েছে।

এভাবে নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে প্রচারে যাওয়াটা কি নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গ করা? সেটা অবশ্য নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। জেলা পুলিশ সুপার অনুপম সিং কেবল বলেছেন, ‘এ ব্যাপারে এখনও অবধি কোনও অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ তবে বিরোধীরা সরব হয়েছেন। উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, ‘বিষয়টি অবশ্যই নির্বাচন কমিশনের দেখা উচিত। এভাবে অস্ত্র সহ বডিগার্ড নিয়ে প্রচারে যাওয়া যায় কি না, সেটা কমিশনকে দেখতে হবে। আর যদি অস্ত্র বেআইনি হয় তাহলে জেলা পুলিশ সুপার কেন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না?’

পালটা তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তবারক হোসেন চৌধুরী মতিবুরের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বলেছেন, ‘উনি নিজের নিরাপত্তার জন্য অস্ত্রধারী নিরাপত্তারক্ষী রেখেছেন। তার প্রয়োজনীয় নথিপত্র আছে।’ তবে এতে নির্বাচনি বিধিভঙ্গ হচ্ছে কি না, সেটা তবারকও বলতে পারেননি।

এলাকায় মতিবুর নিজের পরিচয় দেন ‘গরিবের বন্ধু’ বলে। আবার মনোনয়নপত্র পেশের সময় জানিয়েছেন, তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ২২ কোটি টাকার বেশি। গত কয়েকদিনে একাধিক ঘটনায় তাঁর নাম সংবাদ শিরোনামে এসেছে। প্রচারে বেরিয়ে কখনও গ্রামের মাঠে সাইকেল চালিয়েছেন। কখনও কৃষকের সঙ্গে জমিতে বসে খাবার খেয়েছেন। কখনও আবার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিজের দামি বিলাসবহুল গাড়িতে চাপিয়েছেন। আবার প্রচার করতে গিয়ে বিতর্কেও জড়িয়েছেন। তাঁর মিছিলে স্কুল পড়ুয়াদের দেখা গিয়েছে শাসকদলের পতাকা হাতে। আবার মুখ্যমন্ত্রীর সভায় ড্রোন উড়িয়ে গ্রেপ্তার হওয়া তিন তরুণ মতিবুরেরই সোশ্যাল মিডিয়া টিমের সদস্য বলে জানা গিয়েছে। তাঁর সেই বিতর্কের টুপিতে এই কার্বাইনধারী নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে প্রচার হল নতুন পালক।

এলাকার সিপিএম প্রার্থী শেখ খলিল মতিবুর সম্পর্কে বলেন, ‘ও নিজেই নিজেকে গরিবের বন্ধু উপাধি দিয়েছে। গত বিধানসভায় বিজেপির হয়ে দাঁড়িয়ে হেরে গিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সাড়ে চার বছর ওর দেখা মেলেনি। এখন নির্বাচনের সময় এসে দলবদল করে প্রভাব খাটাচ্ছে।’

পিঠ ঠেকেছে শহরের

তিনের পাতার পর

রাতেই দেওয়ালে পেরেক পুঁতে ফ্লেক্স, ফেস্টুন লাগিয়েছে। সকালে উঠে দেখি এই অবস্থা। যদিও এসব আমাদের কাছে নতুন নয়। পাড়ার ছেলেরাই করেছে নিশ্চয়ই। বলতে গেলে এখন ঝামেলা বেধে যাবে। রাতের অন্ধকারে বাড়িতে ইট-পাটকেল ছুড়লে, কে সামলাবে তখন?'

অথচ নিয়ম মতে এমনটা হওয়ার কথা নয়। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর বলেন, 'অনুমতি না নিয়ে কখনোই কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রচারকার্যে ব্যবহার করা যায় না। কেউ যদি অভিযোগ জানান তবে সব সরিয়ে দেওয়া হবে।'

প্রশ্নটা হল, বিড়ালের গলায় ঘণ্টাটা বাঁধবে কে? ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দার কথায়, 'আমি বাড়িতে ছিলাম না। কাজে বেরিয়েছিলাম। বাড়ির সদস্যরাও বাইরে বেড়াতে গিয়েছিল। আমি কাজ থেকে ফিরে দেখি একপাশের দেওয়ালে সিপিএমের দেওয়াল লিখন। আরেক পাশে বিজেপির, অন্যপাশে তৃণমূলের। সেইসঙ্গে পেরেক ঠুকে ফ্লেক্সও লাগিয়েছে। পাড়ায় থাকি, কাকেই বা বলব এসব।'

যদি কেউ দেওয়াল লেখার সময় টেরও পান, তাহলেও প্রতিবাদ করার সাহস পান না। ২১ নম্বর ওয়ার্ডের এক মহিলা বলছিলেন, 'ছেলেরা বাড়িতে ছিল না কেউ, সেই সময়ে দেওয়াল লিখন হচ্ছিল। আমি বাইরে যেতেই দেখলাম ওরা কাজ করছে। কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম, বাড়িতে কেউ না থাকায় ভেতরে চলে এলাম। আশপাশের বাড়ির দেওয়ালেরও তো একই অবস্থা।'

তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়ালের দাবি, তাঁরা অনুমতি নিয়েই দেওয়াল ব্যবহার করছেন। বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সহ সভাপতি মানিক আরোরা হেসে বললেন, 'মানুষ তো নিজেরাই উচ্ছ্বসিত হয়ে দেওয়াল লিখন করতে, পোস্টার সাঁটাতে বলছেন।' সোমবার শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘুরে, কথা বলে অবশ্য উলটো ছবিটাই ধরা পড়ল বেশি করে।

ভোট নাকি গণতন্ত্রের উৎসব! সেই ভোটের দেওয়াল লিখনে আপত্তি থাকলেও কেউ ভয়ে টু শব্দটি করতে পারছেন না শিলিগুড়িতে।

স্বেচ্ছামৃত্যুর

তিনের পাতার পর

মহকুমা শাসকের দপ্তরের বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'জীবনের শেষপ্রান্তে এসে এই হয়রানি আর নিতে পারছি না। স্বাধীন দেশে জন্মেও মনে হচ্ছে আমরা যেন পরাধীন। ডিটেনশন ক্যাম্পে গিয়ে পশুর মতো জীবন কাটানোর চেয়ে স্বেচ্ছামৃত্যুই শ্রেয়।'

রাজ্যের এসআইআর প্রক্রিয়ার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত ৯০ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৪৫ জনের নাম তালিকা থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। বিশেষ করে 'বিবেচনাধীন' বা 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' তালিকায় থাকা ৬০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ২৭ লক্ষেরই নাম শেষপর্যন্ত বাতিল হয়ে যাওয়ায় রাজ্যজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। তৃণমূলের দাবি, বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন এনআরসি-র জুজু দেখিয়ে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে। ভোটের মুখে মৃত্যুর আবেদন করিয়ে তৃণমূলই নোংরা রাজনীতি করছে বলে পালটা বিজেপির অভিযোগ। এই আবহে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়ায় যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে এবং যাঁদের আবেদন ট্রাইবিউনালে বিচারাধীন, তাঁদের এখনই অন্তর্বর্তীকালীন ভোটদানের সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়।

শত্রুমিত্র গুলিয়ে যায় ভোটের অঙ্কে

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে বৈষ্ণবনগর

ভোটের অঙ্ক

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ১৩ এপ্রিল : মালদা ও মুর্শিদাবাদের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা। সেই গঙ্গার জল গিয়ে মিশছে বঙ্গোপসাগরে। কিন্তু বৈষ্ণবনগর বিধানসভার মানুষের চোখের জল কোথায় গিয়ে মিশবে, তা আজও অজানা। এবারের নির্বাচনে চার-পাঁচটি রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকলেও মূল লড়াই সীমাবদ্ধ তিনটি শক্তির মধ্যে– তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি এবং জাতীয় কংগ্রেস। তবে ভোটের অঙ্ক যতটা সরল বলে মনে হয়, বাস্তবে তা অনেকটাই জটিল। কারণ, এই অঞ্চলের রাজনীতিতে স্থানীয় ইস্যুগুলিই শেষ কথা বলে।

গঙ্গা তীরবর্তী কালিয়াচক ৩ নম্বর ব্লকের বিস্তীর্ণ অংশ নিয়ে গঠিত এই বিধানসভা। বৈষ্ণবনগর ও কালিয়াচক থানার অন্তর্গত মোট ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পাঁচটি-লক্ষ্মীপুর, বীরনগর-১ ও ২, বাখরাবাদ এবং পার দেওনাপুর-শোভাপুরে গঙ্গার ভাঙন ও বন্যার ক্ষতচিহ্ন সবথেকে বেশি দগদগে। বর্ষা এলেই শান্ত গঙ্গা হয়ে ওঠে ভয়ংকর। বহু পরিবার ভিটেমাটি হারিয়েছে। পুনর্বাসনের প্রশ্নই নেই। কেউ বাঁধের ওপর, কেউ রাস্তার ধারে, কেউ বা আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। নির্বাচন এলেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা প্রতিশ্রুতির ঝাঁপি খুলে বসেন। ভাঙন রোধে স্থায়ী বাঁধ, পুনর্বাসন প্রকল্প, আর্থিক সহায়তা-সবই শোনা যায়। কিন্তু ভোট শেষ হতেই সেই প্রতিশ্রুতিগুলি যেন হারিয়ে যায় সময়ের স্রোতে।

বীরনগরের ভীমটোলার প্রবীণ বাসিন্দা তাফাজ্জল মিয়াঁর গলায় সেই হতাশাই, 'ভোট এলে সবাই আসে, আমাদের পাশে থাকার কথা বলে। আমরা ভোট দিই, তারপর সব শেষ। কেউ আর ফিরে তাকায় না।' হতাশার একই সুর লক্ষ্মীপুর থেকে বাখরাবাদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায়। মানুষ এখন আর নেতাদের কথায় বিশ্বাস রাখতে পারছেন না। এবারের নির্বাচনেও তাই গঙ্গার ভাঙন ও বন্যা রোধের ইস্যুটাই বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে। এখানে চায়ের দোকান বা যে কোনও আড্ডার ঠেকে দু'মিনিট বসলেই শোনা যাবে শিক্ষা ব্যবস্থা আর যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভের কথা। কুম্ভিরা হাইস্কুলের মাঠে একসময় কলেজ গড়ে ওঠার স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। স্থানীয়দের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই কলেজ আর তৈরি হয়নি। বর্তমানে সেখানে রয়েছে একটি মাইনরিটি হস্টেল। কুম্ভিরা এমএসকে'র শিক্ষক মণিরুল ইসলাম বলছিলেন, 'ওই কলেজটা হলে এলাকার ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য আর বাইরে যেতে হত না।' যোগাযোগ ব্যবস্থার অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। বাখরাবাদ, দেওনাপুর, শোভাপুর, পারলালপুর এই অঞ্চলের মানুষদের মালদা শহরে যেতে হলে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান ঘাট পার হতে হয়। নৌকায় যাতায়াত ঝুঁকিপূর্ণ, সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল। স্থানীয়দের অভিযোগ, ঘাটে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়া হয়। টেন্ডারের মেয়াদ শেষ হলেও নিয়ন্ত্রণের অভাব রয়েছে। যাত্রীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগও শোনা যায়। পারলালপুর ধুলিয়ানে গঙ্গার ফেরিঘাটে দাঁড়িয়ে বিড়ি ব্যবসায়ী আবু সুফিয়ান বললেন ভোগান্তির কথা, 'গঙ্গা পেরোনোই তো এক বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে বর্ষার সময় তো রীতিমতো ভয় লাগে।'

এখন তো হেলিকপ্টার মানেই হেভিওয়েট নেতা-নেত্রীর প্রচার। গত লোকসভা নির্বাচনে হেলিকপ্টারে এসে প্রচার করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারের বিধানসভা ভোটের আগে হেলিকপ্টারে চেপে সভা করতে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হেলিকপ্টার প্রসঙ্গে স্থানীয়দের মুখে উঠে আসছে পুরোনো দিনের কথা। আটের দশকে তৎকালীন রেলমন্ত্রী গনি খান চৌধুরী এই অঞ্চলে হেলিকপ্টারে চেপে এসে উন্নয়নের কাজের সূচনা করেছিলেন। স্থানীয়দের দাবি, তখনকার রাজনীতি ছিল অনেক বেশি জনমুখী। এক প্রবীণ বাসিন্দার কথায়, 'আগে হেলিকপ্টার নামত কাজের জন্য, এখন নামে ভোটের জন্য।'

আকাশপথে আসেন বড় নেতারা। তবে বৈষ্ণবনগরের মাটির রাজনীতি শুধু লড়াইয়ের নয়, সমঝোতারও। পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের সময় প্রতিপক্ষ দলগুলি একসঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নিচ্ছে। ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১২টিতেই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান থাকলেও উপপ্রধান বিজেপির। আবার কোথাও কংগ্রেসের প্রধান, বিজেপির উপপ্রধান। কোথাও আবার কংগ্রেস ও সিপিএম যৌথভাবে বোর্ড গঠন করেছে। পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রেও একই ছবি। কালিয়াচক-৩ ব্লকে সভাপতি তৃণমূল কংগ্রেসের হলেও সহ সভাপতি বিজেপির।

জয়েনপুর-রাজাবাজারে চায়ের আড্ডায় এই প্রসঙ্গই ঘুরছে বারবার। আলতাফ মিয়াঁ, সুব্রত সরকার, রতন ঘোষদের মতো সাধারণ ভোটাররা বলছেন, আমরা মারামারি করছি, কেস খাচ্ছি, জেলে যাচ্ছি। আর নেতারা শেষে একসঙ্গে বসে ক্ষমতা ভাগ করে নিচ্ছেন।

সমঝোতার সঙ্গে জাতিগত রাজনীতির সমীকরণও এখানে প্রবল। বাসিন্দাদের একটা বড় অংশই চাঁই সম্প্রদায়ের। তাঁরা যেদিকে ঝুঁকবেন, ভোটের হাওয়াও সেদিকেই বইবে। একথা জেনেবুঝে নেতারাও জাতিগত তাস খেলেন হামেশাই। খালি ভোটাররা বুঝতে পারেন না, নেতাদের দেওয়া আশ্বাসের পালে প্রতিশ্রুতির বাতাস লাগবে কবে।

বৈষ্ণবনগরের পার লালপুর ফেরিঘাট। সোমবার।

প্রশ্নের মুখে কমিশনও

তিনের পাতার পর

এদিন শুনানির শুরুতেই তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ তথা বর্ষীয়ান আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে সওয়াল করেন। তিনি আর্জি জানান, আগামী ২৩ এপ্রিল রাজ্যে প্রথম দফার ভোটগ্রহণের আগে প্রয়োজনে একটি সাপ্লিমেন্টারি বা অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করা হোক, যাতে যে লক্ষ লক্ষ ভোটারের নাম এখনও 'বিচারাধীন' হিসেবে রয়েছে, তাঁরা ভোটদানের সুযোগ পান। কিন্তু প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত সেই আবেদন সরাসরি খারিজ করে দেন। ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট করে দেয়, ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া যে ৩৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ১৭৪ জন মানুষের আপিল ট্রাইবিউনালে বিচারাধীন রয়েছে, তাঁরা আবেদন করার সঙ্গে সঙ্গেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অনুমতি পাবেন না। আদালতের সাফ কথা, ভোটাধিকার কোনও 'স্বয়ংক্রিয়' প্রক্রিয়া নয় যে আপিল করলেই তা পাওয়া যাবে।

এদিন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী তাঁর পর্যবেক্ষণে জানান, এই দেশে জন্মানো যে কোনও মানুষের কাছেই ভোটাধিকার শুধুমাত্র একটি সাংবিধানিক অধিকার নয়, এটি একটি আবেগের বিষয়ও বটে। কেউ ভোটার তালিকায় না থাকলে তাঁর কথা ভুলে গেলে চলবে না। কিন্তু একইসঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আদালত জানিয়েছে, ১৯টি ট্রাইবিউনালে বর্তমানে প্রায় ৩৪ লক্ষের বেশি আপিল জমা পড়ে রয়েছে। প্রতিটি ট্রাইবিউনালের ওপর এক লক্ষেরও বেশি মামলার বিপুল বোঝা। প্রাক্তন বিচারপতিদের মাধ্যমে পরিচালিত এই ট্রাইবিউনালগুলিকে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বাড়তি চাপে ফেলা এই মুহূর্তে ঠিক নয়।

আদালত আরও জানিয়েছে, ৯ এপ্রিলের মধ্যে যাঁদের আপিল নিষ্পত্তি হয়েছে, তাঁদের নামই শুধু তালিকায় যুক্ত করা সম্ভব। বিচারাধীন অবস্থায় কাউকে ভোট দেওয়ার অনুমতি দিয়ে নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে জটিল করতে চায় না শীর্ষ আদালত। বিচারপতি বাগচীর কথায়, 'আমাদের দু'পক্ষের যুক্তিই মাথায় রাখতে হবে। ভোটার যেন দুটি সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষের জাঁতাকলে পিষ্ট না হন।' সব মিলিয়ে, সুপ্রিম কোর্টের এদিনের নির্দেশের পর লক্ষ লক্ষ মানুষের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দেওয়া কার্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। এখন আপিল ট্রাইবিউনালের দ্রুত নিষ্পত্তির ওপর নির্ভর করছে তাঁদের গণতান্ত্রিক ভাগ্য।

হুমকি

কিশনগঞ্জ, ১৩ এপ্রিল : কিশনগঞ্জ সিভিল কোর্টে ফের বোমা বিস্ফোরণের হুমকি ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। সোমবার সকালে সিভিল কোর্টের সরকারি ই-মেলে আদালত চত্বর বোম মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি বার্তা আসে। এর আগেও দু'বার একই ধরনের হুমকি এসেছিল এই আদালতে।

ফের প্রতারণা

তিনের পাতার পর

ধৃতদের এদিনই শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

সোমবার ভোরে আটক করার পর দফায় দফায় ওই তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। চিনের সঙ্গে যোগসূত্রের খবর পেয়ে ছুটে আসেন পুলিশের পদস্থ কর্তারাও। সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশের একটি টিম দীর্ঘক্ষণ ওই তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

এদিকে, শনিবার রাতে ক্রিপ্টোকারেন্সির আড়ালে চালানো চক্রের আটজনকে নিবেদিতা রোডের একটি আবসনের ফ্ল্যাট থেকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। ওই চক্রের সঙ্গে হুসানদিনের চক্রের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা নিয়েও তদন্ত করছে পুলিশ। শনিবার রাতে গ্রেপ্তারের পর পুলিশ হেপাজতে আসা দুজনকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। তদন্তকারীদের কথায়, দুই ক্ষেত্রেই মোড অফ অপারেশন একই ধরনের। তবে শনিবার রাতের অভিযানে গ্রেপ্তার হওয়া চক্র টেলিগ্রাম ব্যবহার করত। সোমবার ভোরে পাকড়াও চক্র অ্যানড্রয়েড প্যাকেজ কিট (এপিকে) ফাইল ব্যবহার করছিল। চিনের ট্রেডিং এজেন্সির মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সি কিনে একই পদ্ধতিতে ভাড়ায় নেওয়া অ্যাকাউন্টে দিয়ে ইনভেস্টরের অপেক্ষা করা হত। শনিবার রাতে পাকড়াও হওয়া চক্রের সঙ্গেও আন্তর্জাতিক যোগ রয়েছে কি না, সেটা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। সাধারণত, এই ধরনের চক্রে আন্তর্জাতিক যোগ থেকেই যায়। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ওয়েস্ট জোনের দায়িত্বে থাকা ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমরা এই চক্রের গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করছি।'

বিলাসবহুল ওই রিসর্টের রুমে অভিযান চলাকালীন পাঁচটি মোবাইল ফোনও উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, উজ্জ্বল সরকার ও নির্মল পাল মূলত সাধারণ মানুষকে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে অ্যাকাউন্ট ভাড়ায় নিত। এরপর সেই অ্যাকাউন্টের নম্বর হুসানদিনের কাছে দিত। এই কাজের সূত্র ধরে প্রায় সময়ই হুসানদিনের উত্তরবঙ্গে যাতায়াত ছিল বলে মনে করছে পুলিশ।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে পরপর দুটো ডিজিটাল চক্রের হদিস অন্য আশঙ্কা তৈরি করেছে পুলিশের মনে। দুই চক্র মিলিয়ে ১১ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। তাদের মধ্যে মাত্র দুজন শহরের। বাকি নয়জনের মধ্যে আটজন ডুয়ার্সের ও একজন হরিয়ানার। সোমবার ভোরে পাকড়াও হওয়া চক্রের সদস্যরা শালবাড়ির বিলাসবহুল রিসর্টে পাঁচদিন ধরে ভাড়া নিয়েছিল। এই ধরনের চক্রের কাজ হয় মোবাইলের মাধ্যমে। তাই শহর শিলিগুড়িতে এভাবে বাইরের থেকে আসা মানুষজন সাইবার প্রতারণার ঘাঁটি গেড়ে বসলে পুলিশের পক্ষে ধরা খুবই কঠিন। এই পরিস্থিতিতে কোনও হোটেল রুম বা বাড়িভাড়া দেওয়ার আগে পুলিশের কাছে সম্পূর্ণ তথ্য দেওয়া ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলছেন, 'হোটেল ভাড়া কিংবা ঘর ভাড়া কেউ নিতে এলে সে সংক্রান্ত তথ্য পুলিশে জানানো অত্যন্ত প্রয়োজন। সন্দেহজনক কিছু মনে হলেই পুলিশে জানানো উচিত। আমরা এব্যাপারে নিয়মিত সচেতনতা চালাচ্ছি। সাধারণ মানুষকেও আরও সচেতন হতে হবে।'

বৈশাখী উপলক্ষ্যে বিকিকিনি। জম্মুতে। সোমবার। -পিটিআই

দিল্লিতে গ্রেপ্তার আইপ্যাক কর্তা

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল : বিধানসভা নির্বাচনের উত্তাপের মধ্যেই বড় পদক্ষেপ করল ইডি। কয়লা চুরি মামলায় রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাক-এর ডিরেক্টর ও সহ প্রতিষ্ঠাতা ভিনেশ চান্ডেলকে সোমবার দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়লা পাচার ও খনি দুর্নীতি মামলায় আর্থিক তছরুপের অভিযোগেই চান্ডেলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পিএমএলএ'র আওতায় হেপোজতে নেওয়া হবে। ইডি'র দাবি, এই কেলেঙ্কারি থেকে প্রায় ২০ কোটি কালো টাকা হাওলাচক্রের মাধ্যমে আইপ্যাকের অ্যাকাউন্টে পৌঁছেছিল।

গত ২ এপ্রিল দেশজুড়ে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়। হায়দরাবাদ, দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু, বিজয়ওয়াড়া এবং রাঁচি- এই ছয়টি শহরের মোট ১১টি ঠিকানায় একযোগে এই অভিযান চলে। তল্লাশি চালানো হয় আইপ্যাকের অফিস, সংস্থার পরিচালকদের বাড়ি এবং আইপ্যাকের সঙ্গে যুক্ত একাধিক সংস্থার দপ্তরে।

তদন্তকারীদের দাবি, এই অভিযানের সময় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি ও প্রমাণ উদ্ধার হয়েছে, যা আর্থিক তছরুপ এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক হাওলা লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রী ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং সেগুলি খতিয়ে দেখছে ইডি। তদন্ত এগোলে আরও গ্রেপ্তারি হতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে ইডি সূত্রে। গত জানুয়ারি মাসে কলকাতায় আইপ্যাকের দপ্তর এবং ডিরেক্টর প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশি চালানো ঘিরে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই সময় ঘটনাস্থলে নিজে পৌঁছে যান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনায়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি, এনআইএ এবং সিবিআই-এর মতো সংস্থাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।'

রাজ্যে বাড়ল পুলিশ পর্যবেক্ষক

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনকে হিংসামুক্ত করতে আরও একজন কেন্দ্রীয় পুলিশ পর্যবেক্ষককে রাজ্যে পাঠাতে চলেছে কমিশন। ইতিমধ্যেই রাজ্যে কেন্দ্রীয় পুলিশ পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে রয়েছেন প্রাক্তন আইপিএস এনকে মিশ্র। দ্বিতীয় এই কেন্দ্রীয় পুলিশ পর্যবেক্ষক ওড়িশা ক্যাডারের প্রাক্তন আইপিএস এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। এদিকে সোমবারই রাজ্যের ভোট প্রস্তুতি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দেখতে পৌঁছেছেন উপ নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। উত্তরবঙ্গে গেলেন ডেপুটি ডিরেক্টর অপূর্ব কুমার সিংহ।

সোমবার থেকে তিন দিনের সফরে দুই দলে ভাগ হয়ে রাজ্য সফর শুরু করলেন তাঁরা। অন্ডাল বিমানবন্দরে নেমে জ্ঞানেশ ও তাঁর টিম প্রথমে বীরভূমে যান। জেলাশাসকদের দপ্তরে বৈঠক করেন। চলতি সফরে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা এবং কলকাতায় আধিকারিকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন জ্ঞানেশ। রাতে মুর্শিদাবাদে পৌঁছে জেলাশাসকের দপ্তরে বৈঠক করার পর মঙ্গলবার তাঁর নদিয়া যাওয়ার কথা। অপূর্বের নেতৃত্বাধীন টিমটিও এদিন আলিপুরদুয়ারে পৌঁছে গিয়েছে। সেখানে রাজাভাতখাওয়ায় জেলা প্রশাসনিক দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর জেলার বেশ কয়েকটি এলাকা পরিদর্শন করেন তাঁরা। আলিপুরদুয়ার ছাড়া কোচবিহার, দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে গিয়ে পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখবেন কমিশনের এই প্রতিনিধিদলটি। সোমবারই রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ভয়মুক্ত ভোট করাতে কমিশনের ৮টি পদক্ষেপ কতটা কার্যকর হয়েছে তার বিস্তারিত খতিয়ান পেশ করা হয়েছে। সেই তথ্যেই এবার উত্তর কলকাতায় ক্রিটিকাল ও অতিস্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা দক্ষিণ কলকাতার তুলনায় বেশি।

ধৃত ২

কিশনগঞ্জ, ১৩ এপ্রিল : সোমবার সকালে কোচাধামন থানার পুলিশ ৩২৭ই জাতীয় সড়কের চারঘরিয়া আবগারি চেকপোস্টে নাকা চেকিং চলাকালীন গাড়ি থেকে ৩০ হাজার নগদ সমেত প্রায় ২৬৫ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করে। গাড়ি সহ দুই পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হলেন রোহিত চৌধুরী ও ছোটু। রুইধাসা মহল্লার বাসিন্দা রোহিত কিশনগঞ্জ জেলার বিজেপির যুব মোর্চার ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি পূর্বে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন সংঘ পরিবারের লোকজন। এদিন সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এক ছবিতে দেখা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি বিজেপির এক অনুষ্ঠানে বিহারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গল পান্ডের থেকে প্রশংসাপত্র নিচ্ছেন (এই ছবির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। কিশনগঞ্জ আদালতের নির্দেশে ধৃতদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে কিশনগঞ্জ জেলে পাঠানো হয়েছে।

লাইফলাইনে

তিনের পাতার পর

জবাব দিতে দেরি করেননি পোপও। তিনি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে বিতর্কে জড়ানোর কোনও ইচ্ছা আমার নেই। আমি রাজনীতি করতে আসিনি, শান্তির বার্তা দিতে এসেছি।'

এদিন হরমুজে মার্কিন পদক্ষেপের জবাবে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জটিল সমীকরণ তুলে ধরেছেন ইরানের স্পিকার মহম্মদ বাঘের গালিবাফ। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি গাণিতিক সংকেতের মাধ্যমে আমেরিকাকে সতর্ক করে জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালীতে মার্কিন চাপ যত বাড়বে, বিশ্ববাজারে তেলের দাম তার তুলনায় কয়েকগুণ বেশি হারে বৃদ্ধি পাবে।

এটি সাধারণ মূল্যবৃদ্ধি নয়, বরং একটি অভাবনীয় অর্থনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনবে। গালিবাফ কটাক্ষ করে লিখেছেন, 'আমেরিকাবাসী আপাতত সস্তায় পেট্রোল কেনা উপভোগ করুন। অবরোধ শুরু হলে ৪-৫ ডলারে পেট্রোল পাওয়া আপনাদের কাছে অতীতের স্মৃতি হয়ে যাবে।'

বর্তমানে বিশ্ববাজারে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে। ব্রিটেন হরমুজ অবরোধে অংশ না নেওয়ার কথা জানালেও মার্কিন নৌবাহিনী সাফ জানিয়ে দিয়েছে, কোনও ইরানি জাহাজ বা যারা ইরানকে শুল্ক দিয়ে যাতায়াত করবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সব মিলিয়ে শান্তি বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর পৃথিবী এখন এক ভয়াবহ জ্বালানিসংকট ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে।

ভোট-চড়কের বড়শিবিদ্ধ ঘাসফুল

প্রথম পাতার পর

নেপালিভাষী প্রার্থীতে যে তাঁদের ঘোর আপত্তি। তাঁকে একটিও ভোট নয়, মনস্থির করেছেন তাঁরা।

এতদিনের সহাবস্থানের পর এই বিবাদের কথায় ছেকামারিতে বোড়োভাষী এক দোকানদার বলেন, 'আমরা বড় ভয়ে আছি। দিনকাল খারাপ। সবার সঙ্গে সবার লড়াই।' আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটায় আবার অন্য ছবি। আলিপুরদুয়ার শহরের কাছে ঘরঘরিয়ায় গলায় গেরুয়া উত্তরীয় পরে ঘুরছিলেন যে তরুণ, তাঁর কথায়, 'প্রার্থী পরিতোষ দাস আমাদের পছন্দ নয়। ব্যবহার ভালো নয়। কিন্তু আমরা তাঁকে জেতাবই।' আলিপুরদুয়ার শহরে দেবীনগরে এক দোকানদারও বললেন, 'বিজেপি প্রার্থী পছন্দ নয় বলে তো তৃণমূলকে ভোট দিতে পারি না।'

সবসময় সাদা জামা পরেন তৃণমূল প্রার্থী সুমন কাঞ্জিলাল। সাদামাঠা পোশাক। মুখে হাসি লেগেই থাকে। বিনয়ী। কিন্তু তাঁকে সামলাতে হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক তকমার বাউন্সার। তৃণমূলে তাঁর শত্রু বড় কম নয়। শিলতোর্ষা সেতুর দক্ষিণ পাড়ে শালকুমারহাটের এক তৃণমূল কর্মীর কথায়, 'সুমনদা আমাদের জন্য বাঁধের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিন্তু ওঁর বিরুদ্ধে আমাদের কিছু নেতা প্রচার করছেন, বিজেপি ছেড়ে এসেছিলেন সুমনদা। রাজ্যে বিজেপির মন্ত্রীসভা হলে উনি নাকি আবার ওই দলে ফিরে যাবেন।'

ওই বেসুরো নেতারা আবার প্রকাশ্যে সুমনের প্রচার করছেন। স্থানীয় বিজেপি নেতা-কর্মীরাও আর কোনও শর্তে সুমনকে ফেরাতে চান না। আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রে একমাত্র সিপিএম প্রার্থী শ্যামল রায় বাম ভোট ধরে রাখতে মরিয়া। কিছুটা সাড়াও পাচ্ছেন। কিন্তু ফালাকাটায় সেই জোশ নেই। বামের ভোট আবারও রামে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা।

প্রায় ৬০ খানা চা বাগান আলিপুরদুয়ার জেলায়। তিনখানা বিধানসভা কেন্দ্রে নির্ণায়ক শক্তি চা শ্রমিকের ভোট। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বলে কিছু নেই। বাধ্য হয়ে কোহিনুর চা বাগানের শ্রমিকরা অন্য সুবিধা ত্যাগ করে শুধু মজুরি নিয়ে কাজ করার শর্ত মেনে নিয়েছেন। মাঝেরডাবরি চা বাগানের প্রবেশপথের সামনে সুমিত্রা শোনালেন, মোদি বলে গিয়েছেন, বিজেপি জিতলে অসমের মতো মজুরি বেড়ে যাবে এখানে। এই আলোচনাতেও চায়ের সবুজ বাগানে পদ্মের বাতাস।

এথেলবাড়ি মোড়ে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের এক নিষ্ক্রিয় শ্রমিক নেতা আক্ষেপ করলেন, 'বিজেপির এই প্রচারকে মোকাবিলা করার অস্ত্র ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। আমাদের নেতারা শুধু কীভাবে দু'পয়সা হবে- সেই ধান্দায় ঘোরেন। শ্রমিকরা আমাদের কথা মানবেন কেন?' ওই শ্রমিক নেতার কথায়, 'আন্দোলন-সংগঠন করলে শ্রমিকরা পাশে থাকেন। মুখ্যমন্ত্রী যদি অ্যাড হক মজুরি বাড়িয়ে দেন, কলকাতায় বসে বোনাস ঘোষণা করে দেন, তাহলে আন্দোলন হবে কীভাবে!'

কাদম্বিনী, মালঙ্গী, তাসাটি, জয়ন্তীর মতো ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা অনেক চা বাগানে অতীতের লালদুর্গ এখন ভেঙে তছনছ। কিছুদিন তৃণমূলকে যাচাই করে অনেক বাগানে এখন জয় শ্রীরাম ধ্বনি। কাদম্বিনীর কালী মন্দির, তাসাটির হনুমান মন্দিরের মতো বাগানে বাগানে নানা মন্দিরকে কেন্দ্র করে ব্যাপক তৎপরতায় তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি ধসিয়ে দিয়েছে আরএসএস- রহিমপুর মোড়ে কথাগুলি বলছিলেন এক ট্রাক মালিক।

তাঁর কথায়, 'শুধু রামনবমী বা হনুমান জয়ন্তীতে এলে দেখবেন, ইয়াং ছেলেমেয়েদের জোশ কী! এই জোশে চা বাগানের দুরবস্থা নিয়ে কেউ আলোচনাই করে না। ভগবানে ভরসা সবাই করে। কিন্তু নিজেরটা সবাই আদায় করে। এখন চা বাগানে আদায় করার লোক নেই। ছেলেমেয়েরা বিশ্বাস করছে, হিন্দু রাজত্ব হলেই সুখ আসবে।'

লঙ্কাপাড়ায় ২০২৫-এর জানুয়ারিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চা সুন্দরী প্রকল্পে ১১৭টি আবাসনের উদ্বোধন করেছিলেন। চাবি দেওয়া হয়েছিল শ্রমিকদের। এখনও আবাসনগুলি তালাবন্ধ। পাশের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ধনমায়া নেপালি ভাষায় বললেন, 'চাবি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কারেন্ট নাই, জলের ব্যবস্থা নাই। লোকগুলি থাকবে কেন!' কাছে ডাম্পারের বিরাট স্ট্যান্ড যেন। সেখানেও আরেকটি চা সুন্দরী প্রকল্প দুঃস্বপ্নের আবাসন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রামঝোরা চা বাগান বন্ধ। রামঝোরা বাজারের ব্যবসায় তাই মন্দা। এক দোকানদার দেখালেন, দলে দলে মেয়ে-পুরুষ পিকআপ ভ্যান ভর্তি করে অন্য বাগান থেকে কাজ করে ফিরলেন। পাশে দাঁড়ানো শংকর মাহালি বলে উঠলেন, 'আমাদের বাবা-মায়েরই স্থায়ী কাজ নাই। আমরা কী পাব। আমাদের ভরসা দিল্লি, মহারাষ্ট্র।'

বিভাজনের সমীকরণ তৃণমূলকে যে পিছিয়ে দিচ্ছে, তা একান্ত আলাপচারিতায় মানছেন দলের বহু নেতা। এই সমীকরণে কুমারগ্রাম, কালচিনি, আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা কেন্দ্রে এবারের ভোটে জোড়াফুলের আবাদ করা বড় কঠিন। ফালাকাটায় বিজেপি প্রার্থী, দলের বড় নেতা দীপক বর্মনকে অনেকের অপছন্দ। তাঁর নাকি টিকি মেলা ভার। বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকায় নাকি কিছুই করেননি।

রাইচেঙ্গার চাষি অনন্ত দাস তাও বিজেপিকে ভোট দেবেন। মহাসড়কের জন্য জমি দিয়ে তাঁর মতো অনেকে লাখ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। কেউ কেউ কোটিপতি। তাঁদের বিশ্বাস, কেন্দ্রের বদান্যতায় এই মহাপ্রাপ্তি। তার ঋণ শোধ করতে হবে তো! মাদারিহাট কেন্দ্রে গত উপনির্বাচনে জিতে তৃণমূলের জয়প্রকাশ টোপ্পো সব প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেননি বটে। অভিযোগও কম নয়।

কিন্তু প্রার্থী নিয়ে পদ্মের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ও জনগোষ্ঠীগত সমীকরণের অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার জন্য কেন্দ্রটিতে মরিয়া তৃণমূল। অন্তত আলিপুরদুয়ার জেলায় শেষ গড় রক্ষা করার চেষ্টা। ৫টা আসনের ৪টিই বিজেপির। তবু কথায় আছে না- আশায় বাঁচে চাষা...।

নিরাপত্তার কড়া নির্দেশ

তিনের পাতার পর

রবিবার রাতে জিজ্ঞাসাবাদের পর কংগ্রেস প্রার্থী সায়েম চৌধুরীকে ছেড়ে দিলেও ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি আসিফ শেখ ও শ্রমিক সংগঠনের জেলা সদস্য সারদাফ হোসেনকে গ্রেপ্তার করে। রবিবার আলিনগর পঞ্চায়েত এলাকায় ভোট প্রচারের সময় সায়েমকে আটক করা হয়। তার পরেই ছাত্র নেতা আসিফ শেখ ও শ্রমিক সংগঠনের নেতা সারদাফকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সায়েমকে ছেড়ে দেওয়া হলেও তদন্তকারীরা তাঁর মোবাইল ফোনটি বাজেয়াপ্ত করেন। ঘটনায় কংগ্রেস ক্ষোভ জানিয়েছে। তারা এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে। শাসক শিবির অভিযোগ মানতে চায়নি।

মোথাবাড়ি কাণ্ডের তদন্তভার হাতে নেওয়ার পর এনআইএ আধিকারিকরা রবিবার থেকে ধরপাকড় শুরু করেছেন। রবিবার দুপুরে অচিনতলা স্ট্যান্ড থেকে আইএসএফের পঞ্চায়েত সদস্য গোলাম রব্বানিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপরই সায়েম সহ তিন কংগ্রেস নেতাকে এনআইএ তাদের ফরাক্কার অফিসে নিয়ে যায়। সেখানেই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত তিনজনকে সোমবার এনআইএ'র বিশেষ আদালতে তোলা হয়। বিচারক ধৃতদের জামিনের আবেদন খারিজ করে তাঁদের ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত এনআইএ হেপাজতের নির্দেশে দিয়েছেন। ধৃতদের কাছ থেকে পাঁচটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেগুলি ইতিমধ্যেই স্লিপার সেলে পাঠানো হয়েছে। রবিবারই ঘটনার মূল চক্রান্তকারীকে জালে তোলা হয়েছে বলে আদালতে অন্তর্বর্তী তদন্ত রিপোর্ট জমা দিয়ে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্য ভাটি জানান। সুপ্রিম কোর্ট মোথাবাড়ি কাণ্ডকে নিছক আইনি মহড়া হিসেবে দেখতে নারাজ। অভিযুক্তদের সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দলের নাড়ির টান আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে আদালত এনআইএ'কে নির্দেশ দিয়েছে।

অন্যদিকে, কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি দুলাল শেখ বলেন, 'ঘটনার দিন আসিফ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তৃণমূলের ষড়যন্ত্রের কারণেই এমনটা করা হয়েছে বলে আমরা মনে করছি।' তৃণমূল প্রার্থী নজরুল ইসলামের বক্তব্য, 'এনআইএ একটি স্বতন্ত্র তদন্তকারী সংস্থা। তাদের প্রভাবিত করার ক্ষমতা আমাদের নেই। কংগ্রেস এই অভিযোগ তুলে নিজেদেরই ক্ষতি করছে।' নজরুলের আরও দাবি, 'কংগ্রেস ও বিজেপি মোথাবাড়ি কেন্দ্রে তৃণমূলকে হারানোর ষড়যন্ত্র করছিল। কে তাদের পাশে রয়েছে তা মানুষ সবই বুঝতে পারছে।'

কংগ্রেস প্রার্থী বলেন, 'রবিবার সকালে আমি আলিনগর এলাকায় প্রচার করছিলাম। সেই সময় এনআইএ আধিকারিকরা আমার গাড়ির সামনে উপস্থিত হন। প্রচার শেষে দেখা করব বলে আমি ওঁদের জানাই। কিন্তু ওঁদের সিনিয়াররা অপেক্ষা করছেন বলে ওই আধিকারিকরা আমাকে জানান। আমাদের ওই অফিসে নিয়ে গিয়ে ভদ্র ব্যবহার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের পর আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার মোবাইল ফোন নিয়ে নেওয়া হয়। আমার একটাই সিম কার্ড। তাতেই আমার সমস্ত খুঁটিনাটি রয়েছে। বিষয়টি ওঁদের বোঝানোর চেষ্টা করা হলেও ওঁরা মানতে চাননি।'

সায়েমের অভিযোগ, 'আমি এতদিন দেখেছি এনআইএ-কে মূলত বিজেপি প্রভাবিত করে থাকে কিন্তু রবিবার আমার মনে হয়েছে মোথাবাড়ির ঘটনায় এনআইএ'র তদন্তের সঙ্গে তৃণমূলের উর্ধ্বতন নেতৃত্ব এবং তৃণমূলের প্রার্থীর কোথাও না কোথাও একটা যোগাযোগ রয়েছে। পায়ের তলার মাটি সরে যাওয়ার কারণেই ওরা এভাবে চক্রান্তে শামিল হয়েছে।'

ছোট্ট তারা

নির্মলা কনভেন্ট স্কুলের ছাত্রী তৃষিকা মহন্ত আবৃত্তিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সকলের নজর কেড়েছে। নাসারির এই খুদের আগ্রহে খুশি স্কুলের শিক্ষকরা।

ল্যাপটপে সিঁদুরের ফোঁটা

এখন ডিজিটাল বিপ্লব চলছে। সেই বিপ্লবে পুজোর সময় খাতার ওপরে সিঁদুরের ফোঁটা এখন পৌঁছে গিয়েছে কম্পিউটারের ওপরে। অনেক দোকানেই হিসেব রাখা হয় ডিজিটালি। তাই তাঁরা নিজেই বলে দেন দোকানের কম্পিউটার বা ল্যাপটপেই সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে দিতে।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : আধুনিকতার প্রবল চাপে বাঙালির নববর্ষ আজ অনেকটাই ভোল বদলেছে। এককালে পয়লা বৈশাখ মানেই ছিল বাড়ির সুস্বাদু ব্যঞ্জন আর তার গন্ধে আমোদিত সাবেকি হেঁশেল, যা এখন থিম লাঞ্চ-ডিনার আর রেস্তোরাঁ নির্ভরতায় ফিকে হয়ে আসছে। নিম-বেগুন থেকে শুরু করে চালতার চাটনি কিংবা ঘরোয়া ছানার ডালনা, বোরোলি মাছ ভাপা, আড় সর্ষে পোস্তর মতো ছোট ছোট বহু পদ এখন নববর্ষে ঘরোয়া মেনু থেকে প্রায় উধাও। তবে শুধু রান্না নয় উৎসবের সংজ্ঞায় কর্পোরেট ছোঁয়া লাগায় বাঙালির চিরাচরিত রীতিনীতিগুলিও এখন অনেকটাই পালটে গিয়েছে। এখন সকলেই ভীষণ ব্যস্ত, এই ব্যস্ততায় হয়তো দোকানে পুজোয় স্বস্তিক চিহ্ন দেওয়ার সময়টুকু হয় না, তার বদলে পাঁচটা সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে কাজ সেরে ফেলা হয়। শুভ লাভ লেখাটাও যেন অনেক কম। এখন খাতায় হিসেবনিকেশের পাট চুকিয়ে তা কম্পিউটারবন্দি বহু দোকানেই। সেই দোকানগুলোতে খাতা ছেড়ে সিঁদুরের ফোঁটা সোজা উঠছে কম্পিউটারের গায়ে। এমন ছোট ছোট নানা পরিবর্তনে এখন অনেকটাই বদলে গিয়েছে উৎসবের মেজাজ।

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী বলছিলেন, 'পয়লা বৈশাখ মানেই একসময় বহু বাড়ির রীতি ছিল সকালসকাল বাজার থেকে জোড়া ইলিশ এনে সেই ইলিশকে ধান-দূর্বা দিয়ে বরণ করা। সেদিন ওই ইলিশটাই রান্না হত বাড়িতে। লাউপাতা দিয়ে ভাপা ইলিশ হত আমাদের বাড়িতে। এখন তো জোড়া ইলিশ বাড়িতে আনাটাও অনেকটা ব্যয়সাপেক্ষ। লাউপাতা দিয়ে সেই ভাপা ইলিশ এখন আর হয় না।'

হিলকার্ট রোডের বাসিন্দা শিউলি চক্রবর্তী বলছিলেন, 'পয়লা বৈশাখে আগে তো আমাদের বাইরে খেতে যাওয়ার নিয়ম ছিল না। বাড়িতেই তৈরি হত নানা পদ। আমার মনে আছে বাড়িতে সেদিন মাছের নানা পদ তৈরি হত। ডালের সঙ্গে খাওয়ার জন্য পাঁপড় না ভেজে বরং চুনো মাছের চচ্চড়ি করে নেওয়া হত। মাছগুলোকে হালকা আঁচে ভেজে নিয়ে তুলে রাখা হত। কড়াইয়ে কালোজিরে, কাঁচালংকা ফোড়ন দিয়ে তাতে পেঁয়াজ দিয়ে ছোট ছোট করে কেটে রাখা আলু ওর মধ্যে দিয়ে দিতাম। এরপর কাঁচালংকা এবং একটু শুকনো লংকা বাটা দিয়ে নেড়েচেড়ে তারপর ভাজা মাছগুলো ওই মশলায় দিয়ে একটু ঢেকে রেখে কিছুক্ষণ বাদে মাখা মাখা অবস্থায় নামিয়ে নিতাম। ডালের সঙ্গে এটা আগে খুব খাওয়া হত।' শিউলি বলেন, 'আবার বোরোলি মাছের ভাপাও নববর্ষে হত বাড়িতে। এটা আরও সহজ। বোরোলি মাছগুলোকে তেল, লংকা, লবণ, হলুদ, লংকাগুঁড়ো সব দিয়ে মেখে কলাপাতায় মুড়ে নিভু নিভু আঁচে কড়াইতে জল দিয়ে তার ওপর ছিদ্রযুক্ত থালা বা পাত্র বসিয়ে কড়াই দিয়ে ঢেকে ভাপিয়ে নিলেই বোরোলি ভাপা তৈরি হয়ে যায়। এটাও খেতে দারুণ। এখন এই রান্নাগুলো খুব একটা হয় না।'

লেকটাউনের সুদীপ্তা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সবাই এখন স্পেশাল দিনগুলোতে বিরিয়ানির দিকে ঝোঁকে। তবে রেস্তোরাঁগুলো দেখছি নববর্ষের দিনে বেশ বাঙালিয়ানা মেনুর ব্যবস্থা করে। আমি কখনও যাইনি। এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। নববর্ষে যেটা আগে বহু বাড়িতেই হত সেটা হল কাঁচা আম দিয়ে শোল মাছের পাতলা টক ঝোল। শোল মাছকে টুকরো করে কেটে নুন-হলুদ মাখিয়ে সর্ষের তেলে ভেজে উঠিয়ে রাখতে হবে। এরপর কাঁচা আম ফালি করে লম্বা করে কেটে ভাপিয়ে নিতে হবে। এরপর কড়াইতে কালোজিরে, কাঁচালংকা ফোড়ন দিয়ে আমের টুকরোগুলো দিয়ে দিতে হবে। নুন, হলুদগুঁড়ো দিয়ে নাড়াচাড়া করে আমগুলো একটু নরম হয়ে এলে তাতে কিছুটা জল দিয়ে দিতে হবে। জল ফুটে উঠলে তাতে ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিতে হবে। ঝোল প্রায় হয়ে এলে সামান্য চিনি দিতে হয় এতে, ভারসাম্য বজায় থাকে। সহজেই তৈরি হয়ে যায় এই শোল-আম। বহুবছর হয়ে গেল আমি নিজেও রাঁধিনি এটা।'

শুধু রান্নায় নয়, কিছু নিয়মেও এখন অনেক বদল চলে এসেছে। পেশায় পুরোহিত বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী বলছিলেন, 'এখন ডিজিটাল বিপ্লব চলছে। সেই বিপ্লবে পুজোর সময় খাতার ওপরের সিঁদুরের ফোঁটা এখন পৌঁছে গিয়েছে কম্পিউটারের ওপরে। অনেক দোকানেই হিসেব রাখা হয় ডিজিটালি তাই তাঁরা নিজেই বলে দেন দোকানের কম্পিউটার বা ল্যাপটপেই সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে দিতে। খাতার প্রচলন নেই অনেক জায়গাতেই। দোকানে লম্বা করে আমপাতা দিয়ে কদমফুল লাগানোর প্রচলনটাও এখন অনেকটা পালটে গিয়েছে। পুরোহিতরাও অনেক সময় তাড়াহুড়োয় স্বস্তিক চিহ্ন না একে সিঁদুরের পাঁচটা ফোঁটা দিয়ে দেন। এভাবেই কিছু ছোট ছোট বদল এসেছে পুরোনো নিয়মেও।'

আশ্রমপাড়ায় গালামালের বড় ব্যবসা রয়েছে উদয় সাহার। বলছিলেন, 'নববর্ষের মিষ্টির প্যাকেট যে শুধু হালখাতা করতে এলেই কেউ পেতেন তা নয়। কে কে মিষ্টির প্যাকেট পাবেন তার লিস্ট তৈরি হত আগে। যাঁদের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল তাঁদের অনেকেই ব্যস্ততায় আসতে পারতেন না। দোকানের কর্মীকে দিয়ে সাইকেলে ব্যাগ চাপিয়ে তাঁদের প্রত্যেকের দোকানে সেই মিষ্টির প্যাকেট পাঠানো হত। আবার আমার দোকানেও অনেকে প্যাকেট পাঠিয়ে দিতেন। এই আন্তরিকতাটা তখন ছিল।'

নববর্ষের আগে সব সবুজ সবজির দাম বেড়েছে বিধান মার্কেটে। ছবি : দীপ্তেন্দু দত্ত

পয়লা বৈশাখের আগে সবজির দামে আগুন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : বাংলা নববর্ষের আগে হঠাৎ করেই সবজির বাজারে আগুন। গত এক সপ্তাহের তুলনায় শহরের বিভিন্ন বাজারে প্রতিটি সবজির দামই বেড়েছে। কোনও সবজির দাম গত সপ্তাহের তুলনায় কেজিপ্রতি তিন টাকা বেড়েছে। আবার কোনও সবজির কেজিপ্রতি ১০ থেকে ১৫ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। দাম বাড়ার পেছনে অবশ্য সম্প্রতি শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় হওয়া শিলাবৃষ্টিকে দায়ী করছেন খুচরো ব্যবসায়ীরা।

ক্ষুদিরামপল্লি সবজি বাজারের ব্যবসায়ী বিকাশ সাহা এদিন হতাশার সুরে বললেন, 'শিলাবৃষ্টির কারণে আমার জমির প্রচুর টমেটো গাছ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যেই আবার কড়া রোদ উঠছে। আবহাওয়ার এই খামখেয়ালিপনার কারণে সবজির আরও দাম বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছি।' বিকাশের সঙ্গে কার্যত একমত শিলিগুড়ি ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল কমিশন এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শিব কুমার। তিনি বলছেন, 'বৃষ্টি ও ঝড়ের কারণেই সবজির প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। সে কারণে দাম বেড়ে গিয়েছে।'

গত এক সপ্তাহে ঠিক কতটা দাম বেড়েছে সবজির?

রেগুলেটেড মার্কেটের তথ্য অনুযায়ী, সপ্তাহখানেক আগে পটলের দাম কেজি প্রতি ৪০ টাকা থাকলেও তা বেড়ে ৫০ টাকা হয়েছে। খুচরো বাজারে সেই দাম কেজিপ্রতি দাঁড়িয়েছে ৭০-৮০ টাকার মধ্যে। টমেটোর দাম সপ্তাহ খানেক আগে পাইকারি বাজারে কেজিপ্রতি ১৫ টাকা থাকলেও বর্তমানে বেড়ে হয়েছে ১৭ টাকা। যার প্রভাব সরাসরি পড়েছে খুচরো বাজারে। খুচরো বাজারে টমেটোর কেজিপ্রতি দাম রয়েছে ২৫-৩০ টাকার মধ্যে। একইভাবে পাইকারি বাজারে বাঁধাকপির দাম কেজিপ্রতি ২০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ২৫ টাকা। খুচরো বাজারে সেই দামই এখন ৩০ টাকা। এদিকে, বেগুনের দাম পাইকারি বাজারে কেজিপ্রতি ৪০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৫ টাকা। খুচরো বাজারে সেই দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে কেজিপ্রতি ৬০-৭০ টাকা। অন্যদিকে, কুমড়োর দাম পাইকারি রেটে কেজিপ্রতি ১২-১৩ টাকা হয়েছে। খুচরো বাজারে সেই দামই হয়ে দাঁড়িয়েছে ৩০ টাকা।

এদিন হায়দরপাড়া বাজারে সবজি কিনতে গিয়ে মাথায় হাত পড়ে যায় সবাণী দত্তের। খুচরো ব্যবসায়ী মধু দাস পটলের দাম কেজিপ্রতি ৭০ টাকা বলতেই ওই মহিলা ক্ষোভের সুরে বলেন, 'এখন পাঁচশো টাকায় বাজারে কিছুই হয় না। ধীরে ধীরে সবজির দাম বেড়েই যাচ্ছে।'

বাংলা বাজারের সবজি ব্যবসায়ী মাধব দাসের কথায়, 'এবারে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার কারণে বাঁধাকপিরও প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। হিমঘরের দিকেই এখন আমাদের তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে।'

তবে বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরি বলছেন, 'কোথাও যাতে বিনা কারণে সবজির দাম অতিরিক্ত না বাড়ে, সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে। ব্যবসায়ীদেরও যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তা দেখা হচ্ছে।'

এক সপ্তাহের মধ্যে হেরফের

আলু	কেজিপ্রতি ১০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১৫ টাকা
পেঁয়াজ	কেজিপ্রতি ২০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ২৫ টাকা
টমেটো	কেজিপ্রতি ২০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ২৫-৩০ টাকা
গাজর	কেজিপ্রতি ৩০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৪০ টাকা
পটল	কেজিপ্রতি ৬০ টাকা থেকে বেড়ে ৭০-৮০ টাকা হয়েছে

মমতার 'রঙিন' পদযাত্রা নিয়ে তৎপরতা

নিতাই সাহা ও শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : পয়লা বৈশাখের দিন বুধবার শহর শিলিগুড়ির রাস্তায় হাঁটবেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার প্রস্তুতিতে চরম ব্যস্ত তৃণমূল। পুলিশের অন্দরমহলেও তৎপরতা তুঙ্গে। ওইদিন হিলকার্ট রোড সহ কয়েকটি রাস্তায় যান চলাচলে বিধিনিষেধ কার্যকরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুলিশ। তৃণমূল সূত্রে খবর, পদযাত্রার শেষে হাসমি চকে মমতা একটি পথসভা করতে পারেন। দলের তরফে শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের কোঅর্ডিনেটর কুন্তল রায় বলেন, 'পয়লা বৈশাখের আবহ বজায় রেখেই পদযাত্রার আয়োজন করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ ওই পদযাত্রায় পা মেলাবেন।'

বাংলা বছরের প্রথম দিনে মমতার কর্মসূচিতে কমবেশি ২০ হাজার মানুষের সমাগম ঘটাতে চাইছে তৃণমূল। অগ্রভাগে থাকবেন ১০০ জন ঢাকি এবং রণপা পরে কয়েকজন হাঁটবেন। এছাড়াও আটপৌরে শাড়ি পরে মহিলারা শঙ্খ হাতে অংশ নেবেন। মতুয়া সম্প্রদায়ের মহিলাদের উপস্থিতির চেষ্টা করছে তৃণমূল। প্রায় দুই কিলোমিটারের পর পদযাত্রা শেষে হাসমি চকে বক্তব্য রাখতে পারেন মমতা। যে কারণে মঞ্চ তৈরির প্রস্তুতি নিয়েছে তৃণমূল।

চাঁদমণির অস্থায়ী হেলিপ্যাডে হেলিকপ্টারে পৌঁছানোর পর সড়কপথে হিলকার্ট রোডে আসবেন মমতা। কর্মসূচি শেষে তিনি চলে যাবেন এসএফ রোড সংলগ্ন হিন্দি হাইস্কুলের অস্থায়ী হেলিপ্যাডে। এখান থেকে তাঁর মালবাজার যাওয়ার কথা। বুধবার হিন্দি হাইস্কুলের হেলিপ্যাডটি পরিদর্শন করেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা, ডিসিপি ট্রাফিক কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ।

মমতার কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে পুলিশের তরফে দু'ঘণ্টা আগে থেকে হিলকার্ট রোডে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হবে। যান চলাচলে বিধিনিষেধ থাকবে হিলকার্ট রোডের সংযোগকারী রাস্তাতেও। আবার শিলিগড়ি থানা এবং নিউ সিনেমা হল মোড়ের থেকে কোনও গাড়িকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন উড়ালপুলে উঠতে দেওয়া হবে না। সিকিম ও শিলিগুড়ির মধ্যে চলাচলকারী গাড়িগুলিকে নিবেদিতা রোড, চম্পাসারি মোড় হয়ে চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে।

বাইরে থেকে শিলিগুড়ি জংশনের দিকে আসা বাস ও অন্যান্য গাড়িগুলিকে কর্মসূচি চলাকালীন ফাঁসিদেওয়া আন্ডারপাস হয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। নৌকাঘাট হয়ে গাড়িগুলি পৌঁছাবে তিনবাত্তির বাস টার্মিনাসে। আইনশৃঙ্খলা এবং যান নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এদিন পুলিশের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'সাধারণ মানুষের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি চলছে।'

নববর্ষের ভোজে বাহারি স্বাদের থালি

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : উৎসবের দিনগুলিতে পছন্দের খাবার খেতে এখন অধিকাংশ মানুষই ভিড় জমান বিভিন্ন রেস্তোরাঁয়। বুধবার বাঙালির নববর্ষ, মঙ্গলবার আবার নেপালি নববর্ষ। তাই কিছু কিছু রেস্তোরাঁ তাঁদের মেনুতে শুধু বাঙালি পদ নয়, রেখেছে একাধিক নেপালি পদও। কমবেশি সব রেস্তোরাঁয় রয়েছে থালির ব্যবস্থা।

হাকিমপাড়ার একটি বাঙালি রেস্তোরাঁর তরফে বান্টি দে বলেন, 'শুধুমাত্র পয়লা বৈশাখের জন্য স্পেশাল মেনু থাকছে। আমিষ এবং নিরামিষ দুই ধরনের থালি থাকছে। নিরামিষ থালি ৩৫০ টাকা এবং আমিষ থালির দাম রাখা হয়েছে ৬০০ টাকা।' তিনি আরও জানান, নিরামিষ থালিতে থাকছে গন্ধরাজ ঘোল, মোচার কাটলেট, পালং পুরি, চটপটে আলুর দম, ভাত, আম-আদা মুগ ডাল, ঝিরি আলুভাজা, এঁচোড়ের মুইঠ্যা, কাঁচা আমের চাটনি, ভাজা পাঁপড়, গুড়ের পায়েস এবং পান। আবার আমিষ থালিতে রয়েছে গন্ধরাজ ঘোল, মুর্শিদাবাদি মুরগির কাটলেট, পালং পুরি, চটপটে আলুর দম, ভাত, মাছের মাথা দিয়ে মুগ ডাল, ঝিরি আলুভাজা, রুই পোস্ত, চিংড়ি মাছের মালাইকারি, মাটন কষা, কাঁচা আমের চাটনি, ভাজা পাঁপড়, গুড়ের পায়েস এবং পান।

হাকিমপাড়ার আরেকটি বাঙালি রেস্তোরাঁয় ওইদিন মিলবে ইলিশ থালি। এই থালির দাম ৬৭৫ টাকা। সেবক রোডের এক শপিং মলের পাবে বাঙালি এবং নেপালি দুই ধরনের থালি থাকছে। বাঙালি থালির মধ্যে আমিষ ও নিরামিষ দু'রকমই রয়েছে। অন্যদিকে, নেপালি থালিতে থাকছে কালিম্পং আলুর দম, পাহাড়ি রাই শাক, আড়ুয়া কালি ডাল, পনির ঝোল মশলা, ভাত, ঝিরি আলুভাজা, চাটনি। যাঁরা আমিষ খেতে চাইবেন তাঁদের জন্য রয়েছে খাসির ঝোল, কুকড়া (মুরগি) ঝোল। আর স্টার্টারে যেমন কলকাতা স্টাইল ভেজিটেবল চপ, সোনালি পনির ভাজা রয়েছে তেমনি ভেজ মোমো, পিরো আলু, চিকেন সাদেকো সহ একাধিক খাবার রয়েছে। ইতিমধ্যে এই পাবের দশটি টেবিল বুক হয়ে গিয়েছে।

> **সারাবছর মা বাড়িতে রান্না করেন। তাই বছরের প্রথম দিন মায়ের ছুটি। মা চিংড়ি খেতে ভালোবাসেন, তাই খোঁজখবর নিচ্ছি কোথায় চিংড়ির ভালো পদ পাওয়া যাবে।**
>
> **মোহিনী সান্যাল** *শহরবাসী*

পয়লা বৈশাখে পরিবারের সঙ্গে রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়ার ইচ্ছে রয়েছে মোহিনী সান্যালের। তাঁর কথায়, 'সারাবছর মা বাড়িতে রান্না করেন। তাই বছরের প্রথম দিন মায়ের ছুটি। মা চিংড়ি খেতে ভালোবাসে, তাই খোঁজখবর নিচ্ছি কোথায় চিংড়ির ভালো পদ পাওয়া যাবে।' রেস্তোরাঁয় নববর্ষের থালিতে থাকছে কাতলা, ভেটকি, পমফ্রেট, ছোট চিংড়ি সহ হরেকরকম মাছের পদ। আবার এসএফ রোডের একটি

বর্ষবরণের প্রস্তুতি

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : বিগত বছরগুলির মতো এবারও শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে তার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে জানা গিয়েছে, বাংলা বর্ষবরণকে কেন্দ্র করে প্রতিবারের মতো প্রভাতফেরির আয়োজন করা হয়েছে। শোভাযাত্রায় পুরনিগমের তরফে ট্যাবলো থাকবে। যদিও নির্বাচনি বিধিনিষেধের জেরে এবার ট্যাবলোয় প্রচারমূলক কোনও তথ্য তুলে ধরা হবে না বলে জানা গিয়েছে। এদিকে, অনুষ্ঠানের শুরুতেই বাঘা যতীন পার্কে হাজার কণ্ঠে সংগীত পরিবেশিত হবে। সেখানে কণ্ঠ মেলাতে পারেন পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবও। তার আগে সোমবার বিকালে তিনি সংগীতশিল্পীদের সঙ্গে অনুশীলনে যোগ দেন।

তৃণমূল, বিজেপিকে নিশানা

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপিকে একযোগে নিশানা করলেন জাতীয় কংগ্রেসের মুখপাত্র চরণ সিং সাপ্রা। সোমবার শিলিগুড়িতে দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে তিনি সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানে তৃণমূলের দুর্নীতির পাশাপাশি এসআইআর-এর নামে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে বিজেপিকে নিশানা করেন। চরণ সিংয়ের আশ্বাস, 'রাজ্যে কংগ্রেস সরকার এলে সুশাসন হবে। রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। নারী নিরাপত্তা নেই। সবকিছু কংগ্রেস সরকার সুনিশ্চিত করবে।'

কমিশনের দ্বারস্থ শংকর

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : শিলিগুড়ির মেয়র তথা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেবের আয়ের উৎস জানতে এবার নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হলেন বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ। সোমবার তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছে এ নিয়ে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। শংকর বলেছেন, 'গৌতম আইনি পরামর্শদাতা (আরবিট্রেটর) হিসাবে আয়ের উৎস দেখিয়েছেন।' মেয়রের মতো প্রশাসনিক পদে থাকাকালীন অবস্থায় পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করতে পারেন কি না, তা কমিশনের কাছে জানতে চেয়েছেন শংকর।

পালটা গৌতম বলেন, 'হারবেন বুঝতে পেরে বিজেপি প্রার্থী ভুল বকছেন। আমি আইনের ছাত্র। সবটাই নিয়ম মেনে হয়েছে।' শংকরের অভিযোগ, 'ভোট প্রচারে বিপুল অর্থ খরচ করছেন শিলিগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী।' মেয়র তাঁর আয়ের হিসাব কমিশনের কাছে যা তুলে ধরেছেন, তাতে আইনি পরামর্শদাতা হিসাবে দেখানো হয়েছিল।

চৈত্র সেলের শেষলগ্নেও ক্রেতাদের ভিড় শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে।

হাওয়ালা চক্র ধরার চেষ্টায় পুলিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : শহরের একটি হোটেল থেকে চম্পারনের চার তরুণকে গ্রেপ্তারের পর পাক যোগ পেয়েছিল পুলিশ। তদন্তভার সাইবার ক্রাইম থানার হাতে যাওয়ার পর দুবাই যোগের সূত্রও পাওয়া যাচ্ছে। সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, মূলত হাওয়ালার টাকা ধৃতদের মাধ্যমে গোটা দেশে পাঠানো হচ্ছিল। ওই চারজনের পেছনে বিহারের এক ব্যক্তিরও হাত রয়েছে বলেও তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে। এক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফারের তত্ত্বাবধান বিহারে বসেই ওই ব্যক্তি করত বলে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'তদন্ত সঠিক গতিতে চলছে। পুরো চক্রটিকেই ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

ধৃত চার তরুণের হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা করে পাকিস্তানের পাশাপাশি দুবাইয়ের নম্বরও পেয়েছেন তদন্তকারীরা। ফলে পুলিশের ধারণা, সেখান থেকেও প্রয়োজনীয় নির্দেশ আসত। পাকিস্তান ও দুবাইয়ের নম্বর পাওয়ায় ওই চার তরুণের সঙ্গে আন্তর্জাতিক চক্রের যোগ থাকার বিষয়ে নিশ্চিত পুলিশ। ফলে তদন্তের প্রতিটি দিক অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। যদিও বর্তমানে ধৃতরা জেল হেপাজতে রয়েছেন। উল্লেখ্য, এটিএম জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে গত মাসের মাঝামাঝি সময় গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে একটি হোটেলে অভিযান চালিয়ে চার তরুণকে গ্রেপ্তার করেছিল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃত রিজওয়ান আলম, আজাদ আলম, মহম্মদ ইমরান ও শের মহম্মদ চম্পারনের বাসিন্দা বলে পুলিশ জানতে পারে। ধৃতদের জিজ্ঞাবাদের সময় বাজেয়াপ্ত করা মোবাইল ফোন পরীক্ষার পরই তদন্ত অন্যদিকে মোড় নেয়। হোয়াটসঅ্যাপের সূত্র ধরে পাকিস্তানের নম্বর পায় পুলিশ। এরপরেই তদন্তভার তুলে দেওয়া হয় সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশের হাতে। পুলিশ সূত্রে খবর, তদন্তকারীরা এখনও পর্যন্ত চারটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হদিস পেয়েছেন। যার মধ্যে তিনটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে শিলিগুড়ির তিন বাসিন্দার। জেরায় তারা পুলিশকে জানিয়েছে, তিন থেকে চার শতাংশ কমিশন পাওয়ার লোভে অ্যাকাউন্ট ভাড়া দিয়েছিল। নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাদের কাছে কমিশনের টাকা পৌঁছেও যেত। এদিকে, ধৃত চারজনের মধ্যে দুজনের হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট থেকেই পাকিস্তান ও দুবাইয়ের নম্বর পেয়েছে পুলিশ। ওই দুইজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে, তাঁদের মধ্যে বাকি থাকা দুজনকে ভাড়ার অ্যাকাউন্ট জোগাড়ের কাজে লাগানো হয়েছিল। ভাড়ায় নিয়ে আসা প্রত্যেক অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে দশ হাজার টাকা করে দেওয়া হত। ফলে দেশের সর্বত্রই ভাড়ার অ্যাকাউন্ট জোগাড়ে তরুণদের চক্রটি কাজে লাগাতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ।

ঐতিহ্য রাখতে গাজনের দলে পড়ুয়ারা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : তাঁরা কেউই পেশাদার শিল্পী নন। তবে বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে চৈত্রের শহরে তাঁরা কেউ শিব সেজেছেন, কেউ বা সেজেছেন কালী। এঁদের মধ্যে কেউ কলেজ পড়ুয়া, কেউ আবার অন্যের দোকানে কাজ করেন। বাংলার ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে চৈত্রের শহরে তাঁরা হয়ে উঠেছেন গাজনশিল্পী। মুখে গাঢ় নীল বা কালো রং মেখে, পরচুলা লাগিয়ে এবং হাতে ত্রিশূল বা খড়্গ নিয়ে শিব বা কালী সেজে তাঁরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছেন।

শিলিগুড়ির সূর্য সেন কলোনি, দেশবন্ধুপাড়া, হাতিয়াডাঙ্গা, মোড় বাজার, শান্তিনগর সহ বিভিন্ন এলাকায় এখনও ঘটা করে চড়কপুজোর আয়োজন করা হয়। সূর্য সেন কলেজের ছাত্র শুভম দাস বলেন, 'আমি তিন বছর ধরে গাজনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। অন্যবার সন্ন্যাসী হয়ে থাকি। এবারই প্রথম কালী সেজে গাজন করছি।'

'গাজনের সন্ন্যাসী হওয়া কিন্তু মোটেই সহজ কাজ নয়। কড়া নিয়ম পালন করতে হয়। উপবাসও করতে হয়।' বললেন দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা বিট্টু রায়। বিট্টু একটি কারখানায় কাজ করেন। বিট্টু জানান, বিকেলের মধ্যে সব কাজ শেষ করে সন্ধেবেলা

গাজনে অন্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে পা মেলান।

পায়ে ঘুঙুর পরা এই গাজন সন্ন্যাসীদের দেখে দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা কল্যাণী নন্দী বলেন, 'পশ্চিমী সংস্কৃতির ছোঁয়ায় অনেক জায়গা থেকেই চড়ক এখন বিলুপ্তির পথে। এই ছেলেগুলোর জন্য শিলিগুড়িতে এখনও বাংলার এই ঐতিহ্য বেঁচে রয়েছে। এদের জন্যই নতুন প্রজন্ম বাংলার এই প্রাচীন ঐতিহ্যের ব্যাপারে জানতে পারছে।'

গাজনের সং সেজে শিলিগুড়ির রাস্তায় কলেজের পড়ুয়ারাও। ছবি : সূত্রধর

গাজনে সন্ন্যাসী কেন সাজেন? প্রশ্নের উত্তরে হাতিয়াডাঙ্গার গাজন কমিটির সঙ্গে যুক্ত নিলয় সরকার বলেন, 'আমরা সবাই শিবভক্ত। ঠাকুরের পুজো নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার জন্যই গাজন করা। এর থেকে যা আয় হয় তা দিয়েই আমাদের পুজো হয়।'

গাজনের বিভিন্ন দল সোমবার ঘটা করে নদীতে পুজো করে। বিভিন্ন মন্দিরগুলোতেও এদিন নীলপুজোর আয়োজন করা হয়। মঙ্গলবার চড়কপুজো হবে। বিভিন্ন গাজন কমিটির তরফে পুজোর পাশাপাশি মেলার আয়োজনও করা হয়েছে।

যেখানেই থাকো, সুখে থাকো... সোমবার মুম্বইয়ে নিজের বাসভবনে শায়িত তাঁর দেহ।

কান্নায় ভেজা শেষযাত্রা আশার

মুম্বই, ১৩ এপ্রিল : সোমবার চারটে। জাতীয় পতাকা জড়ানো আশা ভোঁসলের নশ্বর দেহ এসে পৌঁছোলো শিবাজি পার্ক শ্মশানঘাটে। পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য হল। মহারাষ্ট্র পুলিশ তাঁকে গান স্যালুট দিল, বিউগলে বাজল লাস্ট পোস্ট। চিতায় তখন আগুন, জ্যোতির্বলয়ে মিশে গেলেন আশা ভোঁসলে। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, সুনেত্রা পাওয়ার। শিল্পী-পুত্র আনন্দ ছাড়া শ্মশানে ছিলেন শিল্পীর বোন উষা মঙ্গেশকর, ভাই হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর। অনুপ জালোটা ও শান গানের মাধ্যমে শিল্পীকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। শ্রদ্ধা জানান আমির খান, ভিকি কৌশল। আনন্দ চাইতেন মা যেন সব সময় শাড়ি পরেন, সাজগোজ করেন। চিরকাল ছেলের ইচ্ছেকে সম্মান দিয়েছেন। তাই শেষশয্যাতেও তাঁর পরণে সবুজ শাড়ি, মানানসই গয়না, কপালে টিপ। শনিবার অসুস্থ হয়ে ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন, রবিবারেই জীবনের সফর শেষ করে দিলেন ৯২ বছরের আশা। তাঁর বাসভবনে শায়িত ছিল তাঁর মরদেহ। সোমবার সকাল ১০.৩০ থেকে মানুষ আসতে শুরু করে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। এসেছিলেন বিশিষ্টরাও। এ আর রহমান, শচিন ও অঞ্জলি তেন্ডুলকর, রীতেশ দেশমুখ, আশা পারেখ, হেলেন, জ্যাকি শ্রফ, আথিয়া শেট্টি, উদিত নারায়ণ, তাবু, রাকেশ রোশন, সুদেশ ভোঁসলে, বিবেক ওবেরয়, রণবীর সিং, পুনম ধিলোন, মিনাক্ষী শেষাদ্রি, প্রমুখ। নাতনি জনাই ঠাকুমার জাতীয় পতাকা মোড়া দেহ দেখে কেঁদে ওঠেন, তাবু স্বান্তনা দেন তাঁকে। কাঁদেন তাবুও। জ্যাকিও জনাইকে শান্ত করেন। শিল্পীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার সময় শচিনের চোখও ভিজে যায়। বারবার তিনি বলেছেন লতা এবং আশা তাই তাঁদের পরিবারের একজন। শচিনের অবরুদ্ধ কান্না সে কথাই আবার বলে গেল। শ্রদ্ধা জানান উদ্ধব ঠাকরে, সুপ্রিয়া সুলে, প্রমুখ। রাজ্যের ক্যাবিনেটে আশা ভোঁসলেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয় এবং তাঁর নামে একটি মিউজিক ইন্সটিটিউট গড়ে তোলা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাঁর পছন্দের সাদা ও হলুদ ফুলে সাজানো গাড়িতে শ্মশানে রওনা হন তাঁর লোয়ার ক্যারেলের বাসভবন থেকে। গাড়িতে ছিল তাঁর বিশাল মাপের ছবি, তাঁর নাকে ঐতিহ্যময় মহারাষ্ট্রের নথ। রাস্তার ধারে অসংখ্য মানুষ ভিড় করে তাঁকে শেষবার দেখার জন্য, , অসংখ্য মানুষ তাঁর শেষ যাত্রায় শামিল হয়।

আশা ভোঁসলের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানের শিল্পীরা। ফিলম ও টিভি তারকা ইমান আব্বাস বলেছেন, তাঁর মৃত্যু শুধু একটা দেশের নয়, সংগীত জগতের ক্ষতি। তাঁর মতো কেউ ছিলেন না, কেউ হবেনও না। গায়ক-অভিনেতা আলি জাফর বলেছেন, তাঁর মতো কণ্ঠস্বর কারওর নেই। কি অসাধারণ বৈচিত্রময়। আশা ভোঁসলে জির গান সব প্রজন্মকে প্রেরণা দেবে। অভিনেতা আদনান সিদ্দিকি বলেছেন, ...আপনার গান সব সময় শোনা হবে—কোথাও না কোথাও, কোনও না কোনও কারণে। পরিচালক মেহের জাফরি বলেছেন, সব প্রজন্মের মানুষের জীবনের স্পন্দন হয়ে গিয়েছে তাঁর গান। গায়িকা সুজা হায়দার বলেছেন মানুষ, বিশ্বের অন্যতম প্রবাদপ্রতীম শিল্পী হিসেবে তাঁকে চিরকাল মনে করবে।

ভুয়ো ভোটার রুখতে এবার চোখের মণি, আঙুলের ছাপ!

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল : নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে এবং 'ভুয়ো' ভোটারদের দৌরাত্ম্য রুখতে বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে দেশের শীর্ষ আদালত। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের পরিচয় যাচাইয়ের জন্য আঙুলের ছাপ (বায়োমেট্রিক) এবং চোখের মণি (আইরিস) স্ক্যান করার ব্যবস্থা চালু করা নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা শুনতে রাজি হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ এই বিষয়ে কেন্দ্র এবং নির্বাচন কমিশনকে নোটিশ পাঠিয়ে তাদের মতামত জানতে চেয়েছে। আইনজীবী অশ্বিনীকুমার উপাধ্যায়ের দায়ের করা মামলায় দাবি করা হয়েছে,

আঙুলের ছাপ এবং চোখের মণি প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে অনন্য এবং এটি জাল করা অসম্ভব। এর ফলে নির্বাচনে 'ছদ্মবেশে' ভোটদান এবং মৃত বা অনুপস্থিত ভোটারদের নামে ভোট দেওয়ার প্রবণতা বন্ধ হবে। এতে নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভুলতা আরও বাড়বে। তবে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, এই নতুন ব্যবস্থা এখনই চালু করা বাস্তবসম্মত নয়। কিন্তু আগামী নির্বাচনগুলিতে এই পদ্ধতি কার্যকর করা যায় কি না, তা গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হবে।

একুশের ব্যর্থতা মুছতে ফাইনাল পুশ

ভয় কাটিয়ে জয় চাইছেন শা

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সেই হাই-ভোল্টেজ প্রচার 'আবকি বার ২০০ পার' স্লোগান এখনও অনেকের কানে বাজে। ফলাফল যদিও হতাশাজনক ছিল, গেরুয়া শিবির থেমেছিল মাত্র ৭৭টি আসনে। কিন্তু এবারের নির্বাচনে ছবিটা বদলানোর ইঙ্গিত মিলছে। খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শার কাছে আসা সর্বশেষ অভ্যন্তরীণ রিপোর্ট বলছে, বাংলায় এবার ১০০ আসনের গণ্ডি অনায়াসেই পার করবে পদ্ম শিবির। আর এই আশাব্যঞ্জক রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করতে এক চূড়ান্ত বা 'ফাইনাল পুশ'-এর নকশা তৈরি করেছেন শা।

দিল্লির নির্দেশে চলা দলের নিজস্ব সমীক্ষা এবং পেশাদার এজেন্সির লেটেস্ট রিপোর্ট বলছে, শুরুর দিকে ১০০ আসনের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও এখন তা অনেকটাই বেড়েছে। বিজেপির অন্দরমহলের দাবি, কোনও ম্যাজিক নয়, বরং হিসেবনিকেশ বলছে ১১৫ থেকে ১২৫টি আসন অনায়াসেই নিজেদের ঝুলিতে পুরতে পারে তারা।

বিজেপির এই আত্মবিশ্বাসের মূলে রয়েছে 'অনুপ্রবেশ' ইস্যু। দলের দাবি, বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের বিষয়টিকে সামনে রেখে মেরুকরণের যে তাস তারা খেলেছে, তা কাজ দিচ্ছে দারুণভাবে। শহুরে ও শহরতলির বাঙালি ভোটারদের একাংশের মধ্যে এই নিয়ে চাপা ক্ষোভ রয়েছে, যা এখন সরাসরি বিজেপির পালে হাওয়া জোগাচ্ছে।

পরিস্থিতি অনুকূল বুঝে শা নিজেই এবার বাংলায় ১৫ দিন টানা পড়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রচার থেকে একেবারে নিচুতলায় দলের কর্মীদের মনোবল বাড়াতে এবং সাংগঠনিক ফাঁকফোকর বোজাতে আসরে তিনি। কারণ বিজেপি নেতৃত্ব ভালোমতোই জানে, তৃণমূলের বিশাল এবং দাপুটে ক্যাডার বাহিনীর মোকাবিলা করা তাদের পক্ষে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

গতবারের মতো ঢালাও প্রচারের বদলে এবার বিজেপির নজর একেবারে বুথ স্তরের 'মাইক্রো-ম্যানেজমেন্ট'-এ। দলের মাথাব্যথার সবচেয়ে বড় কারণ হলো ভোটার এবং নিচুতলার কর্মীদের মনে তৃণমূলের 'ভয়'। একুশের ভোট-পরবর্তী হিংসা, প্রাণহানি এবং ঘরছাড়া হওয়ার সেই দগদগে স্মৃতি এখনও অনেকের মনে টাটকা। এই ভয় কাটানোই এখন বিজেপির প্রধান লক্ষ্য। দলের এক নেতার কথায়, "ভয় কাটালেই আসন সংখ্যা ১৫০ থেকে ১৭০-এ পৌঁছোতে পারে।"

এই ভীতি দূর করতেই এবার কড়া বার্তা দিচ্ছেন মোদি-শা জুটি। প্রধানমন্ত্রী যেখানে 'সবকা বিকাশ'-এর পাশাপাশি 'সবকা হিসাব'-এর কথা বলছেন, শা সেখানে আরও সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, 'তৃণমূলের গুন্ডারা যদি ভোটদানে বাধা দেয়, তবে তাদের উলটো ঝুলিয়ে সোজা করে দেওয়া হবে।' কমিশন রাজ্যে রেকর্ড সংখ্যক ২,৫৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করেছে এবং ভোটের পরেও ৫০০ কোম্পানি বাহিনী রাজ্যে থেকে যাবে বলে জানানো হয়েছে। বিজেপির নতুন স্লোগান 'ভয় নয়, ভরসা' আদতে সেই নিরপত্তারই প্রতিশ্রুতি।

গতবার বিজেপি মাত্র কয়েকশো বা হাজার খানেক ভোটে হেরেছিল, এমন প্রায় ৪০টি কেন্দ্র চিহ্নিত করা হয়েছে। রাতে বিভিন্ন জেলায় থেকে কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাঁদের মনে সাহস জোগানোই শাহের লক্ষ্য। এখন দেখার, শাহের এই 'ফাইনাল পুশ' এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া পাহারায় বাংলার ভোটাররা কতটা ভরসা পান, আর ইভিএমের বোতামে তার কতটা প্রতিফলন ঘটে।

বিক্ষোভে পুড়ল বাইক। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত এক শ্রমিক (ইনসেটে)। সোমবার নয়ডায়।

গুলি মারুন, মাথা নত করব না : মমতা

রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্গাপুর, ১৩ এপ্রিল : শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরের মাটি থেকে কার্যত 'জীবনপণ' লড়াইয়ের ডাক দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিজেপি আর নির্বাচন কমিশনকে এক বন্ধনীতে রেখে ক্ষোভ উগরে মমতার চ্যালেঞ্জ, 'ভোটে জিততে চাইলে আমাকে জেলে পাঠিয়ে দিন, জেলে বসে আমি আরও বেশি ভোটে জিতব। নাহলে আমাকে গুলি করে মেরে দিন! কিন্তু বাংলা কখনও মাথা নত করতে জানে না, মেরুদণ্ড বিক্রি করতে জানে না।'

রবিবার শিলিগুড়ি থেকে মোদি দাবি করেছিলেন, 'বাংলার ২৯৪ আসনেই আমি প্রার্থী।' এদিন দুর্গাপুর থেকে তার পালটা দিলেন মমতা। ঝাঁঝালো সুরে বললেন, 'মোদিজি, আপনি তো বহিরাগত। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হতে চাইলে আগে প্রধানমন্ত্রীর গদিটা ছাড়ুন। দিল্লি

> ভোটে জিততে চাইলে আমাকে জেলে পাঠিয়ে দিন, জেলে বসে আমি আরও বেশি ভোটে জিতব।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

সামলান। বাংলার দিকে বিষচক্ষু নিয়ে তাকালে মানুষ চোখ গেলে দেবে।' শুধু মোদি নন, কমিশনের ভূমিকা নিয়েও তোপ দেগেছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, বেছে বেছে অফিসারদের বদলি করে সীমান্তে টাকা ও মাদক ঢোকানোর রাস্তা করা হচ্ছে। বুথ এজেন্টদের 'গাঁজা কেসে' ফাঁসানোর চক্রান্ত চলছে দাবি করে ভোটারদের বার্তা দিলেন, 'হাতে ঝাঁটা রাখুন, চক্রান্তের জঞ্জাল পরিষ্কার করে তবেই ভোট দেবেন।'

মমতা এদিন ভবিষ্যৎবাণীও করে বলেন, 'লিখে রাখুন, ২০২৬-এ আমরা ২২৬-এর বেশি আসন পাব। রেজাল্ট দেখে বলবেন, দেখ কেমন লাগে!' শিল্পশহরের আবেগ উসকে কর্মসংস্থান নিয়েও সুর চড়িয়েছেন তিনি। কেন্দ্রের বিলগ্নিকরণ নীতির সমালোচনা করে তাঁর প্রশ্ন, 'বছরে ২ কোটি চাকরি কোথায় গেল? আমরা এখানে কাজ দিতে গেলেই কোর্টে মামলা করে আটকে দেওয়া হচ্ছে।'

অন্যদিকে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বাদুড়িয়া ও করিমপুরের সভা থেকে তাঁর বড় ঘোষণা, 'যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে জোর করে কাটা হয়েছে, ৪ মে তৃণমূল সরকার তৈরির এক মাসের মধ্যেই সেই নাম ফেরানো হবে।' ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া নিয়ে নির্বাচন কমিশনারকেও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন বলেন, 'বিজেপি মানে ডিটেনশন, আর তৃণমূল মানে নো টেনশন।'

আইনি প্রস্তুতি

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : স্টিং ভিডিওর কাণ্ডে আইনি প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন হুমায়ুন। খবর, ইতিমধ্যেই মামলার নথিপত্র তৈরি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার মামলা ফাইল করা হবে। সোমবার রাজ্যে ভোট প্রচারের জন্য এসেছেন হায়দরাবাদের সাংসদ তথা মিম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি। তিনি বলেন, 'আমরা কারোর 'বি' টিম নই।'

পদ্ম তালিকায় মহিলা প্রার্থী মাত্র ১১ শতাংশ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : চলতি সপ্তাহে সংসদে পেশ হতে চলেছে মহিলা সংরক্ষণ বিল। দেশের সংসদ ও বিধানসভাগুলিতে ৩৩ শতাংশ আসন মহিলাদের সংরক্ষণ ও সরকারি নিয়োগে মহিলাদের জন্য ওই সংরক্ষণ চালু করাই এই বিলের প্রাথমিক লক্ষ্য বলে দাবি করেছে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। কিন্তু ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে এরাজ্যে দলের প্রার্থীতালিকায় মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সেই লক্ষ্যের থেকে অনেকটাই দূরে বিজেপি। সদ্যসমাপ্ত বিজেপি শাসিত অসম নির্বাচনেও মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ছিল নগণ্য। বিধানসভা ভোটে ২৯৪ আসনে বিজেপির মহিলা প্রার্থী সাকুল্যে ৩৩। শতাংশের বিচারে ১১.২২ শতাংশ। ২৯১ আসনে তৃণমূলের মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ৫২। শতাংশের বিচারে ১৮ শতাংশ। এমনকি সামান্য হলেও বিজেপির থেকে এগিয়ে বামেরাও। বামফ্রন্টের তালিকায় সংখ্যা ৩৫। শতাংশের হিসেবে যা ১১.৯০ শতাংশ। তবে বামেদের থেকেও এগিয়ে কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেসের তালিকায় মহিলা প্রার্থী রয়েছেন ৪৭ জন।

বিজেপির ৩৩ মহিলা প্রার্থীর মধ্যে বিদায়ি বিধায়ক রয়েছেন ৪ জন। অগ্নিমিত্রা পল, মালতি রাভা রায়, শিখা চট্টোপাধ্যায়, চন্দনা বাউরি, সুমিতা সিংহকে এবারেও প্রার্থী করেছে দল। তৃণমূলে যোগ দেওয়া হলদিয়ার বিদায়ি বিধায়ক তাপসী মণ্ডলকে বাদ দিলে একমাত্র ইংরেজবাজারের বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীকে টিকিট দেয়নি দল। তুলনায় তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা প্রার্থী ২১-এর তুলনায় বেড়েছে।

এমনিতেই বিজেপিকে মহিলা বিরোধী বলে দাবি করে তৃণমূল। মহিলা বিল ও সংরক্ষণ ইস্যুতে রাজ্যে ভোটের মুখে সেই অস্ত্রে নতুন করে শান দিয়েছে তৃণমূল। বিজেপি আরএসএস-কে মনুবাদী দল বলে কটাক্ষ করে জয়প্রকাশ মজুমদার বলেছেন, মনুবাদ বলে নারী হল নরকের দ্বার। নারীর ওপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ ও যথেচ্ছাচারকেই মান্যতা দেয় মনুবাদ। তাই বিজেপির মুখে মহিলা নিরাপত্তা, সংরক্ষণের গুরুত্ব এসব হাস্যকর। আসলে সংসদ ও বিধানসভায় মহিলা সংরক্ষণের মাধ্যমে বিজেপি ২৯-এর নির্বাচনের আগে নতুন গোলপোস্ট খুঁজছে।'

লালুর আর্জি খারিজ

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল : জমির বদলে চাকরি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে লালুপ্রসাদ যাদব স্বস্তি ও অস্বস্তি দুটোই পেলেন। আরজেডি সুপ্রিমো তাঁর বিরুদ্ধে সিবিআই-এর এফআইআর বাতিলের আর্জি জানিয়েছিলেন। সোমবার শীর্ষ আদালত তা নাকচ করে দিল। এতে স্বস্তি পেলেন না। কিন্তু অসুস্থতা ও বয়সের কথা বিবেচনা করে তাঁকে আদালতে সশরীরে হাজিরা দেওয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ৭৭ বছর বয়সি বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদের বাস্তব পরিস্থিতির কথা বিচার করেই তাঁকে ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে রেহাই দিয়েছে বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ ও বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিং-এর বেঞ্চ। বলা হয়েছে, তাঁর আসার দরকার নেই। কিন্তু সিবিআই-এর দায়ের করা এফআইআর বা তদন্ত বাতিলের আবেদনে নামঞ্জুর।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১১

থানে, ১৩ এপ্রিল : ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা মহারাষ্ট্রের থানেতে। সোমবার বেলা ১১টা নাগাদ রায়তা সেতুর ওপর একটি যাত্রীবাহী ভ্যানের সঙ্গে উলটো দিক থেকে আসা সিমেন্ট বোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ভ্যানটি কল্যাণ থেকে মুরবাদ যাচ্ছিল। পুলিশের সঙ্গে উদ্ধার কাজে হাত লাগান স্থানীয়রা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ১১ যাত্রীর। মৃতদের মধ্যে ৩ জন মহিলা। গুরুতর আহত ২ জন হাসপাতালে ভর্তি। পুলিশের অনুমান, অতিরিক্ত গতির কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

জীবনদায়ী ওষুধে বিষ, বিপাকে ক্যানসার রোগীরা

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল : ক্যানসারের মারণ থাবা থেকে বাঁচতে গিয়ে চরম প্রতারণার শিকার হচ্ছেন সাধারণ রোগীরা। বিশ্বের অন্যতম দামি এবং কার্যকর ক্যানসারের ওষুধ 'কিট্রুডা'-র জাল কারবার ফাঁস হতেই দেশজুড়ে রীতিমতো তোলপাড় শুরু হয়েছে। জীবনদায়ী এই মহার্ঘ ওষুধের নামে রোগীদের শরীরে নিঃশব্দে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে সস্তা ছত্রাকনাশক (অ্যান্টিফাঙ্গাল)! সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয় হল, এই প্রাণঘাতী প্রতারণা চক্রের সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে রয়েছে খোদ রাজধানী দিল্লির বেশ কয়েকটি নামী হাসপাতালের অসাধু কর্মীরাও।

'ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অফ ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস'-এর তদন্তে উঠে এসেছে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের অন্ধকার রূপটি। তদন্তে জানা গিয়েছে, এরা অত্যন্ত সুকৌশলে বিভিন্ন হাসপাতালের ফার্মাসিস্ট এবং নার্সিং স্টাফদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই কারবার চালায়। রোগীদের ব্যবহৃত ইনজেকশনের খালি শিশি এবং মোড়ক চুরি করে চক্রের চাঁইদের হাতে তুলে দেয়। প্রতিটি খালি শিশির জন্য তারা ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত কমিশন পায়। আর যদি কোনওভাবে ইনজেকশনের কিছুটা অংশ বাঁচাতে পারে, তবে তার জন্য মেলে ৪০,০০০ থেকে ৫০,০০০ টাকার বিপুল অর্থ! এরপর সেই আসল শিশিতে সস্তা ছত্রাকনাশক ভরে একেবারে নতুনের মতো সিল করে তা অসহায় রোগীদের কাছে বিক্রি করা হয়।

'কিট্রুডা'-র ১০০ মিলিগ্রামের একটি শিশির দাম সাধারণত দেড় লক্ষ টাকারও বেশি। কিন্তু জালিয়াতরা এই জাল ওষুধ ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়ে বিক্রি করে রোগীদের ফাঁদে ফেলছে। আর্থিক সংকটে থাকা বহু রোগী, যাঁরা ঘটিবাটি বিক্রি করে চিকিৎসার খরচ জোগাচ্ছেন, তাঁরা একটু সস্তায় ওষুধ পাওয়ার আশায় সহজেই এই চক্রের শিকার হচ্ছেন। এই বিশাল চক্রের পর্দাফাঁস করেছে দিল্লি পুলিশ। 'ডিস্ট্রিবিউটর' নীরজ চৌহান এবং দিল্লির রাজীব গান্ধি ক্যানসার ইনস্টিটিউট ও বেঙ্কটেশ্বর হাসপাতালের কয়েকজন কর্মী সহ মোট ১২ জনকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর খালি এবং জাল ওষুধ ভর্তি শিশি ও প্যাকিং বাক্স।

হাসপাতালের কড়া নজরদারি এবং বায়ো-মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গাফিলতি সামনে এল। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, তাঁরা এখন সিসিটিভি নজরদারি আরও কঠোর করেছেন এবং ব্যবহৃত শিশি নষ্ট করার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি এনেছেন। সস্তায় ওষুধ কিনতে গিয়ে তাঁরা আসলে নিজেদের মৃত্যুকে ডেকে এনেছেন। এই জাল ওষুধের কারণে বহু রোগীর অবস্থার দ্রুত অবনতি হয়েছে, এমনকি অনেকের মর্মান্তিক মৃত্যুও হয়েছে।

শ্রমিক-ক্ষোভে জ্বলল নয়ডা, গ্রেপ্তার ১০০

নয়ডা, ১৩ এপ্রিল : সোমবার সকাল থেকেই আক্ষরিক অর্থে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল শিল্পশহর নয়ডা। বেতন বৃদ্ধি এবং অমানবিক কাজের সময় কমানোর দাবিতে শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এদিন দাবানলের মতো গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভকারীদের ব্যাপক ইটবৃষ্টি, পুলিশের লাঠিচার্জ এবং একের পর এক গাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায় শিল্পাঞ্চলের স্বাভাবিক জনজীবন।

বিক্ষোভের মূলে রয়েছে শ্রমিকদের প্রতি বঞ্চনা ও বেতন বৈষম্য। নয়ডার ফেজ-২ এলাকার বিভিন্ন শিল্প ইউনিটের শ্রমিকদের অভিযোগ, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির বাজারে তাঁরা মাসে ১৫ হাজার টাকারও কম বেতন পান, যা দিয়ে বর্তমান সময়ে সংসার চালানো অসম্ভব। পাশাপাশি ৮ ঘণ্টার পরিবর্তে ১২ ঘণ্টা হাড়ভাঙা খাটুনি এবং উপযুক্ত ওভারটাইম না দেওয়ার গুরুতর অভিযোগও তুলেছেন আন্দোলনকারীরা।

সম্প্রতি পড়শি রাজ্য হরিয়ানার মানেসরে শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় নয়ডার শ্রমিকদের ক্ষোভের আগুনে ঘি পড়ে। সোমবার সকালে নয়ডার ফেজ-২ এবং সেক্টর ৫৯ ও ৬০ এলাকায় পরিস্থিতি সবথেকে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে মুহুর্মুহু ইট-পাথর ছোড়ে এবং পুলিশের ভ্যান সহ একাধিক বাইক ও গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। দিল্লির চিল্লা বর্ডার থেকে নয়ডা লিঙ্ক রোড এবং ৯ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় কয়েক কিলোমিটার লম্বা যানজট তৈরি হয়। অটো ও ট্যাক্সির ভাড়া তিনগুণ বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ অফিসযাত্রী ও স্কুলপড়ুয়াদের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছোয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে

পুড়ল গাড়ি, বন্ধ রাস্তা, নাকাল জনজীবন

এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনীর সঙ্গে র‍্যাফ ও পিএসি মোতায়েন করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এই বিক্ষোভকে রাজ্যের উন্নয়ন থমকে দেওয়ার এক গভীর চক্রান্ত বলে অভিহিত করেছেন এবং কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। পুলিশ ইতিমধ্যে ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং গুজব ছড়ানোর দায়ে দু'টি সমাজমাধ্যম অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে। শিল্প বিবাদ মেটাতে সরকার উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করলেও এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে।

প্রশ্ন হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : গ্রুপ-এ অফিসার বিশেষত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসারদের পোলিং অফিসার হিসেবে কী কারণে নিয়োগ করা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। এমনকি বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়েও একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। এই সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনের ভূমিকা ও সিদ্ধান্ত নিয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা চেয়েছেন বিচারপতি। জেলা শাসকদের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। ২০১০ সালে নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী গ্রুপ-এ অফিসারদের বুথে দায়িত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু কমিশন নিজস্ব গাইডলাইন না মেনে শিক্ষক-অধ্যাপকদের প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব দিচ্ছে। আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য করেন, '২০১০ সালের ১৬ বা ১৭ ফেব্রুয়ারির গাইডলাইন অনুযায়ী, গ্রুপ 'এ' ও তার সমকক্ষ অফিসার যার মধ্যে অধ্যাপকরাও রয়েছেন, তাঁদের বুথের দায়িত্বে দেওয়া যায় না। কমিশনের আইনজীবীর দাবি, তাঁদের কাছে কর্মীর অভাব রয়েছে। বিচারপতি কমিশনের প্রস্তুতি নিয়ে বলেন, 'কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা। তাই বিজ্ঞপ্তির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত। 'হতে পারে', 'হবে', 'হবেই' এই ধরনের শব্দবন্ধ ব্যবহার করতে পারে না।

মোদির প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন সোনিয়ার

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল : আসন্ন বিশেষ সংসদীয় অধিবেশনের আগে মহিলা সংরক্ষণ এবং সীমানা পুনর্বিন্যাস ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের প্রস্তাবনার প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি। মোদি ওই আইনকে 'সামাজিক ন্যায়বিচারের মাইলফলক' হিসাবে দাবি করলেও সোনিয়ার মতে, এটি 'সংবিধানের ওপর বিপজ্জনক রকমের আঘাত' ছাড়া কিছু নয়।

প্রধানমন্ত্রী মোদি 'নারী শক্তি বন্দন সম্মেলন'-এ এই অধিনিয়মকে 'একুশ শতকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ' বলে বর্ণনা করেন। ২০২৯ সাল থেকে এই সংরক্ষণ কার্যকর করার লক্ষ্যে সব দলের সহযোগিতা চেয়ে তিনি বলেন, 'এটা আমাদের প্রচেষ্টা ও অগ্রাধিকার যে এই বার সংশোধনী বিলটি আলোচনা, সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে পাশ করা হোক।' তাঁর মতে, 'সংসদ এক নতুন ইতিহাস তৈরির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে যা অতীতের স্বপ্নকে সত্যি করবে এবং ভবিষ্যতের সংকল্প পূরণ করবে।'

অন্যদিকে, বিশেষ অধিবেশনের সময় এবং কেন্দ্র পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়া নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সোনিয়া বলেন, 'সীমানা পুনর্বিন্যাসের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং খোদ সংবিধানের ওপর এক চরম আঘাত।' তাঁর মতে, একদিকে সংশ্লিষ্ট বিলগুলি সমর্থন করার জন্য মোদি আবেদন-নিবেদন করছেন বিরোধীদের কাছে। অথচ অন্যদিকে তিনি এমন সময় বিলগুলি পাশ করাতে চাইছেন যখন নির্বাচনি প্রচার তুঙ্গে থাকবে তামিলনাড়ু আর পশ্চিম বাংলায়। তাঁর অভিযোগ, এই অস্বাভাবিক তাড়াহুড়োর কারণ হল বিরোধীদের বেকায়দায় ফেলে রাজনৈতিক ফায়দা লোটা। কংগ্রেস নেত্রীর কথায়, 'এই ইউ-টার্ন নিতে কেন ৩০ মাস সময় লাগল প্রধানমন্ত্রীর? আর বিশেষ অধিবেশন ডাকার জন্য তিনি কি আরও কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে পারতেন না?'

কেরলে বাম দুর্গে ফাটল, ফিরছে কংগ্রেস

তিরুবনন্তপুরম, ১৩ এপ্রিল : ভোট মিটতেই দক্ষিণের লাল-দুর্গে এবার স্পষ্ট অশনিসংকেত! কেরল বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ হতেই রাজনৈতিক শিবিরগুলোতে শুরু হয়েছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। আর সেই প্রাথমিক ময়নাতদন্তেই রীতিমতো ঘাম ছুটছে বামেদের। সিপিএমের অভ্যন্তরীণ রিপোর্ট বলছে, কেরলে এবার কার্যত উলটপুরাণ হতে চলেছে। পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বাধীন এলডিএফ সরকারকে হটিয়ে দক্ষিণের এই রাজ্যে ফের একবার ক্ষমতার মসনদে ফিরতে চলেছে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ জোট। কংগ্রেস শিবিরের আত্মবিশ্বাসী হিসেব বলছে, অনায়াসে ম্যাজিক ফিগার পার করে অন্তত ৮০ থেকে ৮৫টি আসন তাদের পকেটে ঢুকতে চলেছে। অন্যদিকে, বামেদের এই রক্তক্ষরণের নেপথ্যে সবচেয়ে বড় কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিজেপি। গেরুয়াশিবির শুধু ভোটেই কাটেনি, নিজেদের ভোটব্যাংক বাড়িয়ে ৫ থেকে ৭টি আসনে সরাসরি জয়ের গন্ধ পাচ্ছে তারা।

সিপিএমের অন্দরমহলের খবর অনুযায়ী, তিরুবনন্তপুরম, কোল্লাম এবং কোঝিকোড়ের মতো জেলাগুলিতে এবার বামফ্রন্টের কপালে বড়সড়ো শনির দশা নাচছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে খাস রাজধানী তিরুবনন্তপুরমের ১৪টি আসনের মধ্যে ১৩টিতেই একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করেছিল লালশিবির। কিন্তু এবার সেই দুর্গে বড়সড়ো ফাটল ধরেছে। আসনসংখ্যা একধাক্কায় অর্ধেকেরও

সিপিএমের অভ্যন্তরীণ রিপোর্ট

নীচে (৬-৭টি) নেমে আসার ঘোর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে দলের অন্দরে। নেমোম, ভামনপুরম বা আরুভিক্কারার মতো একাধিক জেতা আসন এবার হাতছাড়া হতে পারে বলে দলের নীচুতলার নেতারাই কার্যত স্বীকার করে নিচ্ছেন। এর মধ্যে নেমোম কেন্দ্রে বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাজীব চন্দ্রশেখর সরাসরি পদ্ম ফোটাতে পারেন বলে প্রবল জল্পনা। কোল্লাম এবং কোঝিকোড় জেলাতেও ডজনখানেক জেতা আসনে এবার শাসকদলকে রীতিমতো কালঘাম ছুটিয়ে দিচ্ছে বিরোধীরা। পালঘাট এবং কান্নুরে বামেরা কিছুটা লাভের মুখ দেখলেও সার্বিক চিত্রটা পিনারাই সরকারের জন্য ঘোর নিরাশার।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, রাজনৈতিক বিশ্লেষক থেকে শুরু করে সিপিএমের শীর্ষনেতারাও এখন অকপটে মানছেন যে, প্রথাগত বাম ভোটের একটা বড় অংশ এবার নিঃশব্দে বিজেপির ঝুলিতে চলে গিয়েছে। রাজ্যে সাম্প্রতিক এফসিআরএ বিতর্ককে সুকৌশলে হাতিয়ার করে কংগ্রেস যেমন সাধারণ মানুষের ক্ষোভকে নিজেদের পালে টেনেছে, ঠিক তেমনই হিন্দু ভোটের মেরুকরণ ঘটিয়ে নিজেদের ভোটব্যাংক ১৭ থেকে ১৯ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার অঙ্কে মেতেছে গেরুয়াশিবির। আর এই ত্রিমুখী কঠিন লড়াইয়ের জাঁতাকলে পড়েই কেরলে বামেদের আসনসংখ্যা এবার আদৌ ৭০-এর গণ্ডি পেরোবে কি না, তা নিয়ে দক্ষিণী কমরেডদের মনেই ঘোর সংশয় তৈরি হয়েছে। দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে জেলাভিত্তিক রিপোর্টের চূড়ান্ত ময়নাতদন্ত হবে ঠিকই, কিন্তু তার আগে দক্ষিণের বাতাসে যে নিশ্চিত পালাবদলের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ভাসছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ধোনিহীন চেন্নাই দখলের লক্ষ্যে নাইট রাইডার্স

অনুশীলনে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ফিন অ্যালেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : হতে পারত দুই লাস্ট বয়ের লড়াই। হতে পারত আগামীর অক্সিজেনের সন্ধানে লিগ টেবিলের শেষ দুই দলের যুদ্ধ।

বাস্তব ছবি যাই হোক না কেন, আদতে এমন কিছু হচ্ছে না। আসলে হতে দিচ্ছে না চেন্নাই সুপার কিংস। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচ জিতে লিগ টেবিলে নয় নম্বরে উঠে এসেছে সিএসকে। পেয়েছে নয়া সঞ্জীবনী সুধা। এগিয়ে চলার প্রেরণা। আর মঙ্গলবারের ম্যাচের প্রতিপক্ষ কলকাতা নাইট রাইডার্সকে ঠেলে দিয়েছে দশ নম্বরে। অন্ধকারে সাফল্যের পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন আজিঙ্কা রাহানেরা।

উনিশ নম্বর আইপিএলের এমন একটা সময় আগামীকাল এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে কলকাতা ও চেন্নাই, যখন ব্যর্থতা মানে লিগ টেবিলে আরও তলিয়ে যাওয়া। প্লে-অফের সম্ভাবনা কমে যাওয়া। দিল্লির বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে সঞ্জু স্যামসন শতরান করেছেন। জেমি ওভার্টন চার উইকেট নিয়েছিলেন। সঙ্গে নয়া প্রতিভা হিসেবে সামনে এসেছেন গুরজাপনীত সিং। চেন্নাই শিবিরে সুখবর হিসেবে রয়েছে ডিওয়াল্ড ব্রেভিসের ফিট হয়ে ওঠা। আয়ুষ মাত্রের ফর্মও চেন্নাইকে অক্সিজেন দিচ্ছে। যদিও দলের স্তম্ভ, মহেন্দ্র সিং ধোনি এখনও ফিট নন। কাফ মাসলের চোট সারিয়ে তাঁর মাঠে ফিরতে আরও সময় লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই প্রথম আইপিএলে কেকেআরের বিরুদ্ধে ম্যাচে খেলা হচ্ছে না ধোনির। রাতের দিকের খবর, মাহি প্রায় ফিট। বড় অঘটন না হলে ১৮ এপ্রিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচে প্রত্যাবর্তন করতে চলেছেন ধোনি।

ধোনিহীন চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে কি আগামীকাল প্রতিযোগিতায় প্রথম জয় পাবে কেকেআর? জবাব আগামীকাল সন্ধ্যায় পেয়ে যাবে দুনিয়া। তার আগে নাইটদের অন্দরে প্রথম একাদশের কম্বিনেশন নিয়ে রয়েছে দোলাচল। চারটি ম্যাচ খেলার পরও রাহানে-অভিষেক নায়াররা তাঁদের প্রথম একাদশের আদর্শ কম্বিনেশন খুঁজে পাননি এখনও। ইডেন গার্ডেন্সে লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে অখ্যাত মুকুল চৌধুরীর ব্যাটে প্রায় জেতা ম্যাচ হারের পর নাইট শিবিরে এখন শুধুই হা-হুতাশ। কীভাবে হতাশার ছবিটা বদলে যাবে সাফল্যে, কারও জানা নেই। গতকালই জানা গিয়েছিল, শ্রীলঙ্কার ১৮ কোটির জোরে বোলার মাথিশা পাথিরানা ফিট। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের তরফে ছাড়পত্রও পেয়ে গিয়েছেন তিনি। যদিও আগামীকাল চেন্নাই ম্যাচে তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই। তিনি ঠিক কবে ভারতে হাজির হয়ে কেকেআর শিবিরে যোগ দেবেন, সেটাও স্পষ্ট নয়।

চাপের পরিস্থিতিতে নাইটদের জন্য একমাত্র সুখবর হিসেবে আজ সামনে এসেছে বরুণ চক্রবর্তীর প্রায় ফিট হয়ে ওঠা। তাঁর বাঁহাতের আঙুলে চোট ছিল। সেই আঙুলে এখনও স্ট্র্যাপ জড়ানো রয়েছে। তবে খবর হল, গতকালের পর সোমবার সন্ধ্যায় কেকেআর অনুশীলনে দীর্ঘসময় বোলিং করেছেন তিনি। আগামীকাল বরুণের খেলার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ১১ ম্যাচে ১৩ উইকেট থাকা বরুণের প্রায় ফিট হয়ে ওঠা নাইটদের ভরসা দিচ্ছে। দলের ওপেনিং জুটি অবশ্য নাইটদের ভরসা দিতে পারেনি এখনও। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ফিন অ্যালেন ও অধিনায়ক রাহানের জুটি রান পেয়েছিলেন। তারপর থেকে শুধুই ব্যর্থতা। আজ সন্ধ্যায় চেন্নাইয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে নাইট ওপেনার অ্যালেন সমর্থকদের স্বস্তি দিয়ে বলেছেন, 'হতে পারে শেষ কয়েকটি ম্যাচে ভালো শুরু করতে পারিনি আমরা। তার জন্য কোনও সমস্যা আছে বলে মনে হয় না। বড় রানের খুব কাছেই রয়েছি আমরা।'

প্রশ্ন হল, শুধু রান করলেই তো হবে না। সেই রান নিয়ে লড়াই করতে হবে বোলারদের। বোলিং নিয়েও যে বিস্তর সমস্যা নাইটদের। যার শেষ কোথায়, কেউ জানে না।

আইপিএলে আজ

চেন্নাই সুপার কিংস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : চেন্নাই
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

চোট সমস্যায় রোহিত-কোহলি

হার্দিকের আউটে 'মত্ত' ক্রুণাল!

হার্দিক পান্ডিয়াকে আউট করে গান সেলিব্রেশনে দাদা ক্রুণাল। রবিবার।

মুম্বই, ১৩ এপ্রিল : চল্লিশ ওভারের রুদ্ধশ্বাস টক্কর।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু টেক্কা দিলেও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের প্রাণপণ লড়াই জিতে নিয়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের হৃদয়। হাই ভোল্টেজ যে ম্যাচে হারজিত ছাপিয়ে দুই শিবিরের মাথাব্যথা বাড়িয়েছে দুই তারকার চোট সমস্যা। রোকোর দ্বৈরথ। আর যে ম্যাচে চোটের তালিকায় স্বয়ং রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি!

প্রথমজন হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ব্যাটিংয়ের মাঝেই 'রিটায়ার্ড হার্ট' হয়ে মাঠ ছাড়েন। বিরাট অপরদিকে গোড়ালির সমস্যায় ফিল্ডিং করতে নামেননি। ডাগআউটে বসে দলের জয় দেখলেন। পরের সমর্থকদের স্বস্তির খবরই দিয়ে অধিনায়ক রজত পাতিদার বলেছেন, 'চোটের ঠিক কী পরিস্থিতি পরিষ্কারভাবে এখনই বলা কঠিন। তবে আমার ধারণা ও ঠিকঠাকই আছে।' প্রায় একই সুরে ক্রুণাল পান্ডিয়া জানান, ফিজিওর সঙ্গে কথা হয়নি। তবে যতটুকু দেখছেন, চিন্তার কিছু নেই।

বিরাটের চোট নিয়ে চিন্তার মাঝেও ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মুম্বই-বধের খুশিটাও আড়াল করলেন না। পাতিদার বলেছেন, 'মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে খেলার অভিজ্ঞতা সবসময় আলাদা। মাঠ, দর্শক, ভর্তি স্টেডিয়াম-যে জয় পাওয়ার মজাও আলাদা। বিরাটভাই এবং ফিল সল্টের দুর্দান্ত শুরুটা আমাদের চালকের আসনে বসিয়ে দেয়। তারপর আমার ও টিমের (ডেভিড) ক্যামিও ইনিংস--সবমিলিয়ে দলগত প্রয়াসের ফল।'

ঘরের মাঠে জয়ে ফেরার বদলে টানা তৃতীয় হারে ব্যাকফুটে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। সাজঘরে স্বভাবতই গুমোট পরিবেশ। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পরিস্থিতিতে সতীর্থদের উদ্দেশে পরিষ্কার বার্তাও দিয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়া। ভুলগুলি শুধরে নিতে হবে। কার কী করণীয়, কোথায় কোথায় ভুল হচ্ছে, সেটা নিজেদেরই খুঁজে নিতে হবে, সাফ কথা মুম্বই অধিনায়কের।

মাঠেই স্ট্র্যাপ বেঁধে রোহিত শর্মাকে ফিট করে তোলার চেষ্টা করা হয়।

হার্দিক মানছেন, অতিরিক্ত রান দেওয়ার খেসারত চোকাতে হয়েছে। গত দুই ম্যাচে বোলিং বা ব্যাটিং ঠিকঠাক হচ্ছে না। পাঞ্জাব ম্যাচের আগে দিন দুয়েক সময় আছে। তার মধ্যে যা করার করতে হবে। বোলিং বিভাগে নতুন কম্বিনেশন, বিকল্পের ভাবনাও গুরুত্ব পাচ্ছে। কিন্তু ব্যাটিং? রোহিত খেলতে না পারলে, চাপ আরও বাড়বে।

হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট কাটিয়ে পাঞ্জাব কিংস ম্যাচে ফেরা নিয়ে ধোঁয়াশা। টিম সূত্রের খবর, স্ক্যান করাতে হয়েছে। যে রিপোর্টের ওপর সবকিছু নির্ভর করবে। সতীর্থ শেরফানে রাদারফোর্ড বলেছেন, 'কতটা সিরিয়াস বলা মুশকিল আমার পক্ষে। ডাগআউটে ছিলাম তখন। ফলে নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তবে সম্ভবত হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট বলে মনে হচ্ছে।'

এদিকে, মুম্বই-বেঙ্গালুরু ম্যাচে নজর ছিল পান্ডিয়াভাইদের দিকেও। কিছুদিন ধরে দুই ভাইয়ের সম্পর্কে ফাটলের খবর শোনা যাচ্ছে। ওয়াংখেড়ে দ্বৈরথে যার আভাস মিলল। হার্দিক আউট হওয়ার পর ক্রুণালের বাঁধনহারা উচ্ছ্বাসের মধ্যে 'জবাব' দেওয়ার প্রতিফলন পরিষ্কার। আরসিবি-র ২৪০ রানের জবাবে হার্দিকের লড়াই থামে ২২২-এ। পরে ক্রুণালের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, 'একজন পান্ডিয়াই জিতত। ভাগ্যবান, সেই পান্ডিয়া আমি। ওয়াংখেড়ে বরাবর আমার হৃদয়ে রয়েছে। ছয় বছর খেলেছি এখানে, তিনবার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন। ওয়াংখেড়েতে খেলা সবসময় স্পেশাল।'

সানরাইজার্সের জয়ের দুই নায়ক সাকিব হুসেইন (বাঁয়ে) ও প্রফুল হিঙ্গ।

ফোন-বিতর্কে রাজস্থানের টিম ম্যানেজারকে নোটিশ

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল : রাজস্থান রয়্যালস টিম ম্যানেজার রোমি ভিন্ডারকে শেষপর্যন্ত নোটিশই পাঠাল বিসিসিআইয়ের অ্যান্টি কোরাপশন ইউনিট। শুক্রবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ চলাকালীন ডাগআউটে বসে ফোন ব্যবহার করতে দেখা যায়। পাশে বসে যে ফোনে চোখ রাখেন বৈভব সূর্যবংশীও। নিয়মবিরুদ্ধ যে কাজ নিয়ে বিতর্কের ঢেউ। শেষপর্যন্ত যা নিয়ে কড়া অবস্থান নিচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড।

রাজস্থানের টিম ম্যানেজারকে ৪৮ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ফোন ব্যবহারের কারণ দুর্নীতি দমন শাখাকে জানাতে হবে। উত্তর জুতসই না হলে কড়া পদক্ষেপের পথে হাঁটার সম্ভাবনা। আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অরুণ ধুমল জানিয়েছেন, 'দুর্নীতি দমন শাখা ঘটনার তদন্ত করে দেখছে। তদন্ত শেষে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে'

ডাগআউটে বসে ফোন ব্যবহার নিয়ে রাজস্থান, রোমির শারীরিক সমস্যা-মেডিকেল কন্ডিশনের যুক্তি তুলে ধরেছে। দুই ফুসফুসে সংক্রমণ নিয়ে দীর্ঘদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন। চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে চলতে হয়। এই কারণেই নাকি ফোন রাখার অনুমতি! কিন্তু প্রশ্ন ডাগআউটে বসে মোবাইল ব্যবহারে। ফ্র্যাঞ্চাইজির দাবি, 'ফোন করা বা গ্রহণ করেননি। শুধুমাত্র স্ক্রলিং করছিলেন। দুর্নীতি দমন শাখা চূড়ান্ত পদক্ষেপের আগে শারীরিক সমস্যার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবে।'

আপাতত রোমি নোটিশের কী উত্তর দেন, তার ওপর নির্ভর করবে পরবর্তী পদক্ষেপ। তবে আইপিএল-কে গড়াপেটামুক্ত রাখতে যে প্রোটোকল রয়েছে, তা ভঙ্গ হয়েছে, একমত তথ্যাভিজ্ঞ মহল। নির্বাসনের খাঁড়াও তাই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়া অবশ্য বলেন, 'কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডাগআউটে ফোন রাখার অনুমতি দেওয়া হয়। ম্যানেজার হিসেবে রোমি ভিন্ডারও ফোন নিতে পারেন। তবে ঠিক কী ঘটেছে, ফোন ব্যবহার করা হয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখেই কোনও সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হবে।'

প্রফুল-সাকিবে জয় ঈশানদের

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-২১৬/৬ রাজস্থান রয়্যালস-১৫৯ (১৯ ওভারে)

হায়দরাবাদ, ১৩ এপ্রিল : চার ম্যাচে তিনটিতেই হার। এবারের আইপিএলে মেঘ সরিয়ে সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় ছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। সোমবার রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ৫৭ রানে জয় তাদের সেই অপেক্ষা শেষ করে।

অধিনায়ক ঈশান কিষানের ব্যাটে আশার আলো দেখেছিল নিজামের শহরের ফ্র্যাঞ্চাইজি। যা আরও বাড়িয়ে দেন সানরাইজার্সের দুই আইপিএলে অভিষেককারী পেসার প্রফুল হিঙ্গ (৩৪/৪) ও সাকিব হুসেইন (২৪/৪)। নাগপুরের মিডিয়াম পেসার প্রফুল আইপিএল কেরিয়ারের দ্বিতীয় বলেই তুলে নেন বৈভব সূর্যবংশীকে (০)। শুধু এক উইকেটেই সন্তুষ্ট না থেকে তিনি আইপিএলে প্রথম ওভারেই আউট করেন ধ্রুব জুরেল (০) ও লুহান-দ্রে প্রিটোরিয়াসকে (০)। আইপিএলে প্রফুল প্রথম বোলার যিনি প্রথম ওভারে ৩ উইকেট নিলেন। পরের ওভারে প্রফুল তুলে নেন রাজস্থানের অধিনায়ক রিয়ান পরাগকেও (৪)। মাঝখানে বিহারের সাকিবের শিকার যশস্বী জয়সওয়াল (১)। ৯/৫ হয়ে রানতাড়ার শুরুতেই লড়াই থেকে ছিটকে যায় টানা ৪ ম্যাচ জিতে নামা রাজস্থান। এরপর ডোনোভান ফেরেইরা (৪৪ বলে ৬৯) ও রবীন্দ্র জাদেজা (৩২ বলে ৪৫) ১১৮ রানের জুটিতে চেষ্টা করলেও তা ছিল হারের ব্যবধান কমানোর। শেষপর্যন্ত তারা ১৯ ওভারে ১৫৯ রানে অল আউট হয়।

বৈভব-যশস্বীর মতোই হতাশ করেন অভিষেক শর্মাও। ম্যাচের প্রথম বলেই জোফ্রা আর্চারের (৩৭/২) শিকার হন অভিষেক। টি২০-তে ২০২৬ সালে সাতবার শূন্য রানে ফিরলেন তিনি। যা ভারতীয়দের মধ্যে এক বছরে সর্বাধিক। হেডকে (১৮) তুলে নিয়ে 'মাথাব্যথা' কমান রাজস্থান অধিনায়ক পরাগ। এখান থেকে হেনরিচ ক্লাসেনকে (৪০) নিয়ে ৮৮ রানের জুটিতে ইনিংস গড়েন ঈশান (৪৪ বলে ৯১)। ৩০ বলে অর্ধশতরান করার পর ঈশান গতি বাড়ান। আটটি চার ও হাফডজন ছক্কায় সাজানো ইনিংসে তিনি মাঠের সব প্রান্তে বল ফেললেন। কিন্তু অহেতুক আগ্রাসী হতে গিয়ে শতরান ফেলে আসেন ঈশান। শেষদিকে সলিল অরোরা (অপরাজিত ২৪) ও নীতীশ কুমার রেড্ডির (২৮) ক্যামিও ইনিংসে হায়দরাবাদ ২১৬/৬ স্কোরে পৌঁছে যায়।

প্রত্যাবর্তনে নজর বার্সা-লিভারপুলের

মাদ্রিদ, ১৩ এপ্রিল : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথম লেগে ঘরের মাঠে ২-০ গোলে হার। মঙ্গলবার দ্বিতীয় লেগে কি প্রত্যাবর্তন করবে বার্সেলোনা?

নাকি দিয়েগো সিমিওনের মগজাস্ত্রে ভর করে পরের রাউন্ডে উঠবে অ্যাটলেটিকো? প্রথম লেগে ২-০ গোলে হেরে এমনিতেই বেশ চাপে রয়েছে বার্সেলোনা। তার ওপর দ্বিতীয় লেগের ম্যাচটা হবে অ্যাটলেটিকোর ঘরের মাঠে। প্রত্যাবর্তনের লড়াইয়ে বার্সার বাজি লামিনে ইয়ামাল। যদিও প্রথম লেগে তাঁকে বেশ নিষ্প্রভ লেগেছিল। দ্বিতীয় লেগে কিন্তু বাড়তি কোনও ঝুঁকি নেবেন না অ্যাটলেটিকো কোচ সিমিওনে। ফলে ইয়ামালের জন্য আলাদা পরিকল্পনা থাকবে সেটা বলাই বাহুল্য।

চলতি মরশুমে তিনবার অ্যাটলেটিকোকে হারিয়েছে বার্সা। সেই পরিসংখ্যান দ্বিতীয় লেগের আগে আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে কাটালান ক্লাবটিকে। চোট সারিয়ে মাঠে ফেরা ফ্র্যাঙ্কি ডি জংকে আগামীকাল শুরু থেকেই খেলাতে মরিয়া বার্সা। অ্যাটলেটিকোকে ভরসা জোগাচ্ছেন হুলিয়ান আলভারেজ ও আতোঁয়া গ্রিজম্যান। দুই মহাতারকায় ভর দিয়ে শেষ চারের স্বপ্ন দেখছে তারা।

অন্য ম্যাচে লিভারপুল খেলবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সাঁ জাঁ-র বিরুদ্ধে। প্রথম লেগে ২-০ ফলে হেরেছিল অল রেডস। তবে দ্বিতীয় লেগে ঘরের মাঠে দান উলটে দিতে মরিয়া থাকবে আর্নে স্লটের ছেলেরা। তবে বর্তমান পারফরমেন্সের নিরিখে অলৌকিক কিছু না করলে লিভারপুলের পক্ষে সেমিফাইনালে যাওয়া কঠিন।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

কোয়ার্টার ফাইনাল

দ্বিতীয় লেগ
অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ বনাম বার্সেলোনা

লিভারপুল বনাম প্যারিস সাঁ জাঁ

সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

গুজরাট-চেন্নাই ম্যাচের সূচি বদল

মুম্বই, ১৩ এপ্রিল : গ্রুপ পর্বে গুজরাট টাইটান্স-চেন্নাই সুপার কিংসের জোড়া দ্বৈরথের সূচি বদল। গুজরাটে কর্পোরেশন, মিউনিসিপালিটি নির্বাচনের কারণে এই রদবদল। দুই ম্যাচের দিন একই থাকছে। শুধু বদলাচ্ছে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে সূচি। ২৬ এপ্রিল প্রথম ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল আহমেদাবাদে। পরিবর্তে একই দিনে (২৬ এপ্রিল) হবে চেন্নাইয়ের এমএ স্টেডিয়ামে। অপরদিকে ২১ মে-র দ্বিতীয় ম্যাচটি চেন্নাইয়ের পরিবর্তে অনুষ্ঠিত হবে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে শীর্ষে সিনার

মোনাকো, ১৩ এপ্রিল : মন্টে কার্লো মাস্টার্সের ফাইনালে কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়াকে ৭-৬, ৬-৩ গেমে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলেন জানিক সিনার। আলকারাজকে সরিয়ে ফের বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে এক নম্বরে উঠে এসেছেন সিনার।

হার্দিকের সিদ্ধান্তে হতবাক অশ্বীন

মুম্বই, ১৩ এপ্রিল : টানা তিন ম্যাচ হেরে আইপিএলের শুরুতেই প্রবল চাপে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। রবিবার ঘরের মাঠ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে ১৮ রানে হারের পর দলের রণনীতি নিয়ে গভীর চিন্তায় অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া। পাশাপাশি, ম্যাচে হার্দিকের মারাত্মক কৌশলগত ভুল নিয়ে কড়া সমালোচনা করেছেন ভারতের অভিজ্ঞ স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

> **পাতিদার স্পিনারদের যম। ওকে দেখেই মার্কান্ডেকে বল দেওয়াটা জঘন্য সিদ্ধান্ত। আমার তো মাথা ঘুরছিল! স্পিনারদের দেওয়া ৬ ওভারে ৮০ রানই ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দিয়েছে।**
>
> **-রবিচন্দ্রন অশ্বীন**

প্রথমে ব্যাট করে ফিল সল্ট এবং রজত পাতিদারের দাপটে ২৪০ রানের পাহাড় গড়ে আরসিবি। রান তাড়া করতে নেমে রোহিত শর্মা চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ায় এবং সূর্যকুমার যাদব ও তিলক ভার্মার ব্যর্থতায় মুম্বইয়ের জয় কঠিন হয়ে পড়ে। শেষদিকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার শেরফানে রাদারফোর্ড ৩১ বলে অপরাজিত ৭১ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেললেও শেষরক্ষা হয়নি। ম্যাচ শেষে হতাশ হার্দিক স্বীকার করে নেন, 'অনেক কিছু নতুন করে ভাবতে হবে। আমরা সব ম্যাচেই প্রতিপক্ষের চেয়ে পিছিয়ে থাকছি। টস জিতলেও বোলিং ও ব্যাটিং-সব বিভাগেই আমাদের পরিকল্পনায় বদল দরকার।'

মুম্বইয়ের এই হারের জন্য হার্দিকের বোলিং পরিবর্তনকে তুলোধোনা করেছেন অশ্বীন। বিশেষ করে পাতিদারের মতো স্পিন বিশেষজ্ঞ ব্যাটার ক্রিজে আসার পরই লেগস্পিনার মায়াঙ্ক মার্কান্ডেকে বল দেওয়ার সিদ্ধান্ত অশ্বীনকে হতবাক করেছে। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে তিনি বলেছেন, 'পাতিদার স্পিনারদের যম। ওকে দেখেই মার্কান্ডেকে বল দেওয়াটা জঘন্য সিদ্ধান্ত। আমার তো মাথা ঘুরছিল! স্পিনারদের দেওয়া ৬ ওভারে ৮০ রানই ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দিয়েছে।' অশ্বীনের মতে, শক্তিশালী দল থাকা সত্ত্বেও মুম্বই গত দুই-তিন বছর ধরে সঠিক কম্বিনেশন তৈরি করতেই বারবার ব্যর্থ হচ্ছে।

বুমরাহের পাশে স্টেইন

বেঙ্গালুরু, ১৩ এপ্রিল : চলতি আইপিএলে চার ম্যাচ খেলে এখনও উইকেট পাননি জসপ্রীত বুমরাহ। তবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে তাঁর উইকেটশূন্য স্পেলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ডেল স্টেইন এবং রবিচন্দ্রন অশ্বীন। স্টেইনের মতে, বুমরাহ তাঁর নিখুঁত ইয়র্কারে বিপক্ষকে রীতিমতো চাপে রেখেছেন। অশ্বীনও মনে করেন, শুধুমাত্র উইকেট না পাওয়া নিয়ে সমালোচনা করা অর্থহীন। তাঁর নিখুঁত বোলিং এবং রান আটকে রাখাই দলের জন্য সবচেয়ে কার্যকরী।

ভারতে ফিরছে ফর্মুলা ওয়ান?

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল : ২০২৭ সালে ভারতে ফর্মুলা ওয়ান রেস ফেরাতে উদ্যোগী হলেন ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। গ্রেটার নয়ডার বুদ্ধ ইন্টারন্যাশনাল সার্কিটে এই রেস আয়োজনের পরিকল্পনা চলছে। কর সংক্রান্ত আইনি জটিলতা কাটিয়ে এই প্রতিযোগিতা ফেরাতে সরকার সবরকম সাহায্য করবে। যদিও ফর্মুলা ওয়ান কর্তৃপক্ষের মতে, এই মুহূর্তে চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা বেশ কম। তবে ভারতের বাজার নিয়ে তারা যথেষ্ট আগ্রহী।

হেরে চাপে বৈশালী

পাফোস, ১৩ এপ্রিল : ক্যান্ডিডেটস দাবায় দ্বাদশ রাউন্ডে ঝু জিনের কাছে হার রমেশবাবু বৈশালীর। এই অপ্রত্যাশিত পরাজয়ে চাপে পড়ে গিয়েছেন ভারতীয় গ্র্যান্ড মাস্টার। যদিও ঝু জিনের সঙ্গে ৭ পয়েন্ট নিয়ে যুগ্মভাবে শীর্ষস্থানে রয়েছেন তিনি। শেষ দুই রাউন্ডে স্নায়ুর চাপ ধরে রাখতে না পারলে বৈশালীর পক্ষে খেতাব জয় কঠিন।

পতাকা উত্তোলন মোহনবাগানে

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : শনিবার ক্যালকাটা প্রিমিয়ার হকি লিগ জিতেছিল মোহনবাগান। সোমবার সেই উপলক্ষ্যে ক্লাবে পতাকা উত্তোলন করা হয়। ক্লাব সভাপতি দেবাশিস দত্ত, সচিব সৃঞ্জয় বসু, হকি কোচ সিমরানজিৎ সিং সহ ক্লাব কর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দিব্যাংশের দ্বিশতরান

ম্যাচের সেরা দিব্যাংশ সিং।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : সিএবি-র পরিচালনায় ও মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ব্যবস্থাপনায় অম্বর রায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেটে সোমবার দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১৯০ রানে সবুজের অভিযান ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। বসুন্ধরা মাঠে টসে জিতে ডিপিএস ৩৫ ওভারে ৬ উইকেটে ২৮২ রান তোলে। ম্যাচের সেরা দিব্যাংশ সিং ১০৪ বলে ২১৯ রান করে। রিয়ান রায়ের অবদান ২৮। অঙ্কুশ বসাক ২৭ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে সবুজের অভিযান ২৪.১ ওভারে ৯২ রানে গুটিয়ে যায়। শুভায়ন ঘোষ ১৮ রান করে। ঋষভ মেহতা ১৩ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট।

অন্য ম্যাচে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব ১৮৪ রানে আঠারোখাই সরোজিনী সংঘের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে বাঘা যতীন ৩৩ ওভারে ৫ উইকেটে ২৫৭ রান তোলে। ঋদ্ধিমান শিকদার ৮৫ ও অর্ণব পাল ৪৩ রান করে। অরিজিৎ মণ্ডল ২৮ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে সরোজিনী ৩১.৩ ওভারে ৭৩ রানে সব উইকেট হারায়। অরিজিৎ ২২ রান করে। ঋদ্ধিমান দেব ও ঋদ্ধিমান শিকদার ১৫ রানে ফেলে দেয় ৪ উইকেট। মঙ্গলবার খেলবে অগ্রগামী সংঘ-সুকান্তনগর সুকান্ত স্পোর্টিং ক্লাব ও শিলিগুড়ি স্পোর্টিং ইউনিয়ন-জাগরণী সংঘ।

প্রথম উৎসব, অরিত্র দ্বিতীয়

ট্রফি নিয়ে উৎসব মহন্ত।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : অযোধ্যার রামায়ণ ইউনিভার্সিটিতে আয়োজিত জাতীয় যোগাসনে ২০-২৫ বছর বয়স বিভাগে প্রথম হয়েছেন শিলিগুড়ির উৎসব মহন্ত। একই প্রতিযোগিতায় শিলিগুড়ির অরিত্র পাল ১৬-১৯ বছর বিভাগে দ্বিতীয় স্থানে থাকেন। প্রতিযোগিতায় দুই ছাত্রের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তাঁদের কোচ সুদীপ্তকুমার জানা।

বিশ্ব বক্সিং সিরিজে চাঁদনি

মেটেলি, ১৩ এপ্রিল : থাইল্যান্ডে বিশ্ব বক্সিং সিরিজ অনুষ্ঠিত হবে। যার জন্য ২০ এপ্রিল রওনা হবেন চালসা মহাবাড়ির চাঁদনি মেহেরা। জন্মসূত্রে চাঁদনি হরিয়ানার হলেও স্কুল ও কলেজ জীবন কেটেছে মালবাজার, বিন্নাগুড়ি এবং দার্জিলিংয়ে। প্রতিযোগিতায় তিনি মহিলাদের ৬১ কেজি ওজন বিভাগে নামবেন। ২৫ এপ্রিল চাঁদনির প্রতিযোগিতা। চাঁদনির সাফল্যের বিষয়ে আশাবাদী তাঁর কোচ রাকেশ বাবা।

জয়ে খুশি হলেও পারফরমেন্সে চিন্তায় লোবেরা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : জয়ই একমাত্র খুশির কারণ। এর বাইরে দলের পারফরমেন্স নিয়ে চিন্তিত মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ।

সের্জিও লোবেরার কপালের ভাঁজ অবশ্য বাড়াচ্ছে দলের চোট-আঘাতও। আপুইয়ার না থাকা ভুগিয়েছে পাঞ্জাব এফসি ম্যাচে। রবিবার সন্ধ্যায় চোট পেয়েছেন আলবার্তো রডরিগেজ। তাঁকে মাত্র ১৭ মিনিটে তুলে নিতে হয়। পরের ম্যাচ গুয়াহাটিতে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিপক্ষে। সেই ম্যাচে যে আপুইয়াকে পাওয়া যাবে না, তা রবিবার রাতেই জানিয়ে দেন লোবেরা। তবে স্ক্যান হওয়ার পরই আলবার্তোর চোট কতটা গুরুতর তা বোঝা যাবে। সোমবার তাঁর স্ক্যান হয়নি। আগামীকাল হবে।

এর বাইরে দলের হতশ্রী পারফরমেন্স চিন্তায় রাখছে লোবেরাকে। পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, 'কোচ হিসেবে আমাকে সবটাই পেশাদারিত্বের সঙ্গে বিশ্লেষণ করতে হয়। আমরা দুর্দান্তভাবে জিতেছি, এটা অবশ্যই ভালো লাগছে। কিন্তু এভাবে খেলতে থাকলে চ্যাম্পিয়ন হওয়া কঠিন।' পাঞ্জাব এফসি ম্যাচ যে এখনও পর্যন্ত কঠিনতম, তা মেনে নিতে দ্বিধা করেননি লোবেরা, দিমিত্রিস পেত্রাতোস কী শুভাশিস বসুরা। এই ম্যাচে শুরুতে না নামলেও আলবার্তোর বদলে ১৭ মিনিটেই নামতে হয় দিমিকে। ম্যাচের পর তাঁর মন্তব্য, 'অসাধারণ এবং কঠিনতম ম্যাচ খেললাম। তবে আমাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত হাল না ছাড়ার মনোভাব ছিল বলেই তিন পয়েন্ট ঘরে এল। জেমি (ম্যাকলারেন), সাহালের (আব্দুল সামাদ) গোল আমাদের ম্যাচে ফেরায়। আর পরে জেসন (কামিন্স) দুর্দান্ত গোল করে তিন পয়েন্ট এনে দিয়েছে। তবে এর সবটাই গোটা দলের কৃতিত্ব।' অধিনায়ক শুভাশিস বসু সরাসরি স্বীকার করে নিলেন, 'এখনও পর্যন্ত মরশুমের কঠিনতম ম্যাচ। এই জয় আমাদের চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে টিকে থাকতে সাহায্য করবে। আমরা চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখাতে পেরেছি। এবার ধারাবাহিকতা দেখাতে হবে।'

দলের খেলার হাল দেখে নিজের ঘাড়েই দায় নিচ্ছেন লোবেরা। তাঁর বক্তব্য, 'আমি খুশি দল জিতেছে। আরও একটা ভালো দিক হল দল তিনটি গোল করেছে। যা বেঙ্গালুরু এফসি এবং জামশেদপুর এফসি ম্যাচে করতে পারেনি। কিন্তু যে ফুটবল খেলেছে আমার ফুটবলাররা তার বদল দরকার। প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। প্রচুর ভুলত্রুটি শোধরাতে হবে। দলের খারাপ পারফরমেন্সের দায় কোচ হিসাবে আমারই।'

KHOSLA ELECTRONICS

7 DAYS PRICE CHALLENGE

WE CHALLENGE

BUY AC FROM KHOSLA & GET EXTRA

~~5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY~~ at KHOSLA 6 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY

~~40% DISCOUNT~~ 50% at KHOSLA DISCOUNT ON AC

~~EXCHANGE OFFER ₹ 5,000~~ KHOSLA EXCHANGE OFFER ₹ 10,000 ON OLD AC*

EXTRA on Bajaj EMI Card 1 EMI OFF*

~~CASHBACK OFFER ₹ 5,000~~ KHOSLA CASHBACK OFFER Upto ₹ 10,000 ON AC*

~~PAY ₹ 1~~ 0 DOWN PAYMENT at KHOSLA

KHOSLA CASHBACK OFFER ₹ 30,000* IDFC FIRST Bank

খোসলা ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এলো

সবথেকে সস্তার সপ্তাহ

১১ থেকে ১৭ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত

বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন

আলিপুরদুয়ার: 98742 87232

বালুরঘাট: 98742 33392

FREE STANDARD INSTALLATION + BRACKET worth ₹ 2,500*

UPTO 50% DISCOUNT AIR CONDITIONER

DAIKIN	LG	VOLTAS	BLUE STAR	Carrier	Panasonic	SAMSUNG
Highest Energy Efficiency	AI + DUAL INVERTER	Automatic Adjustable Sleep Mode INVERTER	80 YEARS OF TRUST	Automatic Adjustable Sleep Mode INVERTER	Convertible 7 with additional AI mode	Wind Free Cooling with 23000 microholes
1 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,818*	1 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,758*	1 Ton 3* Inv. EMI ₹ 1,888*	1 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,400*	1 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,273*	1 Ton 3* Inv. EMI ₹ 1,638*	1 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,374*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,213*	1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,875*	1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,888*	1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,400*	1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,998*	1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 1,722*	1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,990*
1.8 Ton 3* Inv. EMI ₹2,556*	1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹ 1,999*	2 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,888*	2 Ton 3* Inv. EMI ₹ 3,455*	2 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,998*	2 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,555*	1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹ 1,990*

HITACHI	LLOYD	Godrej	Haier	GENERAL	Whirlpool	MITSUBISHI HEAVY DUTY
ICE CLEAN Frost Wash Tecnology	5 in 1 expandable with AQ tech	Tri Filtration System	10sec. Supersonic Cooling	THE EXTREME MACHINE	6th Sense Technology	Eco Smart Hyper Inverter Electricity Saving Upto 65%
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,559*	1 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,177*	1 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,143*	1 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,292*	1 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,182*	1 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,042*	1.1 Ton 2* EMI ₹ 4,501*
1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹ 2,999*	1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,584*	1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,042*	1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,500*	1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,613*	1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 1,997*	1 Ton 3* Inv. EMI ₹ 4,501*
1.8 Ton 3*. EMI ₹ 3,304*	1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹ 2,793*	2 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,525*	2 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,994*	1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹ 3,680*	1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹ 2,597*	1.6 Ton 3* EMI ₹ 5,501*

UPTO 41% DISCOUNT REFRIGERATOR — LG SAMSUNG Godrej Whirlpool Haier LLOYD BOSCH IFB

KHOSLA CASHBACK OFFER ₹ 30,000*

FREE SAFARI Trolley Bag worth ₹ 10,500

600 Ltr. SBS EMI ₹ 2,525

FREE 2 Jar 500 watt Mixi worth ₹ 4,999

237 Ltr. BMR EMI ₹ 1,999 | 231 Ltr. DD EMI ₹ 1,791

UPTO 58% DISCOUNT LED TV — LG SAMSUNG SONY KGA Haier LLOYD Hisense

KHOSLA CASHBACK OFFER ₹ 30,000*

3 YEARS WARRANTY

100 QLED EMI ₹ 4,545 | 75 QLED EMI ₹ 4,545 | 65 QLED EMI ₹ 3,112

55 4K UHD EMI ₹ 3,388 | 43 SMART LED EMI ₹ 1,633 | 32 LED ₹ 8,990*onwards

UPTO 50% DISCOUNT WASHING MACHINE — LG SAMSUNG BOSCH IFB Whirlpool LLOYD Godrej Haier SIEMENS

KHOSLA CASHBACK OFFER ₹ 30,000*

8 Kg. Front Load EMI ₹ 2,416 | 7 Kg. Top Load EMI ₹ 1,399

FREE 1000 Watt Iron Worth ₹ 1,200

UPTO 50% DISCOUNT COOLER — BAJAJ USHA HAVELLS Symphony KGA BLUE STAR ZIVROO

Breeze Tower Fan ₹ 2,799

36 Ltr. EMI ₹ 713 8 Months EMI

50 Ltr. EMI ₹ 948 8 Months EMI

ONSPOT ₹ 5,000 CASHBACK on All Mobile & Laptop @ KHOSLA ELECTRONICS only

iPhone	SAMSUNG	vivo	oppo	realme	mi	motorola
iPhone 15 (128 GB) ₹ 59,900 EMI ₹ 3,328	A37 (8/128 GB) ₹ 39,599 EMI ₹ 1,650	V70 FE (8/256GB) ₹ 40,999 EMI ₹ 2,278	RENO 15C (256 GB) ₹ 37,999 EMI ₹ 2,111	16 (8/256 GB) ₹ 33,999 EMI ₹ 2,833	15 A (4/128GB) ₹ 14,499 EMI ₹ 1,208	G 57 (8/128GB) ₹ 15,999 EMI ₹ 1,333

FREE BOAT NECKBAND OR CROSS BAGPACK OR REALME EARBUDS

DELL Technologies	hp	Lenovo	ASUS
i5 13th GEN, 8GB RAM, 512 GB SSD, WIN 11 ₹ 57,900 EMI ₹ 4,825 0 DOWN PAYMENT	i5 13th GEN, 16GB RAM, RTX 3050(6GB) 512 GB SSD, WIN 11 ₹ 85,900 EMI ₹ 5,727	RYZEN 5, 16GB RAM, 512GB SSD, 15.6 FHD, WIN 11 + MSO 24 ₹ 52,900 EMI ₹ 4,408	i3 13th GEN, 8GB RAM, 512GB SSD 15.6 FHD, WIN 11 + MSO 24 ₹ 50,900 EMI ₹ 4,242

FREEBIES ✓ Wireless Keyboard & Mouse ✓ perplexity AI for 1 year ✓ Adobe @ ₹ 99 ✓ Laptop Bag

Carrier

XPERT Series

NEXT SMART TECH FOR PERSONALIZED COMFORT

55°C High Ambient Working

Supported with HYBRIDJET 2.0

WI-FI 2.0 (AI+) SMART CONNECT

GEOFENCING

6 IN 1 INVERTER TECHNOLOGY

X-LED DYNAMIC V2

SED SMART ENERGY DISPLAY

4-WAY SWING

1.0 & 1.5T categories. *T&C apply. Images used are for representation purposes only. Features and BEE label ratings vary from model to model..

#FromTheInventors

CASHBACK OFFERS 7.5% up to ₹3000^^ off

^^Offer vailid on Carrier Xpert series split inverter AC models mapped with selected banks.

SPECIAL FIXED EMI OFFER ^Limited Period Offer ₹2998^

BUY NOW AND PAY LATER** Scheme With 24-Months Tenure

ZERO DOWN PAYMENT Scheme With 8-Months Tenure

PARTNERS** IDFC FIRST Bank | HDB FINANCIAL SERVICES

Validity: 14th March 2026 to 31st March 2026

**These offers are subject to terms and conditions by finance partners.

Carrier Midea India Pvt. Ltd. 1st Floor, Pearl Tower, Plot No. 51, Institutional Area, Sector 32, Gurgaon - 122001, Haryana, Ph: 0124 6144300

Carrier Midea India Pvt. Ltd. Plot No. A-5, SUPA-PARNER Industrial Area, Ahmednagar, Maharashtra, 414301

Carrier Care: 1800 103 3333 | Office: 0124 6144300 | carriercare@carriermidea.com

https://www.facebook.com/CarrierMideaAc | https://www.instagram.com/carriermideaindia

For your old AC, recommend to utilize the e-waste facilities across India to recycle & protect our environment. For details, call us on 1800 103 3333 or email at carriercare@carriermidea.com

T&C Apply. Specifications and features are subject to change without prior notice. Features may vary depending upon models. For detailed terms and conditions & validity period, please visit www.carriermideaindia.com

Scan for Carrier Catalogue | Scan for Product Video

Rest Assured

UP TO ₹10,000 INSTANT DISCOUNT# SBI card

#Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Discount: ₹10,000 per card; Also valid on EMI Trxns.; Validity: 10 Apr - 24 May 2026. T&C Apply.

CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com | BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED — HDFC AXIS BANK SBI HSBC standard chartered citibank ICICI Bank

Easy Finance by — BAJAJ FINSERV IDFC FIRST Bank HDB FINANCIAL SERVICES

*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. **Offer price under Exchange Amount,** *Offers are not applicable on Samsung Products. # AC on working condition.

Locate your nearest Khosla store

COOCHBEHAR	RAIGANJ	ALIPURDUAR	SILIGURI	BALURGHAT	MALDAH
Rail Gumti Ph : 9147417300	Mohonbati Bazar Ph : 9147393600	Shamuktala Road Ph : 9874287232	Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685	Hili More Ph: 98742 33392	15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132